বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৫ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শনিবার ৯ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৮০ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের পর, শুক্রবার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিতে তাঁর নাম পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। শনিবার, ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীর পুণ্যলগ্নে কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে শপথ নেবেন তিনি। রাজভবনের চার দেওয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে জনতার ময়দানেই আগামীর সরকার পরিচালনার অঙ্গীকার করবেন শুভেন্দু।শুক্রবার বিকেলে নবনির্বাচিত ২০৬ জন বিধায়ককে নিয়ে বৈঠকে বসেন অমিত শাহ। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম প্রস্তাব করা হলে অন্য কোনও নামের দাবি ওঠেনি।সর্বসম্মতিক্রমে নাম ঘোষণার পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন শুভেন্দু। দীর্ঘ লড়াইয়ের স্বীকৃতি পেয়ে অমিত শাহর হাত ধরে কৃতজ্ঞতা জানানোর সময় তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। শাহ জানান, সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং তৃণমূল জমানার অবসান ঘটিয়ে বিজেপিকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার পুরস্কার হিসেবেই এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে।মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নাম ঘোষণার পর নিজের প্রথম ভাষণে শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত সংযত ও বিনয়ী বার্তা দেন। তিনি স্পষ্ট জানান, তাঁর সরকার একক কৃতিত্বে নয়, বরং সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় চলবে। নির্বাচনের আগে ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি সময়সীমার মধ্যে পূরণ করা হবে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই আদর্শকে পাথেয় করে কেন্দ্র ও রাজ্যের সুসমন্বয়ে 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলা হবে। তিনি বলেন, কথা কম, কাজ বেশি হবে। আপনারা যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমি নয়, আমরা।২০২০ সালে ঘাসফুল শিবির ছেড়ে পদ্মশিবিরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই শুভেন্দু ছিলেন বঙ্গ বিজেপির প্রধান সেনাপতি। এবারের নির্বাচনে তিনি কেবল নিজের গড় নন্দীগ্রাম নয়, খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুর থেকেও বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়ে 'জায়ান্ট কিলার'-এর তকমা ধরে রেখেছেন। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে পরাজিত করা এবং গোটা রাজ্যে চষে বেড়িয়ে কর্মীদের চাঙ্গা করার কৃতিত্ব তাঁকে সরাসরি সাফল্যের শীর্ষে বসিয়েছে। ২০৭টি আসন পেয়ে বিজেপি যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, তার সিংহভাগ কৃতিত্বই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব শুভেন্দুর সাংগঠনিক দক্ষতাকে দিচ্ছেন।আজকের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কেবল বাংলার ইতিহাসে নয়, ভারতের রাজনীতিতেও এক বড় চমক। এই প্রথম কোনো সরকার ব্রিগেডের মতো বিশাল জনসমুদ্রে শপথ নিতে চলেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে বিশেষ বিমানে কলকাতা পৌঁছচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সঙ্গে থাকছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিজেপিশাসিত ২০টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। শুভেন্দুর সঙ্গে আজ শপথ নিতে পারেন মন্ত্রিসভার একঝাঁক নতুন মুখ। জানা গেছে, প্রশাসনে ভারসাম্য বজায় রাখতে দু'জন উপমুখ্যমন্ত্রীকেও বেছে নেওয়া হয়েছে, যাদের নাম আজই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হতে পারে।বিপুল জনরাদেশ নিয়ে দায়িত্ব নিতে চলা শুভেন্দু অধিকারীর সামনে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি এবং উন্নয়নের চাকাকে সচল করা। আজ সকাল ১১টায় যখন ব্রিগেডের মঞ্চে তিনি শপথ নেবেন, তখন বাংলার কয়েক কোটি মানুষের প্রত্যাশার ভার থাকবে তাঁর কাঁধে।

১৫ বছরের চুলে কাঁচি

নয়া জামানা ঃ দলের জয়ের আনন্দে ১৫ বছরের লম্বা চুল কেটে ফেললেন শীতলকুচির বিজেপি কর্মী বাণেশ্বর বর্মন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মানত করেছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তবেই চুল কাটবেন। অবশেষে সেই ইচ্ছাপূরণ হতেই নতুন লুকে ধরা দিলেন বাণেশ্বর। এলাকায় এই ঘটনা ঘিরে চর্চা তুঙ্গে। তাঁর কথায়,এটা শুধু চুল কাটা নয়, বিশ্বাস আর আবেগের জয়।

পদ্মের 'মাস্টারপ্ল্যান'

নয়া জামানা ঃ বিধানসভা ভোটের ফলকে হাতিয়ার করে এবার শিলিগুড়ি পুরসভা দখলের লক্ষ্যে ঝাঁপাচ্ছে বিজেপি। আগামী ন'মাসের মধ্যেই পুরভোট তাই এখন থেকেই সংগঠন মজবুত করতে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে পদ্ম শিবির।শুধু পুরসভাই নয়, মহকুমা পরিষদেও প্রভাব বাড়ানোর কৌশল নেওয়া হচ্ছে। ওয়ার্ডভিত্তিক সমীকরণ,নতুন মুখ ও জনসংযোগ সবদিকেই বিশেষ নজর দিচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব।

শপথের সাক্ষী

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসবের আবহ কলকাতায়। ভোর থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাস, ট্রেন ও গাড়ি ভরে শহরে পৌঁছাতে শুরু করেছেন বিজেপি সমর্থকেরা।হাতে দলীয় পতাকা, মুখে স্লোগান উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন কর্মী-সমর্থকরা।বহু মানুষের দাবি, বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতেই তাঁদের এই কলকাতা যাত্রা।শহরের বিভিন্ন রাস্তায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

'থলপতি'র পাশে বামেরা

নয়া জামানা ঃ দু'দিনের জোর রাজনৈতিক টানাপোড়েনের অবসান। শেষমেশ থলপতি বিজয়ের দল টিভিকেকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিল বাম শিবির ও ডিএমকের শরিক ভিসিকে।ফলে তামিলনাড়ুতে সরকার গড়ার রাস্তা কার্যত পরিষ্কার হয়ে গেল জনপ্রিয় অভিনেতা-বিজয়রের সামনে। ১০৮ আসন পাওয়া টিভিকের পাশে আগেই ছিল কংগ্রেস। নতুন সমর্থনে সংখ্যার অঙ্ক ছুঁয়ে ফেলল ম্যাজিক ফিগার।

বাঙালিয়ানার মেলবন্ধনে ব্রিগেডে ঐতিহাসিক শপথ

শপথের মঞ্চে ঝালমুড়ি ও সীতাভোগ

টিনা প্রামাণিক, নয়া জামানা, কলকাতা

বাংলার মসনদ দখলের লড়াই শেষ হয়েছে, আর সেই লড়াইয়ের ফলাফল স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বঙ্গ রাজনীতিতে সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে বাঙালির অস্মিতা আর সংস্কৃতির গভীরে। সেই উপলব্ধিকে পাথেয় করেই এক নজিরবিহীন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব। আজ ২৫শে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীর পুণ্যলগ্নে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড সাক্ষী হতে চলেছে এক ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণের। এবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান নিছকই কোনো শাসনতান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং একে একটি মহোৎসবের রূপ দিতে সচেষ্ট গেরুয়া শিবির। রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনটিকে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে বাঙালির আবেগ ও কৃষ্টির প্রতি বিশেষ বার্তা দিতে চাইছে নতুন সরকার।প্রশাসনিক গাম্ভীর্য ছাপিয়ে এই অনুষ্ঠানে ফুটে উঠবে বাংলার চিরচেনা সংস্কৃতি। জানা গিয়েছে, নবনির্বাচিত বিধায়করা সেদিন চিরাচরিত বাঙালি পোশাক ধুতি ও পাঞ্জাবি পরেই মঞ্চে উপস্থিত হবেন। অনুষ্ঠানের সূচনা হবে রবীন্দ্রসংগীতের সুরের মূর্ছনায়, যা বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পাশাপাশি সমাবেশস্থলে এক শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ তৈরি করবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উন্নয়ন আর সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এক নতুন ঘরানার শাসনের ইঙ্গিত দিতেই এই পরিকল্পনা।বঙ্গ রাজনীতিতে খাবারের ভূমিকা বরাবরই অনস্বীকার্য। নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঝালমুড়ি খাওয়া কিংবা অমিত শাহের মুখে বর্ধমানের মিষ্টির প্রশংসা; বাঙালির মন জয়ে খাবারের প্রভাব বারবার দেখা গিয়েছে। সেই ধারা বজায় রেখেই শপথের মেনুতে রাখা হয়েছে এলাহি আয়োজন। অতিথিদের আপ্যায়নে থাকবে ঝালমুড়ি এবং জিআই ট্যাগ প্রাপ্ত বর্ধমানের বিখ্যাত সীতাভোগ ও মিহিদানা। নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ কথা দিয়েছিলেন যে, জয়ের পর তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সীতাভোগ খাওয়াবেন; শপথের মঞ্চে সেই দৃশ্য দেখা যাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি এই মেগা ইভেন্টে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে বাংলার বিশিষ্ট সমাজসেবী, সাহিত্যিক, ক্রীড়াবিদ ও চলচ্চিত্র জগতের তারকাদের। উপস্থিত থাকবেন বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। তবে সব জল্পনা ছাপিয়ে এখন মূল আকর্ষণ একটাই; কে হচ্ছেন বাংলার সেই বহুপ্রতীক্ষিত 'ভূমিপুত্র' মুখ্যমন্ত্রী? শুক্রবারের বৈঠকেই অমিত শাহ সেই নামে চূড়ান্ত সিলমোহর দেবেন বলে জানা গিয়েছে। একদিকে রবীন্দ্রসংগীতের সুর, অন্যদিকে ঝালমুড়ি আর সীতাভোগের স্বাদ; সব মিলিয়ে বাঙালির আবেগকে সঙ্গী করেই এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায় শুরু হতে চলেছে তিলোত্তমায়।

সব ঘুসপেটিয়াকে খুঁজে খুঁজে তাড়াব - হুঁশিয়ারি অমিত শাহের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দেশের সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে বের করে দেশ থেকে তাড়ানো হবে। বঙ্গ জয়ের পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণার মঞ্চ থেকে এভাবেই অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর সাফ কথা, বাংলা এবার আর অনুপ্রবেশকারীদের 'মুক্তাঞ্চল' হয়ে থাকবে না।দীর্ঘদিন ধরেই বাংলা ও দেশের দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলো দাবি করে আসছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সুরক্ষা কেবল রাজ্যের নয়, বরং গোটা দেশের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন এই প্রচার সামাজিক মাধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকলেও, এবার সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গলায় শোনা গেল সেই একই সুর। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, অনুপ্রবেশকারী ইস্যুকে বিজেপি কেবল রাজনৈতিক মেরুকরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে না। শাহের দাবি, ক্ষুবিজেপি অনুপ্রবেশকারীদের কথা বলে জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় কোনো আপস আমরা মেনে নেব না। বাংলার নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ছিল অনুপ্রবেশ সমস্যা। প্রায় প্রতিটি জনসভায় অমিত শাহ এবং দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সীমান্ত সিল করা ও অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিজেপি বরাবরই অভিযোগ করে এসেছে যে, রাজ্যে তৃণমূল সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতেই অনুপ্রবেশকারীদের দাপট বেড়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল পাল্টা অভিযোগ করেছিল যে, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব বিএসএফ-এর, তাই ব্যর্থতা কেন্দ্রীয় সরকারের। তবে এই রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির মাঝেই প্রধান অন্তরায় ছিল সীমান্ত সিল করার জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন আশ্বাস দিয়ে বলেন, এতদিন জমি সমস্যার কারণে সীমান্ত সম্পূর্ণ সিল করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু এবার সেই বাধা দূর হবে। বাংলার সীমান্ত সম্পূর্ণ সিল করা হবেই।সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে বলে দাবি করেন শাহ। তাঁর মতে, অনুপ্রবেশকারী সমস্যা নির্মূল না করলে 'সোনার বাংলা' গঠন অসম্ভব। তিনি বলেন, বাংলার মানুষকে আমি কথা দিচ্ছি, আগামী পাঁচ বছরে প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে বের করে তাড়ানো হবে। অনুপ্রবেশমুক্ত পশ্চিমবঙ্গই হবে আমাদের অগ্রাধিকার। শুভেন্দু অধিকারীকে সামনে রেখে নতুন সরকার যে শুরু থেকেই অনুপ্রবেশ ইস্যুতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিতে চলেছে, শাহের এই ভাষণ তারই ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিধানসভা নির্বাচনের লড়াই শেষ হলেও, জাতীয় সুরক্ষা ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের এই কড়া অবস্থান আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতির সমীকরণকে যে আরও তপ্ত রাখবে, তা বলাই বাহুল্য।

বাংলায় চালু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ প্রত্যাশামতোই বাংলার পালাবদল। ঘাসফুল শিবিরের অবসান ঘটিয়ে নীল-সাদাকে সরিয়ে নবান্নের দখল নিয়েছে গেরুয়া শিবির। ৯ মে অর্থাৎ আজ বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। আর সরকার গঠন হতে না হতেই বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য সুখবর নিয়ে আসছে নয়া প্রশাসন। বিজেপি তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই রাজ্যে চালু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত'।দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল আমলে এই প্রকল্পটি রাজ্যে আটকে ছিল। এবার সেই জট কাটিয়ে বাংলার প্রতিটি কোণায় পৌঁছে যাবে বিনামূল্যে চিকিৎসার এই সুবিশাল পরিষেবা।২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের গরিব ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য এই 'প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সূচনা করেন। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো, আর্থিক অনটনের কারণে যাতে দেশের কোনো নাগরিক সঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন। এর মাধ্যমে প্রতিটি তালিকাভুক্ত পরিবার প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস অর্থাৎ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পায়।কেন্দ্রীয় নিয়ম অনুযায়ী, এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে - যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার কম, তারা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। যারা এক কামরার ঘরে বা কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন, তারা অগ্রাধিকার পাবেন।বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি এবং তফশিলি জাতি ও তফশিলি জনজাতির মানুষজন সরাসরি এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। সবচেয়ে বড় ঘোষণাটি হল ৭০ বছর বা তার ঊর্ধ্বের নাগরিকদের জন্য। সমাজের যেকোনো স্তরের ৭০ ঊর্ধ্ব প্রবীণ নাগরিকরা এই বিমার সুবিধা পাবেন, এক্ষেত্রে পরিবারের কোনো আয়ের সীমা বাধা হবে না। এমনকি যদি কোনো পরিবার আগে থেকেই এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে সেই পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকার 'টপ-আপ কভার' পাবেন।আয়ুষ্মান ভারত কেবল হাসপাতালে ভর্তির খরচই দেয় না, বরং চিকিৎসার একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ প্রদান করে। যাবতীয় মেডিক্যাল পরীক্ষা ও চিকিৎসকের পরামর্শের ফি।হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ৩ দিন আগে পর্যন্ত যাবতীয় ওষুধের খরচ। ভর্তি থাকাকালীন ওষুধ, নন-ইনটেনসিভ ও আইসিইউ সার্ভিস এবং বেড ভাড়ার খরচ।ল্যাবরেটরি পরীক্ষা এবং শরীরে কোনো মেডিক্যাল ইমপ্ল্যান্ট প্রয়োজন হলে তার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার।হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর ১৫ দিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ ও সেবা-শুশ্রূষার খরচ।বিজেপির এই সিদ্ধান্তে বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তনের আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এতদিন স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে রাজ্যের মানুষের মনে নানা অভাব-অভিযোগ ছিল, বিশেষ করে অনেক বড় বেসরকারি হাসপাতাল সেই পরিষেবা দিতে অনীহা প্রকাশ করত। তবে আয়ুষ্মান ভারত জাতীয় স্তরের প্রকল্প হওয়ায়, রাজ্যের বাইরেও বড় বড় হাসপাতালে এই কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ মিলবে।

দুঃসময়ের 'বন্ধু' শুভেন্দুকে হাসিনার শুভেচ্ছা

নয়া জামানা ঃ বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার অভিনন্দনের বার্তা এল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তরফে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের পর বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে ভাবী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কে।আর সেই বার্তাই এখন দুই বাংলার রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চার বিষয়।আওয়ামি লিগের তরফে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়কে অভিনন্দন জানানো হয়। পাশাপাশি আলাদা করে উল্লেখ করা হয় শুভেন্দু অধিকারীর নাম। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।রাজনৈতিক মহলের মতে, এর নেপথ্যে রয়েছে পুরনো সম্পর্ক ও কঠিন সময়ে পাশে থাকার স্মৃতি।২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থানের জেরে বাংলাদেশে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেন।সেই সময় বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যে বলেছিলেন,শেখ হাসিনা বৈধ প্রধানমন্ত্রী।তাঁকে অন্যায়ভাবে সরানো হয়েছে।দুই বছর কেটে গেলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে হাসিনার প্রত্যাবর্তন হয়নি।বরং বিএনপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের আমলে আওয়ামি লিগ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগও পায়নি।বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমান।যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নয়াদিল্লির সঙ্গে হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যু ভবিষ্যতে বড় কূটনৈতিক আলোচনার বিষয় হতে পারে।অন্যদিকে,যিনি একসময় হাসিনার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন,সেই শুভেন্দুই আজ বাংলার মসনদে।তাই ক্ষমতার পালাবদলের এই মুহূর্তে পুরনো সমর্থককে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি শেখ হাসিনা। আর সেই বার্তাই এখন নতুন রাজনৈতিক জল্পনার কেন্দ্রবিন্দু।

বিপ্লবের মাটি থেকে বাংলার মসনদে শুভেন্দু

মানস দাস ● নয়া জামানা

পূর্ব মেদিনীপুর আবার ইতিহাস লিখল।একসময় যে মাটি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছিল সেই মাটির সন্তানই এবার বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী।শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ নিতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ঘোষণার পর থেকেই নন্দীগ্রাম থেকে কাঁথি গোটা জেলায় শুরু হয়েছে উচ্ছ্বাস, আবির আর বিজয় মিছিল। তাম্রলিপ্তের ঐতিহ্য, মাতঙ্গিনী হাজরা ও দেশপ্রাণ শাঁসমলের আত্মবলিদানের ইতিহাস বহন করে পূর্ব মেদিনীপুর। সেই বিপ্লবের ভূমি থেকেই এবার রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠলেন শুভেন্দু। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল, কলকাতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে জেলাগুলি উপেক্ষিত থেকেছে। সেই ক্ষোভকেই বারবার সামনে এনেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য ছিল, আন্দোলন করে জেতা জেলার নেতারা কখনও প্রকৃত গুরুত্ব পাননি। এবার সেই ছবিই বদলাতে চলেছে।প্রায় পাঁচ দশক পর ফের পূর্ব মেদিনীপুরের কোনও নেতা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসছেন।এর আগে ১৯৭৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। তারপর দীর্ঘ অপেক্ষা। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ হতে চলেছেন শুভেন্দু।নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ হিসেবেই রাজ্য রাজনীতিতে উত্থান তাঁর। বাম সরকারের পতনের পেছনে নন্দীগ্রামের আন্দোলন যে বড় কারণ ছিল তা রাজনৈতিক মহলের স্বীকৃত।

পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নন্দীগ্রামের মাটিতে হারিয়ে জাতীয় রাজনীতিতেও আলোচনায় উঠে আসেন শুভেন্দু।এবার বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের কাণ্ডারী হিসেবেই তিনি পৌঁছে গেলেন রাজ্যের শীর্ষপদে।কলকাতার ক্ষমতার অলিন্দে এবার শোনা যাবে মেদিনীপুরের মাটির গন্ধ।

৮
৯ মে ২০২৬

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

স্বনির্ভরতার সংকল্প

বাংলার রাজনৈতিক আকাশে এখন একটাই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে বাঙালির সেই হারানো গৌরব কি আর ফিরে আসবে? ঐতিহ্যের বাংলা কি সত্যিই ফের 'সোনার বাংলা' হয়ে উঠতে পারবে? সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বাংলার জন্য যে 'স্বনির্ভর' হওয়ার রূপরেখা তুলে ধরছে তা নিয়ে যেমন আশার আলো দেখা যাচ্ছে তেমনই শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

এক সময় যে বাংলা গোটা দেশকে দিশা দেখাত আজ সেখানে শিল্পের পরিবেশ কার্যত মেঘাচ্ছন্ন। 'বন্ধ কারখানার শহর' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে বহু শিল্পাঞ্চল। তরুণ প্রজন্ম কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে কেউ বেঙ্গালুরু, কেউ পুণে বা হায়দ্রাবাদ। এই 'ব্রেন ড্রেন' বা মেধাশক্তি হারিয়ে ফেলা বাংলার জন্য সবথেকে বড় ক্ষতি। বিজেপি তাদের নির্বাচনী ইস্তাহার ও বিভিন্ন জনসভায় বারবার জোর দিয়েছে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের ওপর। তাদের দাবি, কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দলের সরকার থাকলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং বড় বিনিয়োগকারীরা বাংলায় আসতে উৎসাহিত হবেন। বাংলার প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নিজস্ব সম্পদ কোথাও বালুচরী সিল্ক, কোথাও মাটির পুতুল, আবার কোথাও পাটের কাজ। কিন্তু বাজারজাতকরণের অভাব এবং আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া না থাকায় এই শিল্পগুলি ধুঁকছে। বিজেপির 'স্বনির্ভর বাংলা'র মডেলে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা বা মুদ্রা লোনের মতো প্রকল্পগুলি যদি তৃণমূল স্তরে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে বাংলার গ্রামগঞ্জেই তৈরি হতে পারে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান। 'ভোকাল ফর লোকাল' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বাংলার নিজস্ব পণ্য বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়াই হবে প্রকৃত স্বনির্ভরতা।বাংলার কৃষ্টি ও মেধার সাথে যখন আধুনিক পরিকাঠামো ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের মেলবন্ধন ঘটবে তখনই বাংলা তার হারানো মুকুট ফিরে পাবে।বাংলা কৃষিপ্রধান রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও এখানকার কৃষকরা আজও অভাবী। ফড়েদের দৌরাত্ম্য আর হিমঘরের অভাব চাষিদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে।বিজেপির প্রস্তাবিত মডেলে কৃষিপণ্যের সঠিক সহায়ক মূল্য এবং সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছানোর যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা গ্রামীণ অর্থনীতিতে জোয়ার আনতে পারে। কৃষিভিত্তিক শিল্প বা 'এগ্রো-ইন্ডাস্ট্রি' গড়ে উঠলে কৃষকরা শুধুমাত্র চাষি থাকবেন না তারা উদ্যোক্তা হয়ে উঠবেন।বাংলার নারীরা বরাবরই কর্মঠ। স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা সেল্ফ হেল্প গ্রুপগুলোকে শুধুমাত্র সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল না রেখে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা বিজেপির অন্যতম লক্ষ্য। লখপতি দিদিদের সংখ্যা যত বাড়বে, বাংলার অর্থনীতি তত দ্রুত চাঙ্গা হবে।রাজনীতিতে পক্ষ-বিপক্ষ থাকবেই কিন্তু বাংলার উন্নয়নের প্রশ্নে কোনও আপস চলে না। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, সিন্ডিকেট রাজের অবসান এবং শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে পারলেই 'স্বনির্ভর বাংলা' গঠন সম্ভব। বিজেপির নেতৃত্বে এই পরিবর্তন কি কেবল স্বপ্ন নাকি বাস্তবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এক নতুন সকাল তার উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ। তবে এটা স্পষ্ট যে, মেধা আর ঐতিহ্যের মিশেলে বাংলা যদি আধুনিক বিজ্ঞানের পথ ধরে এগোতে পারে তবে দিল্লির তখত নয় বাংলা নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠবে।বাংলার মানুষের এখন প্রয়োজন শুধু সুযোগের। সেই সুযোগ যদি সুশাসনে রূপান্তরিত হয় তবে বাংলা ফের একবার বলবে-যা বাংলা আজ ভাবে, ভারত ভাবে আগামীকাল।

জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

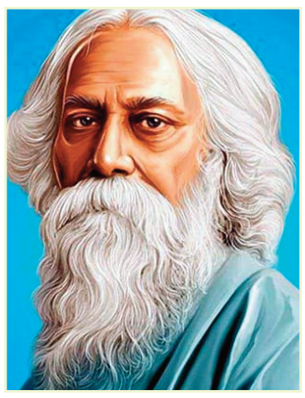

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে কবি,ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সংগীতস্রষ্টা,প্রাবন্ধিক, দার্শনিক এবং চিত্রশিল্পী।১৮৬১ সালের ৭ মে (বাংলা ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮) কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম হয়।পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদাসুন্দরী দেবীর চতুর্দশ সন্তান রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছে ভৃত্যদের শাসনে এবং গৃহশিক্ষকদের কঠোর তত্ত্বাবধানে।প্রথাগত বিদ্যালয় শিক্ষা তাঁর মনঃপুত ছিল না তাই বারবার স্কুল বদলালেও তিনি কোনো ধরাবাঁধা সিলেবাসে নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি। তবে গৃহশিক্ষা ও নিজের কৌতূহলী মনের তাগিদে তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি সাহিত্য, গণিত ও বিজ্ঞানে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইংল্যান্ডে গেলেও ডিগ্রি না নিয়েই দেশে ফিরে আসেন এবং পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন।রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম বিশাল ও বহুমুখী। তাঁর কাব্যপ্রতিভার চরম বিকাশ ঘটেছিল 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'খেয়া' এবং 'গীতাঞ্জলি'র মতো কালজয়ী কাব্যগ্রন্থে। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি এশিয়ার প্রথম সাহিত্যিক হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর গান বা 'রবীন্দ্রসংগীত' বাঙালির অন্তরের সম্পদ যা প্রেম, পূজা, প্রকৃতি এবং স্বদেশচেতনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশের জাতীয় সংগীতই তাঁর রচনা।শুধু কবিতায় নয়, কথাসাহিত্যেও তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁর 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'নৌকাডুবি' ও 'যোগাযোগ' উপন্যাসগুলো সমাজ ও মনস্তত্ত্বের গভীর পরিচয় দেয়। ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী; তাঁর হাতেই বাংলা ছোটগল্প পূর্ণতা পেয়েছে। 'গল্পগুচ্ছ' নামক সংকলনে তিনি বাংলার সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না ও গ্রামীণ জীবনের জীবন্ত ছবি এঁকেছেন।সাহিত্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ছিল অত্যন্ত আধুনিক ও প্রকৃতিঘনিষ্ঠ। তিনি মনে করতেন, চার দেয়ালের বন্দি শিক্ষার চেয়ে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান অনেক বেশি কার্যকর। এই ভাবনা থেকেই তিনি শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বিদ্যালয় এবং পরে 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পল্লী উন্নয়নের লক্ষে তিনি শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে কৃষিকাজ ও কুটির শিল্পের প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। রাজনীতিতেও তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি 'রাখিবন্ধন' উৎসবের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন যা ছিল তাঁর অসীম সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের পরিচয়। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি চিত্রশিল্পে মনোনিবেশ করেন এবং তাঁর আঁকা বিমূর্ত ছবিগুলো বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) এই মহান মনিষীর মহাপ্রয়াণ ঘটে। রবীন্দ্রদর্শন আজও বিশ্বজুড়ে শান্তি ও মানবিকতার পথ দেখায়। বাঙালির সংস্কৃতি ও চিন্তাচেতনার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া লাগেনি। তিনি ছিলেন এক জীবন্ত প্রতিষ্ঠান যাঁর সৃষ্টি অনাদিকাল ধরে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অতীত থেকে বর্তমান বংশধর

এম এ নাসের

কলকাতার অধিবাসী নীলমনি ঠাকুর। পারিবারিক পদবি ছিল ব্যানার্জী। কলকাতার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু নীলমনি ঠাকুর পদবি গ্রহণ করেন। নীলমনি ঠাকুরের দুই পুত্র-

রামলোচন ঠাকুর ও রামমনি ঠাকুর। জৈষ্ঠ পুত্র রামলোচন ঠাকুর অলকাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন।কিন্তু রামলোচন-অলকাসুন্দরী' দেবীর কোন পুত্র - সন্তান ছিল না। নীলমনি ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রামমনি ঠাকুর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন অলকাসুন্দরী দেবী'-র কনিষ্ঠ বোন মেনকা

দেবীকে। রামমনি-মেনকা দেবী'র তিন পুত্র- রাধানাথ ঠাকুর (১৭৯০-১৮২৮), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ও মহারাজ রামনাথ ঠাকুর(১৮০০-১৮৭৭)। রামমনি চাকরি করতেন বৃটিশ ভারতের পুলিশ

বিভাগে। আর বড় দাদা রামলোচন

ঠাকুর জমিদারতে ব্যস্ত । তাই রামলাচন তার কনিষ্ঠ ভাই রামমনি ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র দ্বারকানাথ

ঠাকুরকে ১৭৯৯ সালে দত্তক নেন। ১৮০৭ সালে রামলোচন ঠাকুরের মৃত্যু হলে ১৩ বছর বয়সেই

দ্বারকানাথ ঠাকুর বড় কাকার সমুদয়

সম্পত্তি -সহ বহরমপুর এবং কটকের জমিদারীর

উত্তারাধীকারে সাব্যস্ত হন। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজের বিচক্ষণতায় উক্ত সম্পত্তি আরো বৃদ্ধি

করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন রাজা রামমোহন

রায়ের বন্ধুবর। তাছাড়া ইংল্যান্ডেও তাঁর অগণিত বন্ধু ছিল।অতঃপর দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংল্যান্ডে লাক্সারি

জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে লর্ড

উপাধিতে শোভিত করেন। এই ক্ষণ থেকেই দ্বারকানাথ

ঠাকুর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর হিসেবে সুপরিচিতি

হন। ১৮১১ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বিয়ে করেন নয় বছরের দিগম্বরী দেবীকে। তাঁদের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা।তাঁদের জৈষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) পত্নী সারদা দেবী (১৮৩০-১৮৭৫) । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবী'র পনেরো সন্তান। ছয় কন্যা ও নয় পুত্র।

১। কন্যা শিশুকালেই মারা যান।

২। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৮২৬) পন্ডিত, কবি, গীতিকার, দার্শনিক ও গণিতশাস্ত্রবিদ।

৩। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) প্রথম ভারতীয় সিভিল সার্ভিস অফিসার, কবি ও গীতিকার।

৪। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৪-১৮৮৪) বিজ্ঞানী ও দার্শনিক।

৫। বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৫-১৯১৫) পরিচয় অজ্ঞাত।

৬। সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭- ১৯২০) পরিচয় পাওয়া যায় না।

৭। জোতিরিন্দ্রণাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) পন্ডিত, সঙ্গীত শিল্পী, নাট্যকার, সম্পাদক ও শিল্পী।

৮। সুকুমারী দেবী (১৮৪৯- ১৮৬৪) পরিচয় জ্ঞাত নয়।

৯। পুন্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫০-১৮৫১) বিস্তারিত পরিচয় নেই।

১০। শরৎকুমারী দেবী। (১৮৫৬- ১৯২০) পরিচয় নেই।

১১। স্বর্নকুমারী দেবী। (১৮৫৮- ১৯৩২) কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীত শিল্পী ও সমাজসেবক।

১২। বর্ণকুমারী দেবী। (১৮৫৯- ১৯৩৪) পরিচয় নেই।

১৩। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬০-১৯২৩) পরিচয় পাওয়া যায় না।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১- ১৯৪১) নোবেল জয়ী বাংলা সাহিত্যের বিশ্বকবি।

১৫। বুধেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৩- ১৮৬৪) পরিচয় নেই।

কবি কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাটিতে ১৮৬১ সালের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল আকাদেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সফল হওয়ার সুযোগ হয়নি। ঠাকুরবাটিতে গৃহশিক্ষকের সমীপে জ্ঞানচর্চা হয়। বাংলা সাহিত্যের কাব্য সাধনায় ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। ১৮৭৫ সালে বোলপুরে অবস্থানকালে ক্ষ্মপৃথ্বীরাজ পরাজয়ক্ষ্ম নামে কবিতা লেখেন। তাঁর প্রথম স্বাক্ষর যুক্ত কবিতা ক্ষ্মহিন্দু মেলার উপহারক্ষ্ম হিন্দু মেলায় পাঠিত হয়। ১৮৭৭ সালে ভারতী পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা মুদ্রণ শুরু হয়। ১৮৭৮ সালে পিতার উপরোধে ব্যারিস্টারি অধ্যয়নের জন্য ইংল্যান্ড সফর করেন। ১৮৮০ সালে পিতার অনুরোধে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৮১ সালে রুদ্র চণ্ড, বাল্মিকী প্রতিভা রচিত হয়। ১৮৮২ সালে কালমৃগয়া, সন্ধ্যাসংগীত, প্রকাশিত হয়। সারস্বত সম্মেলনের সম্পাদক নির্বাচ্য হন। ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর বেণীমাধব রায় চৌধুরীর তনয়া ভবতারিণীর (মৃণালিনী দেবী) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৮৪ সালে ছবি ও গান মুদ্রিত হয়। এহেন সময় পিতার নির্দেশে জমিদারির পরিদর্শক নিযুক্ত হন।

১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবাহ করেন দশ বছর বয়সী ভবতরিণী দেবীকে। এহেন সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স মাত্র ২২ বছর ৭ মাস। ভবতরিণী দেবী'র নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন মৃণালিনী দেবী (১৮৭৩-১৯০২)। রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিনী দেবী'-র তিন কন্যা ও দুই পুত্র।

১. মাধুরীলতা দেবী (বেলা) (জন্ম ২৫ অক্টোবর ১৮৮৬- মৃত্যু ১৬ মে ১৯১৮)

২. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রথী) (জন্ম ২৭ নভেম্বর ১৮৮৮- মৃত্যু ৩রা জুন ১৯৬১)

৩. রেণুকালতা দেবী (রানী) (জন্ম ২৩ জানুয়ারি ১৮৯১- মৃত্যু ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৩)

৪. মীরা দেবী (অতসি) (জন্ম ১২ জানুয়ারি ১৮৯৪-মৃত্যু ১৯৬৯)

৫. সমীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সমি) (জন্ম ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৬- মৃত্যু ২৩ নভেম্বর ১৯০৭)।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল একজন নাতী এবং দুইজন নাতনী। তাঁরা হলেন নীতিন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গঙ্গোপাধ্যায়), নন্দিতা কৃপালনী (বুড়ি) ও নন্দিনী ঠাকুর।

এদের মধ্যে মীরা দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ে'র এক ছেলে নীতিন্দ্রনাথ ঠাকুর (গঙ্গোপাধ্যায়)। ডাক নাম নীতু। নীতু'র জন্ম ১৯১২ সালে আর মৃত্যু ৭ আগস্ট ১৯৩২ সালে। আর এক মেয়ে নন্দিতা কৃপালনী (বুড়ি)। বুড়ি'র জন্ম ১৯১৬ সালে। বিবাহ করেন কৃষ্ণ কৃপালনীকে। মৃত্যু ৫১ বছর বয়সে ১৯৬৭ সালে।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবী একটি কন্যা দত্তক নেন। নাম নন্দিনী। পুরো নাম নন্দিনী ঠাকুর। ১৯২২ সালে নন্দিনী ঠাকুর জন্মগ্রহন করেন। ১৯৩৯ সালের ৩০ জানুয়ারি নন্দিনী ঠাকুর বিবাহ করেন ডক্টর গিরিধারী লালা-কে। গিরিধারী লালা শান্তিনিকেতনের পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতালের একজন ডেন্টিস্ট ছিলেন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেন।

১৯৫৩ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন নন্দিনী ও গিরিধারী লালা'র পুত্র সন্তান সুনন্দন লালা।

সুনন্দন লালা বর্তমানে ভারতের ব্যাঙ্গালোরের অধিবাসী। তিনি একজন বিজ্ঞানী।

সুনন্দন লালা'র পত্নী

সমিতা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। সুনন্দন-সমিতা'র দুই পুত্র।বড় ছেলে নীলঞ্জন ও তাঁর স্ত্রী রঞ্জনা বর্তমানে আমেরিকার আটলান্টায় বসবাস করছেন। আর ছোট ছেলে প্রতীক আইনজীবী । বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে চাকুরি করেন।

১৮৮৫ সালে বালক পত্রিকায় তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়। ১৮৮৬ সালে কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ সালে মানসী, ১৮৯৩ সালে সোনার তরী, ১৮৯৬ সালে চিত্রা, চৈতালি, প্রকাশিত হয়। ১৯০০ সালে কল্পনা, গীতাঞ্জলি, কথা ও কাহিনি, ক্ষনিবণ মুদ্রিত হয়। ১৯০১ সালে নৈবেদ্য, ২২ ডিসেম্বর '১৯০১ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা সমস্যার সমাধানকল্পে কবির বোলপুরে ব্রহ্মচর্যত আশ্রমের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে ক্ষ্মবিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েক্ষ্ম রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ক্ষ্মবাংলার মাটি, বাংলার জলক্ষ্ম গীতটি রচনা করেন। ১৬ অক্টোবর '১৯০৫ সালে তিনি রাখি উৎসব প্রবর্তন করেন। ১৯০৬ সালে খেয়া ও ১৯০৭ সালে শ্যামলী প্রকাশ হয়। ১৯১২ সালে ইংল্যান্ড সফর করেন। ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে ক্ষ্মগীতাঞ্জলিরক্ষ্ম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর আমেরিকায় একাধিক শহরে ভাষণ দেন। ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে দেশে ফিরে আসেন।

অক্টোবর ১৯১৩ সালে, তিনি সাহিত্যে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য প্রথম ভারতীয় নোবেল পুরস্কারে শোভিত হন। ১৯১৪ সালে গীতিকাব্য, গীতালি মুদ্রিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'ডক্টরেট' উপাধি সাদরে গ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালে বলাকা প্রকাশিত হয়। জাপান, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রাল পরিভ্রমণ করেন। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নিধনকাণ্ডের প্রতিবাদে ২৯ এপ্রিল '১৯১৯ সালে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। ১৯২০ সালের ২১ মার্চ চিনে নতুন সরকারের আমন্ত্রণে চিন সফর করেন। ১৯২৫ সালে পরবী প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইটালি অবস্থান করে ফরাসি মনীষী রোম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইউরোপ, কায়রো, দূরপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন।

১৯২৯ সালে মহুয়া প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, পারস্য সফর করেন। ১৯৩২ সালে পুনশ্চ, ১৯৩৪ সালে কবিগুরু সিংহল রওনা হন। ১৯৩৫ সালে শেষ সপ্তক, ১৯৩৬ সালে পত্রপট। গান্ধিজি তাঁকে ৬০ হাজার টাকার উপহার দেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় 'ডক্টরেট' উপাধি দেন। ১৯৩৮ সালে প্রান্তিক, ১৯৩৯ সালে আকাশপ্রদীপ, ১৯৪০ সালে নবজাতক, সানাই প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ সালের ৭ অক্টোবর শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন উৎসব হয়। ১৯৪১ সালের ২৯ জুলাই গো ধাঁধার রাত্রিক্ষ্ম রচিত হয়। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে রোগাকায় ঠাকুরবাড়ির মহর্ষি ভবনে পরলোকে যাত্রা করেন।

বিজেপির বঙ্গ বিজয়ের ভগীরথ শুভেন্দু অধিকারী

তন্ময় সিংহ

দ্বিতীয় পর্ব

তৃণমূল কংগ্রেসের কলকাতা লবীর চাপে দলের মধ্যে পিছিয়ে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন সেকেন্ড ইন কমান্ড। যদিও পরবর্তীকালে দিদির সাথে তার সম্পর্ক অনেকটা জোয়ার ভাটার মতো, কখনো তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাক ফুটে এলেই তিনি দলকে উতরে দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন, আবার একটু এগিয়ে গেলেই তাঁকে ও তাঁর গতি বিধিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। সিপিএমের আমলে বিরোধী নেতা হিসেবে দাপিয়ে বেড়ানো পশ্চিম মেদিনীপুর,

পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় অনেক ক্ষেত্রে তৃণমূলের আমলে তার প্রবেশাধিকার ছিল না। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের পর তিনি আবার সংগঠনে দায়িত্ব পান। উপনির্বাচনে খড়গপুর বিধানসভা সহ তিন বিধানসভায় দায়িত্ব নিয়ে প্রবল

বিরোধী হাওয়া সত্বেও খড়গপুর সহ তিন বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করেন। বাংলায় প্রশান্ত কিশোরের আবির্ভাব হয় এই সময় এবং পরবর্তীকালে তিনি বুঝতে পারেন

সম্ভবত তৃণমূলের উত্তরাধিকার আস্তে আস্তে অভিষেক ব্যানার্জীর হাতে চলে যাচ্ছে তখন শুভেন্দু অধিকারী দলের সাথে দূরত্ব তৈরি করেন। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে এবং সমস্ত লাভজনক সংস্থা থেকে পদত্যাগ করে আস্তে আস্তে দলের সাথে তার দূরত্ব তিনি বুঝিয়ে দেন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 09-05-2026 04:48 Page 3

মহানগর

নয়া জামানা

ব্রিগেডে সাজ সাজ রব

মোদি-শাহের উপস্থিতিতে আজ শপথগ্রহণ নবনির্বাচিত সরকারের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আজ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শপথ নিতে চলেছে নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার। এই মেগা অনুষ্ঠানকে ঘিরে তিলোত্তমা এখন নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র চাদরে ঢাকা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। রাজ্যপাল নতুন মন্ত্রিসভাকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। রবীন্দ্র জয়ন্তীর পুণ্য লগ্নে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান মঞ্চে সকাল থেকেই বাজবে রবীন্দ্র সংগীত, প্রবেশপথ সাজানো হচ্ছে বাংলার চিরাচরিত সংস্কৃতিতে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে এদিন ভোর ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শহরে কড়া যান নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকবে। এসপ্ল্যানেড, কেপি রোড, হসপিটাল রোড এবং কুইনস ওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে।

মালবাহী গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য যেমন; ওষুধ, দুধ, ফল ও অক্সিজেনবাহী গাড়ি এই নিয়মের বাইরে থাকবে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও ক্যাথিড্রাল রোড সংলগ্ন এলাকায় পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।নিরাপত্তার খাতিরে ব্রিগেড চত্বরকে ৩০টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে, যার দায়িত্বে থাকছেন প্রায় ৪ হাজার পুলিশ কর্মী ও একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। ড্রোনের পাশাপাশি বহুতলের ছাদ থেকে বাইনোকুলারের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে। আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য তিনটি বিশেষ হ্যাঙারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঝালমুড়ি ও রসগোল্লার স্টলও থাকছে। সব মিলিয়ে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের অপেক্ষায় এখন গোটা শহর।

চন্দ্রনাথ হত্যাকাণ্ড

বারাসত থেকে উদ্ধার দুষ্কৃতীদের ব্যবহৃত দ্বিতীয় বাইক, এখনও অধরা আততায়ীরা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। আজ সকালে বারাসতের ১১ নম্বর রেলগেটের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ঘটনায় ব্যবহৃত আরও একটি বাইক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বাইকটির নম্বর WB24B M4052 এবং এটি ব্যারাকপুর আরটিও অফিসে নথিভুক্ত। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, বুধবার রাতে চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর পর এই বাইকে চেপেই দুষ্কৃতীরা পালিয়েছিল। পরবর্তীতে ১১ নম্বর রেলগেটের কাছে বাইকটি ফেলে রেখে অন্য কোনো গাড়িতে চড়ে তারা গা ঢাকা দেয়।

এর আগে কলকাতা বিমানবন্দরের কাছ থেকে একটি ভ্যাট থেকে অন্য একটি বাইক উদ্ধার করেছিল পুলিশ, যদিও সেটির নম্বর প্লেট ছিল ভুয়ো। তবে আজকের উদ্ধার হওয়া বাইকটির ইঞ্জিন এবং চেসিস নম্বর আসল কি না, তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার রাতের সেই ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতি এখনও টাটকা। জানা গিয়েছে, গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটি ছোট গাড়ি চন্দ্রনাথবাবুর পথ আটকায়। এরপরই দুষ্কৃতীরা গাড়ি থেকে নেমে চন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়।

গাড়ির কাঁচ ভেদ করে গুলি তাঁর শরীরে বিঁধে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজে একটি লাল রঙের সন্দেহভাজন গাড়ি দেখতে পেয়েছে, তবে সেটির হদিশ এখনও মেলেনি। পুলিশের আশঙ্কা, গাড়িটি সম্ভবত ভিন রাজ্যের। ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি এসটিএফ এবং এটিএফ-কে সতর্ক করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিও এই মামলার ওপর নজর রাখছে। ভিন রাজ্যের পেশাদার অপরাধীদের সঙ্গে স্থানীয় কোনো দুষ্কৃতী চক্রের যোগসাজশ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি, তবে দুষ্কৃতীদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া বাইকটি থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আততায়ীদের নাগাল পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী তদন্তকারী দল।

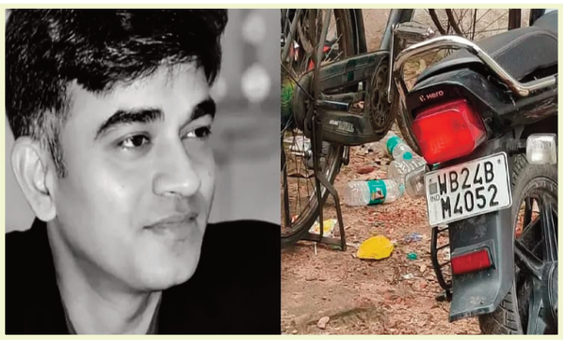

শুক্রবার উলুবেড়িয়ার হাটগাছায় সেবাব্রত ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং কলেজের পঞ্চম ল্যাম্প লাইটিং সেরিমনি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রথম বর্ষের বি.এসসি নার্সিং এবং জিএনএম নার্সিংয়ের ৫০ জন ছাত্রী শপথ গ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ অধ্যাপক সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক জয়ন্তী ঘোষ, সেবাব্রত এডুকেশনাল ট্রাস্টের সভাপতি ডাঃ শান্তি গের, সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন মল্লিক, কোষাধ্যক্ষ দীপক দাস ।ছবি ও তথ্য ঃ সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া

নেতাজী নগর কলেজে অর্থনীতি বিভাগের দেয়াল পত্রিকা ‘অর্থান্বিতা’-র দশম সংস্করণ প্রকাশ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ নেতাজী নগর কলেজের অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে সম্প্রতি বিভাগীয় দেয়াল পত্রিকা ‘অর্থান্বিতা’-র দশম সংস্করণের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল। গত ৮ মে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রকাশিত পত্রিকার মূল বিষয় ছিল ‘সুস্থায়ী উন্নয়ন ও পরিবেশ’। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে দায়িত্বশীল মনোভাব তৈরি করার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের গুরুত্বকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীরা দেওয়াল পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ, চিত্র ও সৃজনশীল উপস্থাপনার মাধ্যমে নিজেদের ভাবনা তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা জানান, এই অভিজ্ঞতা তাঁদের চিন্তাভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করেছে। অনুষ্ঠানের মূল কাণ্ডারী ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুযাত্র ভট্টাচার্য, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড. ভজন চন্দ্র বর্মন এবং বিভাগীয় শিক্ষিকা ড. সংযুক্তা নিয়োগী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এনএসএস বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার ড. সুমিতা রায়, আইকিউএসি কো-অর্ডিনেটর ড. দেবরূপা চক্রবর্তী, এবং বাণিজ্য বিভাগের প্রধান ড. পিনাকী রঞ্জন দে সহ কলেজের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ।সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ ড. সুযাত্র ভট্টাচার্য, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড. ভজন চন্দ্র বর্মন, এবং গ্রন্থাগারিক দীপক কুমার ভুইয়া। অধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্যে বলেন, এ ধরনের সমাজসচেতনতা মূলক উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, সচেতনতা এবং পরিবেশ উন্নয়নমুখী মানসিকতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি আরও আশ্বাস দেন যে, পাঠক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যতেও এই ধরনের সৃজনশীল ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। অর্থনীতি বিভাগের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব চিন্তা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বীজ বপনে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বিজেপি কর্মীদের মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ, মালা রায় সহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের ফলাফল ঘোষণার দিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ থানা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল সাংসদ মালা রায় ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের মারধর, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানো এবং মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজেপি কর্মী রাজেশ

পাসোয়ানের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মালা রায়সহ মোট ২৪ জনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন, মারধর ও শ্লীলতাহানি সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।অভিযোগকারী রাজেশ পাসোয়ানের দাবি, ৪ মে সন্ধ্যায় ভোটের ফল প্রকাশের পর তাঁরা যখন আনন্দ করছিলেন, সেই সময় মালা রায়ের নেতৃত্বে প্রায় ২৩ জন তৃণমূল কর্মী তাঁদের ওপর চড়াও হন। তাঁদের হাতে রড, লাঠি এবং বাঁশ ছিল।

এমনকি রানা মান্না ওরফে গোলু নামে এক তৃণমূল কর্মীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের বেধড়ক মারধর করেন এবং বাড়ির মহিলাদের শ্লীলতাহানি করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে এবং বিজেপি কর্মীরা প্রতিবাদ জানালে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান।অন্যদিকে, সাংসদ মালা রায় তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি পাল্টা অভিযোগ করেন যে, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ চালায়। দীর্ঘদিনের জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি এলাকায় মাদক ও অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

এই বিষয়টি তিনি আইনিভাবেই মোকাবিলা করবেন বলে জানিয়েছেন। আপাতত পুলিশ এফআইআর দায়ের করে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত তিলোত্তমা, জলমগ্ন দক্ষিণ কলকাতা, ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা

অর্ক দাস, নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দফায় দফায় বৃষ্টিতে কার্যত ভাসল কলকাতা। উত্তর কলকাতায় বৃষ্টির দাপট কম থাকলেও দক্ষিণ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে ভারী বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে সাদার্ন অ্যাভিনিউ এবং কুঁদঘাট এলাকায় রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, যার জেরে সাদার্ন অ্যাভিনিউ, টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো ও প্রতাপাদিত্য রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। প্যান্ট গুটিয়ে জল পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেনা ছবি আবারও দেখা গেল শহরের রাস্তায়।বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়ায় শহরজুড়ে অন্তত ১২টি গাছ ভেঙে পড়ার খবর মিলেছে। টালিগঞ্জ, যোধপুর পার্ক ও রিজেন্ট পার্কে গাছ উপড়ে পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে টালিগঞ্জ ও কুঁদঘাটের মাঝে লাইনের ওপর গাছ পড়ে যাওয়ায় দুপুর আড়াইটে থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়।

পুরসভার নিকাশি ও উদ্যান বিভাগের কর্মীরা পাম্প চালিয়ে এবং গাছ সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালালেও নিকাশি কাজের কারণে কিছু এলাকায় জল জমে থাকে। সবমিলিয়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নাজেহাল দশা হয়েছে শহরবাসীর।

বকেয়া বেতনের দাবিতে টিটাগড়ে সাফাইকর্মীদের তুমুল বিক্ষোভ, আশ্বস্ত করলেন বিধায়ক কৌস্তভ বাগচি

অমল রায়, নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বকেয়া বেতনের দাবিতে বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে উঠল উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড় পুরসভা। গত তিন মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন পুরসভার স্থায়ী ও অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা। এদিন কয়েকশ কর্মী পুরসভার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

তাঁদের অভিযোগ, বেতনের দাবিতে চেয়ারম্যান কমলেশ সাউয়ের কাছে গেলে তিনি তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় টিটাগড় থানার পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী।

বর্তমানে টিটাগড় পুরসভায় ৩২০ জন স্থায়ী এবং ৪৮০ জন অস্থায়ী কর্মী কর্মরত। উত্তেজনার খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন বারাকপুরের নবনির্বাচিত বিধায়ক কৌস্তভ বাগচি। তিনি সাফাইকর্মীদের অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করে বিধায়ক জানান, নতুন সরকার শপথ নেওয়ার পর ধাপে ধাপে বকেয়া বেতন মেটানো হবে এবং বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।

পাশাপাশি, পুরসভা দখলের জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে তিনি স্পষ্ট করেন যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সব সমস্যার সমাধান করা হবে। পরে তিনি বারাকপুর পুরসভাতেও একই বার্তা পৌঁছে দেন।

বিজেপির ‘অভয়’ পোস্টার বনাম তৃণমূল নেতার দলত্যাগ

উত্তপ্ত হাওড়ার রাজনীতি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল পরবর্তী দফায় রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘাতের আবহ ক্রমশ জটিল হচ্ছে। বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক খুনের ঘটনার পর থেকে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে হাওড়া জেলায় এক নজিরবিহীন রাজনৈতিক সৌজন্য এবং নাটকীয় দলবদলের সাক্ষী থাকল রাজ্যবাসী। বৃহস্পতিবার মধ্য হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায়, সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে পোস্টার সাঁটাল বিজেপি।‘ভয় আউট, ভরসা ইন’ শীর্ষক ওই পোস্টারে বিজেপি নেতৃত্বের বার্তা; রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মানেই শত্রু নয়। রাজ্য সভাপতির নির্দেশের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, তৃণমূলের এই নেতাদের বাড়িতে যেন কোনো হামলা না হয়। এমনকি দলের কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থে হামলা চালালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য দেবাঞ্জল চট্টোপাধ্যায়ের মতে, তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং তৃণমূলের ‘হামলার সংস্কৃতি’তে তাঁরা নেই। মূলত বিরোধী নেতাদের মনে ভরসা জোগাতেই এই পদক্ষেপ।তবে এই পোস্টার বিতর্কের মাঝেই হাওড়া তৃণমূল শিবিরে বড়সড় ভাঙন ধরল। দীর্ঘদিনের ক্ষোভ উগরে দিয়ে দল ছাড়ার ঘোষণা করলেন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়কের খুনের ঘটনায় রাজ্যে ‘নৈরাজ্য’ তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে তিনি তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সাংবাদিক বৈঠকে সুজয়বাবু দাবি করেন, পুরসভার প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে তিনি সরকারের কোনো সহযোগিতা পাননি। জলমগ্ন শহর থেকে শুরু করে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন; প্রতিটি বিষয়ের জন্য তাঁকে ‘ভিক্ষা’ করতে হয়েছে। খোদ পুরমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অসহযোগিতার তোপ দেগে দ্রুত হাওড়া পুরভোটের দাবিও জানান তিনি। একদিকে বিজেপির সৌজন্যের রাজনীতি আর অন্যদিকে তৃণমূলের অন্দরের বিদ্রোহ; দুইয়ে মিলে হাওড়ার রাজনৈতিক সমীকরণ এক নতুন মোড় নিল।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 09-05-2026 04:48 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার শিক্ষক

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে এক সরকারি স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ১৭ বছরের এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহর জুড়ে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রধান নগর থানা-য় মামলা দায়ের হওয়ার পর দ্রুত তদন্তে নামে পুলিশ এবং অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে। শুক্রবার ধৃত শিক্ষককে শিলিগুড়ি আদালত-এ তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত শিক্ষকের নাম পৃতম ঘোষ। অভিযোগ অনুযায়ী, গত রবিবার ওই নাবালিকা শিক্ষকের কাছে টিউশন পড়তে গিয়েছিল। সেই সময় অভিযুক্ত শিক্ষক তার শরীরে অশালীনভাবে স্পর্শ করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে যায় কিশোরী। ভয় ও মানসিক

আতঙ্কের কারণে প্রথমে সে কাউকে কিছু জানায়নি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার কয়েকদিন পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে নাবালিকাটি মঙ্গলবার নিজের দাদার কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলে। এরপর পরিবারের তরফে প্রধান নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে। তদন্তকারীদের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে একাধিক তথ্য সামনে এসেছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এর আগেও ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অন্য কয়েকজন ছাত্রীকে উদ্দেশ্য করে অশালীন কথাবার্তার অভিযোগ উঠেছিল বলে তথ্য মিলেছে। সেই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে প্রধান নগর থানার পুলিশ। অভিযুক্তের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, বা অতীতে এই ধরনের আরও কোনও ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে প্রয়োজনে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে।

মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় উত্তরবঙ্গের দাপট

দিনহাটা-ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ারে সাফল্যের জোয়ার

নয়া জামানা।। উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতেই উত্তরবঙ্গ জুড়ে আনন্দের আবহ। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার-তিন জেলা থেকেই একাধিক কৃতী ছাত্রছাত্রী রাজ্যের মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়ে প্রমাণ করল, অধ্যবসায় ও লক্ষ্যনিষ্ঠ পরিশ্রমই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি। সবচেয়ে উজ্জ্বল ছবি ধরা পড়েছে কোচবিহার জেলায়। জেলার মোট সাতজন কৃতীর মধ্যে পাঁচজনই দিনহাটা মহকুমার। ৬৯২ নম্বর পেয়ে রাজ্যে যুগ্মভাবে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে দিনহাটার গোপালনগর এমএসএস বিদ্যালয়ের শুচিস্মিতা পন্ডিত ও দীপ্তরাগ নাথ এবং মাথাভাঙা মহকুমার ঘোকসাডাঙা প্রামানিক উচ্চ বিদ্যালয়ের রৌনক মিত্র।

৬৯১ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান দখল করেছে দিনহাটা গার্লস হাইস্কুলের স্নেহাস্মিতা বর্মন। ৬৮৯ নম্বর পেয়ে নবম স্থানে রয়েছে মাথাভাঙা গার্লস হাইস্কুলের সৃজা দেবনাথ। এছাড়া, ৬৮৮ নম্বর পেয়ে রাজ্যে দশম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে গোপালনগর এমএসএস বিদ্যালয়েরই শ্রেয়সী সাহা ও সৌগত পাল। এক স্কুল থেকেই চারজন পড়ুয়ার মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য। জলপাইগুড়ি জেলাতেও কম উচ্ছ্বাস নেই। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র অর্চিষ্মান মজুমদার ৬৮৮ নম্বর পেয়ে রাজ্যে দশম স্থান অর্জন করেছে। নিয়মিত পড়াশোনা, সীমিত গৃহশিক্ষক ও পরিবারের সহযোগিতাকেই সে নিজের সাফল্যের মূল কারণ বলে জানিয়েছে। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে অর্চিষ্মান। আলিপুরদুয়ার থেকেও এসেছে গর্বের খবর। আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাই স্কুলের ছাত্র দেবাদৃত সরকার ৬৯২ নম্বর পেয়ে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান দখল করেছে। ঘড়ি ধরে পড়াশোনার রুটিন নয়, বরং নিজের মতো করে প্রস্তুতিই তাকে এই উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। ছবি আঁকা ও গান শোনার মাঝেই পড়াশোনার চাপ সামলে সে এগোতে চায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পথে। ফালাকাটার জটেশ্বর হাইস্কুলের ছাত্র স্বরূপ কণ্ঠ রাজ্যে পঞ্চম স্থান পেয়ে নজর কেড়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩। অংক, ইংরেজি, পদার্থবিদ্যা ও জীববিজ্ঞানে প্রায় নিখুঁত নম্বর এনে দিয়েছে এই সাফল্য। স্কুলের তরফে তাকে নিয়ে পদযাত্রা ও সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, এবারের মাধ্যমিকের ফল শুধু ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়-উত্তরবঙ্গের শিক্ষা পরিকাঠামো ও শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। এই সাফল্য আগামী দিনে আরও বহু পড়ুয়াকে বড় স্বপ্ন দেখাতে অনুপ্রাণিত করবে বলেই আশা শিক্ষামহলের।

সরকারি বাস-লরি সংঘর্ষে আহত একাধিক

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ফাঁসিদেওয়া এলাকার ঘোষপুকুরে। বৃহস্পতিবার বিকেলে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক-এ একটি সরকারি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মালবাহী লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় বাসচালকসহ প্রায় ২৫ জন যাত্রী এবং লরির চালক ও সহচালক জখম হন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়িগামী সরকারি বাসটি ঘোষপুকুর এলাকায় পৌঁছতেই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাস ও লরির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান। আহতদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া

গ্রামীণ হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার পর লরির চালক গাড়ির ভেতরে আটকে পড়লে পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে বের করে আনা সম্ভব হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে চিকিৎসাধীন রাখা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঘোষপুকুর ফাঁড়ি পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও লরিটি আটক করা হয়েছে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময় যান চলাচল ব্যাহত হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

গেরুয়া পোশাকে ব্যাপক চাহিদা ময়নাগুড়িতে

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ রাজ্যে পালাবদল ঘটতেই ময়নাগুড়িতে হঠাৎ করেই বেড়েছে গেরুয়া রঙের পোশাকের চাহিদা। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই ময়নাগুড়ির বিভিন্ন

কাপড়ের দোকানে গেরুয়া পাঞ্জাবি, কুর্তি ও শাড়ির বিক্রি চোখে পড়ার মতো। বাজার সূত্রে খবর, ফল ঘোষণার পরপরই ব্যবসায়ীরা আগাম অর্ডার দিয়েছিলেন, আর সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ট্রান্সপোর্টে করে বিপুল পরিমাণ গেরুয়া পোশাক এসে পৌঁছেছে দোকানগুলিতে। ব্যবসায়ীদের দাবি, সামনে বিজয় মিছিল থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে গেরুয়া পোশাক কেনার আগ্রহ আরও বেড়েছে। রাজ্য জুড়ে গেরুয়া ঝড়ের আবহের মধ্যেই ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী ডালিম রায়ের জয়ের পর এই চাহিদা তুঙ্গে উঠেছে। বিজেপির নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পর ময়নাগুড়িতে বিজয় মিছিলের প্রস্তুতি চলছে, আর সেই মিছিলকে কেন্দ্র করেই গেরুয়া পোশাকের বাজার রীতিমতো চাঙ্গা। ময়নাগুড়ি বাজারের ব্যবসায়ী অসীম কুমার রায় জানান, তাঁর দোকানেই ইতিমধ্যেই ৫০০ পিস গেরুয়া পাঞ্জাবির অর্ডার এসেছে। পাঞ্জাবির দাম রাখা হয়েছে মাত্র ২৫০ টাকা, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই কিনতে পারেন।

পাশাপাশি কুর্তির দাম ১৫০ থেকে ১৮০ টাকার মধ্যে। আরেক ব্যবসায়ী অরূপ কুণ্ডু বলেন, পালাবদলের পর গেরুয়া রঙের পোশাকের খোঁজে প্রতিদিনই বহু ক্রেতা আসছেন। অপর ব্যবসায়ী জয়দীপ রায় জানান, ফল ঘোষণার পরদিনই তিনি সুরাট থেকে গেরুয়া কাপড়ের অর্ডার দেন। বৃহস্পতিবার সেই সমস্ত পোশাক এসে পৌঁছেছে। গেরুয়া পোশাকের এই বাড়তি চাহিদায় খুশি ব্যবসায়ী মহল থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রেতারাও।

মাছ-ভাতে উন্নয়নের বার্তা বিজেপির

বাপ্পা রায়, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী-র নাম ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে উৎসবের আবহ। তাঁর শপথ গ্রহণের আগেই অভিনব কর্মসূচির মাধ্যমে রাজনৈতিক বার্তা দিতে এগিয়ে এল ভারতীয় জনতা পার্টি। শুক্রবার শিলিগুড়ির ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড-এর গণেশ ঘোষ কলোনিতে মাছ-ভাত খাওয়ানোর আয়োজন করে বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডল এরিয়া কমিটি। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস একাধিক সভা ও প্রচারে বলেছিল;বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলায় মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। সেই প্রচারকে ভিত্তিহীন ও সম্পূর্ণ ভুয়ো প্রমাণ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন গণেশ ঘোষ কলোনির বহু সাধারণ মানুষ এই মাছ-ভাতের অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

উৎসবের মেজাজে খাওয়া-দাওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক আলোচনা চলতে থাকে। বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডল এরিয়া কমিটির সভাপতি অনুপ শ্রীবাস্তব বলেন, মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছিল। বিজেপি কখনওই মানুষের খাবার বা সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করে না। বাংলায় মাছ-ভাত যেমন চলবে, তেমনই চলবে মাছ-মাংসের স্বাভাবিক রেওয়াজ। তাঁর কথায়, নতুন সরকারের মূল লক্ষ্য হবে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও সুশাসন। তিনি আরও জানান, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে নতুন সরকারের অগ্রাধিকার। এই মাছ-ভাতের আয়োজন সেই আনন্দ ও প্রত্যাশারই প্রতিফলন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও এই ধরনের কর্মসূচি সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের দূরত্ব কমাতে সাহায্য করে।

খাবারের মাধ্যমে দেওয়া এই প্রতীকী বার্তা যে ইতিমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে, তা বলাই যায়।

শপথ গ্রহণের আগেই শিলিগুড়িতে বিজেপির এই উদ্যোগ রাজনৈতিক মহলে যেমন কৌতূহল তৈরি করেছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়েছে নতুন সরকারের প্রতি প্রত্যাশা।

তৃণমূল পতনে পূরণ ন্যাড়া প্রতিজ্ঞা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়েছে শীতলকুচি ব্লকের বামনপাড়া গ্রামের কুচিয়াগাড়ি হরি মন্দির চত্বরে। কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ঝামেলা নয়;ভিড়ের কারণ এক অভিনব প্রতিজ্ঞা পূরণ।

গ্রামের বাসিন্দা বাণেশ্বর বর্মন সকলের সামনে মাথা ন্যাড়া করাবেন, এই খবরেই কৌতূহলী মানুষজন জড়ো হন। গ্রামবাসীদের কথায়, বাণেশ্বর বর্মন গত ১৫ বছর চুল কাটেননি। ২০১১ সালে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন;রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত তিনি চুল কাটাবেন না। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলে তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় মন্দিরের সামনে সবাইকে ডেকে প্রকাশ্যে ন্যাড়া হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বাণেশ্বরের দাবি, বামফ্রন্টের পতনের পর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের অত্যাচারের ভয়ে তিনি সেলুনে যেতে পারেননি। ক্ষোভ থেকেই চুল কাটা বন্ধ করেছিলেন। এখন সরকার বদল হওয়ায় প্রথম দিন ন্যাড়া হয়েই আবার নিয়মিত চুল কাটার শুরু করছেন।

এ উপলক্ষে উপস্থিত মানুষজনের জন্য মুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করেন তিনি। পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক বাণেশ্বর ইটভাটায় কাজ করেন। পরিবারে স্ত্রী, ছেলে, বৌমা ও নাতি রয়েছে। বহুবার অনুরোধ সত্ত্বেও এতদিন তিনি চুল কাটেননি। এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বুথ সভাপতি বিনয় বর্মন। তাঁর মতে, মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভই এই ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এই ঘটনাকে 'সাজানো গল্প' বলে কটাক্ষ করেছে।

তাদের বক্তব্য, এগুলো রাজনৈতিক নাটক ছাড়া কিছু নয়।

হারের ধাক্কায় থমকাল টক টু মেয়র

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটে বড় ব্যবধানে পরাজয়ের অভিঘাত ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগমে। পদ্ম শিবিরের প্রার্থীর কাছে ৭৩ হাজারেরও বেশি ভোটে হারের পর শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব পুরনিগমের দায়িত্ব ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। যদিও সেই সিদ্ধান্ত এখনও কার্যকর হয়নি, তবে শহরবাসীর সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম 'টক টু মেয়র' কর্মসূচিতে আপাতত দাঁড়ি পড়ছে। শনিবার এই কর্মসূচি হচ্ছে না বলে মেয়র নিজেই জানিয়েছেন। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি আচমকাই বাতিল হওয়ায় পুরনিগমের অন্দরমহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। গৌতম দেব বলেন, এই সপ্তাহে টক টু মেয়র করছি না। তবে নাগরিক পরিষেবায় কোনও সমস্যা হবে না। অফিস খোলা থাকবে। পরিস্থিতি বুঝে কাজ করতে হচ্ছে। যদিও ভোটে হারের পর তিনি সাধারণ মানুষের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চাইছেন না বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা।

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন কটাক্ষ করে বলেন, আসলে মেয়র সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে ভয় পাচ্ছেন। এতদিন ভোটের স্বার্থে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ছিলেন, পরিষেবা তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল না। উল্লেখ্য, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াতে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি শুরু করেছিলেন গৌতম দেব। নির্বাচনি বিধিনিষেধের মধ্যেও তিনি এই কর্মসূচি চালু রাখেন। একসময় কমিশনের বাধার মুখে পড়লেও বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 'টক টু গৌতম' কর্মসূচিও শুরু করেছিলেন। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে শিলিগুড়ি শহরের অভিভাবক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়নি তাঁর।

ভোটের ফলের পর থেকেই তাঁর উপস্থিতি কমেছে পুরনিগমে। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি বাতিল হওয়ায় এখন প্রশ্ন উঠছে;আগামী দিনে মেয়রের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, সেদিকেই তাকিয়ে শহরবাসী।

দলবিরোধী মন্তব্যে শোকজ পাপিয়া ঘোষ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দলবিরোধী মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে নতুন করে অস্বস্তি। তৃণমূলের প্রাক্তন শিলিগুড়ি জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষকে শোকজ নোটিস পাঠাল তৃণমূল কংগ্রেস।

শুক্রবার দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির তরফে সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন একটি চিঠি পাঠিয়ে পাপিয়া ঘোষের সাম্প্রতিক মন্তব্যের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের পর ভোট-কৌশল সংস্থা আইপ্যাকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তীব্র আক্রমণ করেন পাপিয়া ঘোষ। তিনি দাবি করেন, গত কয়েক বছরে তৃণমূল কোনও সংগঠিত ব্যবস্থায় চলেনি, বরং 'মালিক-চাকর' সম্পর্কের ভিত্তিতেই রাজনীতি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে দলের ভরাডুবির জন্য তিনি দলের অন্দরে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেট-রাজ, নেতৃত্বের দম্ভ ও অহংকারকেই দায়ী করেন। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, সাধারণ মানুষ দলকে নয়, বরং কিছু নেতার আচরণকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। এরপর শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব-কে কটাক্ষ করে পাপিয়া বলেন, তিনি উত্তরবঙ্গের একাধিক প্রতিশ্রুতিমান নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছেন। এমন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ দলীয় নেতৃত্ব।

কোচবিহারের তৃণমূল নেতা ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ-এর কন্যা পাপিয়াকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিখিত বা ব্যক্তিগতভাবে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাপিয়া ঘোষ জানিয়েছেন, তিনি দলবিরোধী কিছু বলেননি এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জবাব দেবেন।

তিস্তা জল প্রশ্নে কড়া বার্তা বিজেপির

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই এবার উত্তরবঙ্গের বিজেপি নেতারাও স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন;উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করে কোনওভাবেই তিস্তার জল বাংলাদেশকে দেওয়া চলবে না। জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি ও সেচের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি তুলেছেন তাঁরা। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তিস্তা নদী জলবণ্টন নিয়ে প্রথম অ্যাড হক চুক্তি হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। যদিও সেখানে বাংলাদেশের জন্য ৩৯ শতাংশ জলের উল্লেখ থাকলেও তা স্থায়ী না হওয়ায় কার্যকর হয়নি। পরে ২০১১ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর আমলে একটি খসড়া চুক্তি তৈরি হয়, যেখানে ভারতের জন্য ৪২.২৫ শতাংশ এবং বাংলাদেশের জন্য ৩৭.৫০ শতাংশ জলের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সেচ সমস্যার কথা তুলে ধরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর না করায় বিষয়টি থমকে যায়। এবার রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের প্রেক্ষিতে তিস্তা ইস্যু ফের আলোচনায় এসেছে। সেচ দপ্তরের উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ারদের মতে, 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার থাকায় নতুন করে সমাধানের চেষ্টা হতে পারে। সেচ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, উত্তরবঙ্গের স্বার্থ বজায় রেখেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, তিস্তা জলবণ্টন নিয়ে দল ও রাজ্য সরকারের অবস্থান শীঘ্রই স্পষ্ট হবে। অন্যদিকে শিলিগুড়ির জয়ী বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের বক্তব্য, উত্তরবঙ্গের স্বার্থে আঘাত লাগে এমন কোনও চুক্তি মেনে নেওয়া হবে না। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বের প্রশ্ন, তিস্তা ব্যারেজ থেকেই যখন উত্তরবঙ্গের কৃষিজমিতে জল সরবরাহ করতে হিমশিম খেতে হয়, তখন অন্য দেশকে জল দেওয়া কীভাবে সম্ভব?

দু'ঘন্টায় হারানো ব্যাগ উদ্ধার পুলিশের

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ বন্ধুর বিয়েতে যোগ দিতে আসাম থেকে শিলিগুড়ি আসার পথে বিপাকে পড়েছিলেন মোহিত আগরওয়াল ও তাঁর সঙ্গীরা।

ফুলবাড়ী এলাকায় যাতায়াতের সময় হঠাৎ করেই হারিয়ে যায় তাঁদের একটি ব্যাগ। ওই ব্যাগের মধ্যে ছিল কয়েক হাজার টাকা, একটি মোবাইল ফোন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র।

ব্যাগ হারিয়ে যাওয়ায় চরম দুশ্চিন্তায় পড়েন তাঁরা। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত তৎপর হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানা-র পুলিশ। ফুলবাড়ী এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাগটি উদ্ধার করা হয়। এরপর ব্যাগের ভিতরে থাকা ড্রাইভিং লাইসেন্সের সূত্র ধরে মালিকের পরিচয় নিশ্চিত করতে শুরু হয় তদন্ত। সেখান থেকে মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে পুলিশের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় মোহিত আগরওয়ালের সঙ্গে। পুলিশের ফোন পেয়ে তড়িঘড়ি এনজেপি থানা-য় পৌঁছান মোহিত আগরওয়াল ও তাঁর বন্ধুরা। থানার আইসির উপস্থিতিতে উদ্ধার হওয়া টাকা-সহ ব্যাগটি প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাত্র দু'ঘন্টার মধ্যেই হারানো সমস্ত জিনিস ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তাঁরা।

পুলিশের এই দৃষ্টান্তমূলক তৎপরতায় এলাকায় ইতিবাচক বার্তা পৌঁছেছে বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার
মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে
সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 09-05-2026 04:48 Page 5

৯ মে ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

মেধার লড়াইয়ে বাজিমাত, মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম রায়গঞ্জের অভিরূপ

রামকৃষ্ণ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ আজ গর্বে উজ্জ্বল। ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭০০-র মধ্যে ৬৯৮ নম্বর পেয়ে রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দিরের ছাত্র অভিরূপ ভদ্র। এই অসামান্য সাফল্যের পিছনে রয়েছে কঠোর অধ্যবসায়, লক্ষ্যপূরণের অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং এক মায়ের অক্লান্ত সংগ্রামের গল্প। মেধা তালিকার শীর্ষে নিজের নাম দেখে এখনও কিছুটা অবিশ্বাসে অভিরূপ। তবে তার সাফল্যের রহস্য জানতে চাইলে সে জানায়, পড়াশোনার ক্ষেত্রে কখনও নিজেকে নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে বেঁধে রাখে নি। ঘড়ি ধরে পড়ার বদলে প্রতিদিনের জন্য আলাদা লক্ষ্য ঠিক করত সে। আগের রাতেই পরিকল্পনা করে নিত, পরের দিন কোন কোন বিষয় শেষ করবে। সেই লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত চলত পড়াশোনা। অভিরূপ জানায়, আমি কখনও ঘণ্টা গুনে পড়িনি। বরং প্রতিদিন নিজের জন্য একটা টার্গেট ঠিক করতাম। সেটা পূরণ করাই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। ভালো ফলের আশা ছিল, কিন্তু রাজ্যে প্রথম হব;এটা ভাবিনি। এই সাফল্যের পথ মোটেই সহজ ছিল না। ছোটবেলাতেই বাবাকে হারিয়েছে অভিরূপ। তারপর থেকে মা-ই হয়ে উঠেছেন তার জীবনের প্রধান শক্তি। সংসারের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি ছেলের পড়াশোনার প্রতি নজর রাখা, তাকে মানসিকভাবে অনুপ্রাণিত করা;সবটাই একা হাতে করেছেন তিনি। মায়ের কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে অভিরূপ। তার কথায়, আমার বাবা নেই। মা-ই আমার জীবনের সব। বাইরে চাকরি সামলে বাড়ি ফিরে আমাকে পড়াতেন, আমার সব খেঁজ রাখতেন। আজ আমি যা পেরেছি, সবটাই মায়ের জন্য। রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দিরের প্রধান আচার্য চিরঞ্জিত মণ্ডল বলেন অভিরূপ বরাবরই অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র। ওর মধ্যে শেখার আগ্রহ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ছিল অসাধারণ। আজ ওর এই সাফল্যে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। এই কৃতিত্ব শুধু অভিরূপের নয়, তার মায়ের সংগ্রাম ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টারও স্বীকৃতি। অভিরূপের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া বইছে গোটা রায়গঞ্জ জুড়ে। শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে প্রতিবেশী; সকলেই শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদে ভরিয়ে দিচ্ছেন এই কৃতী ছাত্রকে। তার এই সাফল্য আগামী দিনে জেলার অসংখ্য পড়ুয়ার কাছে হয়ে উঠবে অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নন্দিতা-শিবপ্রসাদের নতুন চমক,

‘বহুরূপী-২’ এর সুরে এবার বাবলু গম্ভীরা

তনয় কুমার মিশ্র, নয়া জামানা, মালদা ঃ ফতেপুর গম্ভীরা দলের কর্ণধার বাবলু মণ্ডলের হাত ধরে মালদার গম্ভীরা ইতালির গবেষণায় স্থান করে নেওয়ার পর এবার রুপোলি পর্দায় জায়গা করে নিল। নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বিগ বাজেটের ছবি ‘বহুরূপী-২’-এ অভিনয় ও গান গাইছেন মালদার নঘডরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূগোলের সহকারী শিক্ষক বাবলু গম্ভীরা।‘বহুরূপী-২’ছবিতে বাবলু গম্ভীরার ‘ফতেপুর গম্ভীরা দল’ অভিনয় করছে। শুধু তাই নয়, ছবিতে বাবলু গম্ভীরার লেখা একটি গম্ভীরা গানও থাকছে। গানটি গেয়েছেন বাবলু গম্ভীরা নিজেই।পরিচালক জুটির কথায়, বাংলার মাটির গন্ধ, লোকসংস্কৃতির শিকড়কে রুপোলি পর্দায় তুলে ধরতেই মালদার গম্ভীরাকে বেছে নেওয়া। বাবলুদার লেখা ও গলায় যে প্রাণ আছে, তা দর্শকদের ছুঁয়ে যাবে। জানা গেছে, ‘বহুরূপী-২’ টিম খুব শীঘ্রই মালদায় শুটিং করতে আসছে। ফতেপুরের গম্ভীরা দলের সঙ্গে মালদার বিভিন্ন লোকেশনে শুটিং হবে। নঘডরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়েও শুটিং হওয়ার কথা রয়েছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি

ফতেপুর গম্ভীরা দলের কর্ণধার বাবলু মণ্ডলের হাত ধরেই মালদার গম্ভীরা পৌঁছে গেছে ইতালির গবেষণায়। গম্ভীরা উৎসবে সুদূর ইতালি থেকে পাঁচজনের একটি গবেষক দল মালদার ফতেপুরে উপস্থিত হয়েছিল।

দলের নেতৃত্বে ছিলেন আলেসান্দ্রো সিমোনেত্তি। এই গবেষক দল পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার লোকশিল্প, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেন।ফতেপুরে এই গবেষক দল মুখোশ নাচ, ভক্ত নাচ, গম্ভীরা গান পর্যবেক্ষণ করেন ও ক্যামেরাবন্দি করেন। গম্ভীরা গানের সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতির একাধিক বিষয় তাঁরা মন দিয়ে শোনেন ও দেখেন। গম্ভীরা গবেষণার কাজে সবরকম সাহায্যের আশ্বাসও দেন তাঁরা।ইতালির গবেষক দলের নেতা আলেসান্দ্রো সিমোনেত্তি জানিয়েছেন, ভারতের গম্ভীরা অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকসংস্কৃতি। মুখোশ নাচ, ভক্ত নাচ, গম্ভীরা গান আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি, ক্যামেরাবন্দি করেছি। একদিন এই গম্ভীরার মাধুর্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। গত বছর মালদায় তৈরি হয়েছে ‘গম্ভীরা সংরক্ষণশালা ও একাডেমি’। ইংরেজ বাজারের ফতেপুর গ্রামে প্রায় দশ কাঠা জমির উপর এই একাডেমি তৈরি হয়েছে। ফতেপুর গম্ভীরা দলের দলনেতা বাবলু মণ্ডলের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজের জমিতেই গড়ে উঠেছে এই সংগ্রহশালা। ইতালির গবেষক দল ছাড়াও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষক এই সংগ্রহশালা ও একাডেমিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। পেশায় শিক্ষক হলেও নেশা তাঁর গম্ভীরা। মালদার ফতেপুর এলাকার ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা গানকে বাঁচিয়ে রাখতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন বাবলু গম্ভীরা। তাঁর দল ‘ফতেপুর গম্ভীরা দল’ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠান করে। সামাজিক ইস্যু থেকে ভোট সচেতনতা , গম্ভীরার সুরে সবই উঠে আসে।এই প্রসঙ্গে বাবলু গম্ভীরা বলেন, স্কুলে ভূগোল পড়াই, আর অবসরে গম্ভীরা চর্চা করি। ভাবিনি কখনও বড় পর্দায় সুযোগ পাব। নন্দিতাদি, শিবুদা মালদার সংস্কৃতিকে সম্মান দিয়েছেন। এটা শুধু আমার নয়, গোটা মালদার গর্ব। ‘ফতেপুর গম্ভীরা দল’-এর সব শিল্পীর পরিশ্রম আজ সার্থক।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘বহুরূপী’ বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছিল। তারই সিক্যুয়েল ‘বহুরূপী-২’। ছবির শুটিং শুরু হয়েছে কলকাতায়। মালদার অংশের শুটিং শেষ হলেই মুক্তির দিন ঘোষণা হবে বলে জানা গেছে।মালদার লোকসংস্কৃতি ও একজন স্কুলশিক্ষকের বড় পর্দায় উঠে আসার খবরে উচ্ছ্বসিত জেলার সংস্কৃতিপ্রেমীরা। নঘডরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও খুশির হাওয়া।

হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষায় মালদার জয় জয়কার, প্রথম দশে ৭ জন

উমার ফারুক ,নয়া জামানা, মালদা ঃ শুক্রবার মাধ্যমিক পরীক্ষার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের হাই মাদ্রাসা ফাইনাল, আলিম,ফাজিল পরীক্ষা- ২০২৬ এর ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। এদিন দুপুরে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. সেখ আবু তাহের কমরুদ্দিন কলকাতায় প্রেস কনফারেন্স করে ফল প্রকাশ করেন। পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের হাই মাদ্রাসা ফাইনাল,২০২৬ পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪২৭৪৪ জন, এর মধ্যে পাস করেছে ৩৮৮৩৬জন। উত্তীর্ণ ছাত্র ১৪১৯৭, ছাত্রী ২৪৬৩৮জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের পরীক্ষার্থী একজন। এবছর পাশের হার ৯০.৮৬ শতাংশ। এবারে হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষায় যুগ্ম প্রথম স্থান দখল করেছে মুর্শিদাবাদের ভাবতা আজিজিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্র মোহাম্মদ মুস্তাক নাজিমের সঙ্গে মালদার এনএম এস হাই মাদ্রাসার ছাত্র সাহন আক্তার রাজ্যে যুগ্ম প্রথম। মোট ৮০০ নম্বরের মধ্যে উভয়ের প্রাপ্ত নম্বর৭৮১। সাহন প্রথম ভাষা বাংলায় ১০০, দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজিতে ৯৩, গণিতে ১০০, ভৌত বিজ্ঞানে ৯৬, জীবন বিজ্ঞানে ৯৮, ইতিহাস ও ভূগোল প্রতিটিতে ৯৯, ইসলাম পরিচয় ৯৬ এবং অতিরিক্ত বিষয় আরবিতে ৬৮ নম্বর পেয়েছে।

দ্বিতীয় ফতেখানি বিএমএস হাই মাদ্রাসার ছাত্র মোহাম্মদ শাকিল হোসাইন, তার প্রাপ্ত নম্বর৭৮০। চতুর্থ স্থানে যুগ্ম ভাবে রতুয়া-১ ব্লকের বটতলা আদর্শ হাই মাদ্রাসার ছাত্রী রিফা আনজুম ও এনএমএস হাই মাদ্রাসার ছাত্রী আফ্রিদা খাতুন। তাদের প্রাপ্ত নম্বর৭৭৭। পঞ্চম স্থানে গাজোল ব্লকের রামনগর হাই মাদ্রাসার ছাত্র মৌদুদ আলম, প্রাপ্ত নম্বর৭৭৬।

সপ্তম স্থানে রতুয়া-২ব্লকের মহারাজনগর হাই মাদ্রাসার ছাত্রী তাহসিনা তাবাসসুম, প্রাপ্ত নম্বর৭৭৪।

দশম স্থানে মোহাম্মদীয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্রী সাদিয়া আফরিন, তার প্রাপ্ত নম্বর৭৬৮। বরাবরের মতো এবারও হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষায় মালদার পরীক্ষার্থীরা সম্ভাব্য মেধা তালিকার প্রথম দশে স্থান দখল করে চমক দিয়েছে।

দীর্ঘ ৩৭ বছরের শিক্ষকতা শেষে বিদায় নিলেন প্রিয় দিদিমণি

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ত্রিমোহিনী প্রতাপ চন্দ্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রিয় দিদিমণিকে বিদায় সম্বর্ধনা। শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ত্রিমোহিনী প্রতাপচন্দ্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিদায়ী শিক্ষিকা নিবেদিতা রায় মহাশয়ের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে ঘিরে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ।এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার সমাজসেবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি আশীষ সরকার সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র- ছাত্রীরা। জানা গেছে, ১৯৮৮ সালের ২২ শে মার্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন শিক্ষিকা নিবেদিতা রায়। দীর্ঘ প্রায় ৩৭ বছর সততা এবং নিষ্ঠার সাথে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করে একটি সুনাম এবং নজিরের পাশাপাশি তিনি এলাকার প্রিয় দিদিমণি সহ অভিভাবক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। তার এই বিদায়ী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা চোখের জলে এবং প্রণাম জানিয়ে প্রিয় দিদিমণিকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিদায়ী দিদিমণিকে মানপত্রসহ পুস্তক এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানানো হয়।এদিনের এই বিদায় অনুষ্ঠানে ৩৭ বছরে অগণিত ছাত্র-ছাত্রী তার শিক্ষাদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন বলে জানা যায়। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি সমস্ত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ভাবে বেতের আঘাত না দিয়ে, সুষ্ঠু ভাবে বুঝিয়ে দিতেন। স্বাভাবিক কারণেই এলাকার প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রিয় দিদিমণি হিসাবেই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। এই বিদায়ী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অনেক বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং প্রিয় দিদিমণি আগামী দিনে যেন সুস্থভাবে বাকি জীবন গুলি কাটান তার কামনাই করা হয়।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপাল প্রামানিক বলেন, নিবেদিতা রায় মহাশয়া সকলের কাছেই একজন প্রিয় দিদিমনি হিসাবে পরিচিত এবং সুনাম অর্জন করেন। স্বাভাবিক কারণেই এই বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রাক্তনীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

মাধ্যমিকে দক্ষিণ দিনাজপুরের জয়জয়কার ! মেধাতালিকার প্রথম দশে জেলার ৩ কৃতি

দুলাল সিংহ, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপু ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রকাশিত ফলাফলে রাজ্যে প্রথম দশ-এর তালিকায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৩ জন পড়ুয়া।বালুরঘাটের ছাত্র আয়ুষ সাহা এবং অনরন্য সাহা যুগ্মভাবে রাজ্যের মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে, অন্যদিকে কুমারগঞ্জের জিশান হোসেন অস্টম স্থান অধিকার করেছে।

বালুরঘাটের সাহেব কাছারি এলাকার বাসিন্দা আয়ুষ সাহা এবং বালুরঘাট থানা এলাকার অভ্যন্তস্থ চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়ামারি এলাকার বাসিন্দা অনরন্য সাহা দুজনেই বালুরঘাট হাই স্কুলের ছাত্র। আয়ুষ সাহা এবং অনরন্য সাহা-র প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩ ।অন্যদিকে কুমারগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্র জিশান হোসেন-এর প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০। আয়ুষ জানিয়েছে ভবিষ্যতে সে নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে চায়। আয়ুষ জানিয়েছে এত ভাল রেজাল্ট যে করবে তা সে ভাবেনি, মা - বাবা-র তাকে পড়াশোনায় খুব সাহায্য করেছে। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকা এবং ক্রিকেট খেলার প্রতি আয়ুষ-এর আগ্রহ রয়েছে। আয়ুষ-এর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার বাবা মা জানিয়েছেন প্রথম দশ-এর তালিকায় থাকবে এটুকু আশা ছিল কিন্তু এতটা ভাল রেজাল্ট করবে এটা আশা ছিল না। উনারা জানিয়েছেন সপ্তম শ্রেণী থেকেই পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল আয়ুষ-এর। শিক্ষকরা খুব সহায়তা করেছেন। পঞ্চম স্থান অধিকার করা অপর ছাত্র অনরন্য সাহা জানিয়েছে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার বিষয়ে সে আশা করেছিল। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় অনরন্য। পড়াশুনার পাশাপাশি ক্রিকেট খেলা ও গিটার বাজানোর প্রতি আগ্রহ রয়েছে অনরন্য-র।

মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় গাজলের এক স্কুল থেকে প্রথম দশে ৩ ছাত্র

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, মালদা ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্য মালদা জেলার গাজোল ব্লকের। শুক্রবার ফলপ্রকাশ হতেই দেখা যায়, রাজ্যের মেধা তালিকায় প্রথম দশে নিজেদের জায়গা পাকাপোক্ত করে নিয়েছে গাজোল হাজিনাকু হাই স্কুলের তিন কৃতি ছাত্র। গ্রামীণ এলাকার এই অভাবনীয় সাফল্যে খুশির জোয়ারে ভাসছে গোটা জেলা।বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাজোল হাজিনাকু হাই স্কুলের ছাত্র কমলেশ সরকার ৬৯১ নম্বর পেয়ে রাজ্যে সপ্তম স্থান অর্জন করেছে। সেই সঙ্গে সে জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে গাজোলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। পিছিয়ে নেই সহপাঠীরাও; শুভ্রদীপ মণ্ডল ৬৯০ নম্বর পেয়ে রাজ্যে অষ্টম এবং জেলায় দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। এছাড়াও এই স্কুলেরই আরেক কৃতি ছাত্র মহঃ তৌসিফ আফরোজ ৬৮৯ নম্বর পেয়ে রাজ্যের নবম ও জেলায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।একই স্কুল থেকে তিন-তিনজন ছাত্রের রাজ্যের সেরা দশে স্থান পাওয়া এক বিরল কৃতিত্ব। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরিবার, বিদ্যালয় এবং গাজোল ব্লক জুড়ে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে। কৃতিদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিক্ষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

অভাবকে সঙ্গী করেই সাফল্যের শিখরে আদিবাসী ছাত্র রাকেশ

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালদা ঃ আর্থিক অনটন, বাবার পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ, মায়ের চাষের জমিতে দিনমজুরি, সব প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে মাধ্যমিকে ৬৭০ নম্বর পেয়ে এলাকায় নজির গড়ল পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি অঞ্চলের বরকোলের উত্তর ভাটরা কলোনির বাসিন্দা রাকেশ কোল। আদিবাসী পরিবারের এই মেধাবী ছাত্রের সাফল্যে খুশির হাওয়া গোটা এলাকাজুড়ে।রাকেশের বাবা খোকা কোল পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক।

কাজের সূত্রে দীর্ঘ সময় বাইরে থাকতে হয় তাকে। মা রেখা কোল গৃহবধূ হলেও সংসারের হাল ধরতে চাষের জমিতেও কাজ করেন। তিন ছেলের সংসারে অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। সেই পরিস্থিতির মধ্যেই পড়াশোনা চালিয়ে গিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছে রাকেশ।পুরাতন মালদার গোটপাড়া এলাকার একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করেছে সে। মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর স্কুলে তাকে মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি মিষ্টিমুখেরও আয়োজন করা হয়।শিক্ষক-শিক্ষিকারা রাকেশের এই সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করেছেন।রাকেশ জানিয়েছে, ভবিষ্যতে সে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। তবে পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় উচ্চশিক্ষা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে পরিবার। তাই সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন রাকেশ ও তার পরিবার। এলাকার মানুষও এই মেধাবী ছাত্রের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ওই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক আনন্দ হাজরা তিনি শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সরকার যাতে পাশে থাকুক এই ধরনের ছাত্রদের কাছে আবেদন করেন তিনি।

ভোট পরবর্তী অশান্তি রুখতে মালদায় তৎপর কেন্দ্রীয় বাহিনী

নয়া জামানা, মালদা ঃ ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে যাতে কোনো রকম অশান্তি বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে এখনও তৎপর রয়েছে পুলিশ প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার পুরাতন মালদা শহরের বিভিন্ন অলিগলি ও সংবেদনশীল এলাকায় যৌথভাবে টহল দিতে দেখা যায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। এদিন উপস্থিত ছিলেন মালদা থানার আইসি গোপাল বিশ্বাস, বিডিও অনিক রায় সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাজার এলাকা থেকে শুরু করে জনবহুল এলাকাগুলিতে কড়া নজরদারি চালানো হয়।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষ যাতে নির্ভয়ে ও শান্তিপূর্ণভাবে দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে পারেন এবং এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে, সেই কারণেই এই বিশেষ টহল ও রুট মার্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনার খবর সামনে আসায় পুরাতন মালদাতেও প্রশাসন কোনো রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ।এদিন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি দেখে অনেক সাধারণ মানুষ স্বস্তি প্রকাশ করেন।

চোপড়ায় বিজেপির শহীদ পরিবারকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে শংকর অধিকারী

সুবল গোপ, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ চোপড়ায় বিজেপির শহীদ পরিবারকে নিয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে শুক্রবার রওনা দিলেন চোপড়ার বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারী। আজ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্যের অষ্টাদশ বিধানসভার বিজেপির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে চোপড়ার মাঝিয়ালী অঞ্চলের শহীদ বিজেপি কর্মী অরেন সিংহের স্ত্রী শকুন্তলা সিংহকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন চোপড়ার বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারী। তার সঙ্গে কলকাতা আসছেন চোপড়ার বিজেপি নেতা বরুন সিংহ এবং শহীদ অরেন সিংহের স্ত্রী শকুন্তলা সিংহ এবং শহীদের কন্যা শ্রীমা সিংহ।শংকর অধিকারী জানান, নির্বাচনের আগে বিজেপি যা ইস্তেহার দিয়েছে তা পূরণ হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। বিজেপি নেতা বরুণ সিংহ জানান, ২০১৭ সালের ৮ই জুলাই প্রকাশ্য দিবালোকে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনীর হাতে খুন হন মাঝিয়ালী অঞ্চলের বিজেপি কর্মী অরেণ সিংহ। দীর্ঘ ১৫ বৎসর প্রতীক্ষার পর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠন হতে চলেছে শনিবার।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 09-05-2026 04:48 Page 6

মাধ্যমিকে রাজ্যে অষ্টম রঘুনাথগঞ্জের প্রজ্ঞা সাহা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জের গর্ব এখন প্রজ্ঞা সাহা। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে শুধু নিজের পরিবার নয়, গোটা জঙ্গিপুর মহকুমার মুখ উজ্জ্বল করেছে সে। রঘুনাথগঞ্জের রানী ভবানী স্কুলের ছাত্রী প্রজ্ঞার এই অসাধারণ সাফল্যে খুশির হাওয়া বইছে স্কুল থেকে শুরু করে এলাকাজুড়ে। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জগতের প্রতিও সমান আগ্রহ ছিল প্রজ্ঞার। গান, নৃত্য এবং আবৃত্তি;সব ক্ষেত্রেই তার দক্ষতা রয়েছে। তবে এত কিছুর সঙ্গে পড়াশোনা সামলে মাধ্যমিকে রাজ্যের মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া যেন তার নিজের কাছেও এক বড় চমক।

ফল প্রকাশের পর প্রজ্ঞা জানায়, সে ভালো ফলের আশা করেছিল ঠিকই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম স্থান পাবে তা কখনও ভাবেনি। প্রজ্ঞা সাহার এই সাফল্যের পেছনে তার বাবা-মায়ের অবদান যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে স্কুলের শিক্ষকদের নিরলস সহযোগিতা। প্রজ্ঞা জানিয়েছে, স্কুলের স্যাররা সবসময় তাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেকোনো সমস্যায় পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাড়িতেও বাবা-মা তাকে সবসময় মানসিকভাবে শক্তি জুগিয়েছেন। সেই কারণেই আজকের এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছে সে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় প্রজ্ঞা। তার স্বপ্ন বড় হয়ে এমন কিছু করা যাতে সমাজের উপকার হয় এবং নিজের জেলা ও রাজ্যের নাম আরও উজ্জ্বল করতে পারে। তার এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দে আত্মহারা রানী ভবানী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

স্কুলের ইতিহাসে প্রথমবার কোনো ছাত্রী রাজ্যের মেধাতালিকায় অষ্টম স্থান অর্জন করায় স্কুল কর্তৃপক্ষও গর্বিত।

প্রজ্ঞা সাহার এই সাফল্য আজকের প্রজন্মের কাছে এক অনুপ্রেরণা। পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা করেও যে জীবনের বড় সাফল্য অর্জন করা যায়, তারই উজ্জ্বল উদাহরণ রঘুনাথগঞ্জের এই মেধাবী ছাত্রী।

তৃণমূল পতনের এর জন্য দুর্নীতিকেই দায়ী করলেন পৌর চেয়ারম্যান

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ ৭২ ঘণ্টার বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে যখন টানাপোড়েন ও আত্মসমালোচনার সুর জোরালো হচ্ছে, তখন দলের একাধিক নেতা প্রকাশ্যে তুলে ধরছেন সাংগঠনিক দুর্বলতা ও দুর্নীতির অভিযোগ। এই প্রেক্ষাপটে বহরমপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে দলীয় স্তরে দুর্নীতি, প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অভাব এবং সংগঠনের নীচুতলার কাঠামো নিয়ে তীব্র সমালোচনা। নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দাবি, তৃণমূলের এই পরিস্থিতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা দুর্নীতির অভিযোগ। তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসায়ীরা বহুদিন ধরেই 'কাটমানি'-র অভিযোগ তুলে আসছেন।

এবার সেই একই অভিযোগ তিনি দলের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর দিকেও ছুঁড়ে দেন। তিনি বলেন, প্রশাসনিক স্তরে সরকার পরিবর্তনের পর নিয়ম মেনে কাজ চলবে, এবং নাগরিকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। একইসঙ্গে অতীতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, আগের শাসনামলে বিরোধী দল পরিচালিত পৌরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিতেও কাজের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হয়নি। তবে তাঁর মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃণমূলের সংগঠনগত বাস্তবতা অনেকটাই বদলে গেছে। তিনি অভিযোগ করেন, দল পরিচালিত না হলে অনেক ক্ষেত্রেই কাজের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ত;যা দলীয় রাজনীতির চরিত্র বদলে দিয়েছে। দুর্নীতির প্রসঙ্গে নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় আরও বলেন, পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে নীচুতলা পর্যন্ত দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী,

বহু ক্ষেত্রে কাজ বা পরিষেবা পেতে অর্থের লেনদেনের অভিযোগ সামনে এসেছে। তবে একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন যে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বা বড় অংশের নেতারা এই ধরনের অনিয়মে যুক্ত নন। এছাড়াও তিনি দাবি করেন, কলকাতার তপসিয়া এলাকায় অবস্থিত দলের পার্টি অফিস বা নির্দিষ্ট দপ্তরে দেখা করতে গেলে কিছু ক্ষেত্রে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, যদিও এই বক্তব্য তিনি ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হিসেবেই তুলে ধরেন। আবাস যোজনার মতো প্রকল্প নিয়েও তিনি কাটমানির অভিযোগ তোলেন, যেখানে তাঁর দাবি অনুযায়ী ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়ার অভিযোগ ছিল বিভিন্ন স্তরে। তবে বক্তব্যের শেষে তিনি দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ উল্লেখযোগ্য এবং তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তাঁর মতে, দুর্নীতির এই বিস্তার নিয়ন্ত্রণে থাকলে দলের সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থান আরও শক্তিশালী হতে পারত। রাজনৈতিক মহলের মতে, দলের ভেতর থেকেই এই ধরনের প্রকাশ্য মন্তব্য তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সংকটকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে।

৩০ টি তাজা বোমা উদ্ধার

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ সালার থানার অন্তর্গত সালু অঞ্চলের খাড়েরা গ্রাম থেকে উদ্ধার হল ৩০টি তাজা বোমা। গত ০৭/০৫/২০২৬ তারিখে বিকেলবেলায় মজুত করে রাখা বোম অন্যত্র সরিয়ে ফেলার সময় বিস্ফোরণ ঘটে গুরুতর জখম হন বাদশা শেখ নামে এক যুবক। বিস্ফোরণের জেরে তার একটি হাত উড়ে যায় বলে জানা যায়। ওই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।ঘটনার তদন্তে নেমে এদিন সালার থানার পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ অভিযান চালানো হয় খাড়েরা গ্রামে। অভিযানে বোম স্কোয়াডের সহায়তায় উদ্ধার করা হয় ৩০টি তাজা বোমা। পরে নিরাপত্তার সঙ্গে বোমগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিন আগেই সালার এসডিপিও বরুণ বৈদ্য এবং সালার থানার ওসি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালান। সেই অভিযানে দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকা এক দুষ্কৃতী ফাইজেল শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের অনুমান, ওই দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার অন্যান্য দুষ্কৃতীরা নিজেদের বাড়িতে মজুত থাকা বোম সরিয়ে ফেলার চেষ্টা শুরু করে। সেই সময়ই ঘটে বিস্ফোরণের ঘটনা এবং আহত হয় বাদশা শেখ ।বর্তমানে গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আশঙ্কা প্রকাশ করে জানান, এলাকায় আবার কখন কী ঘটনা ঘটে যায় তা নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন। যদিও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা হবে।সালার এসডিপিও বরুণ বৈদ্য, সালার থানার ওসি সহ মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের এই তৎপরতায় এলাকাবাসীরা সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের ফলেই বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

সদ্যোজাতকে নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ - চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ সকালের শান্ত পরিবেশে হঠাৎই শিউরে ওঠার মতো ঘটনার সাক্ষী থাকল বহরমপুর। অভিযোগ, এক সদ্যোজাত শিশুকে হাত-পায়ে ইট বেঁধে ভাগীরথী নদীতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ঘটনাটি ঘটে বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাট এলাকায়, যা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে ঘাট এলাকায় এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, সেই সময়ই সদ্যোজাত শিশুটিকে ইট বেঁধে নদীতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। তবে স্থানীয়দের নজরে বিষয়টি আসতেই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বাসিন্দারা এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠায়। বর্তমানে শিশুটির শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি। স্থানীয়দের অনুমান, ঘটনাটি চলাকালীন কাউকে দেখে অভিযুক্ত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তবে ঠিক কী কারণে এমন নির্মম ঘটনার চেষ্টা করা হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকার বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং শিশুটির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। অভিযুক্তকে শনাক্ত করে গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।ঘটনাটি ঘিরে বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাট এলাকায় এখনো উত্তেজনা ও উদ্বেগের পরিবেশ বিরাজ করছে।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি - প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করলেন বাসিন্দারা

নয়া জামানা ,বড়ঞা ঃ নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে ঢালাই রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে;এই অভিযোগ তুলে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার বড়ঞা থানার বৈদ্যনাথপুর এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের উদ্যোগে প্রায় ৪.৯৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ঢালাই রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে। সুন্দরপুর বাথান এলাকা থেকে শুরু হয়ে ফেলুর মিনিতলা হয়ে বৈদ্যনাথপুর বাসস্টপেজ পর্যন্ত রাস্তাটির জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ৯ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৯০ টাকা। সম্প্রতি শুরু হওয়া এই প্রকল্পে বুধবার থেকে ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয় এবং প্রথম দিনে প্রায় এক কিলোমিটার কাজ সম্পন্ন হয়।তবে বৃহস্পতিবার ফের ঢালাইয়ের কাজ শুরু হতেই স্থানীয়দের একাংশ মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে এবং নির্ধারিত মান বজায় রাখা হচ্ছে না। এরপরই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং কাজ বন্ধ করে দেন বাসিন্দারা। এক স্থানীয় বাসিন্দা মোজাহার শেখ অভিযোগ করেন, একেবারে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সিমেন্ট খুবই কম দেওয়া হয়েছে। ছয় ইঞ্চির বদলে তিন ইঞ্চির মতো ঢালাই করা হচ্ছে, ফলে রাস্তা টেকসই হবে না।অন্যদিকে জুলমত শেখের বক্তব্য, সামান্য বৃষ্টি হলেই জমির জল রাস্তায় উঠে আসবে। এতে সাধারণ মানুষই সমস্যায় পড়বে। তাই আমরা বাধ্য হয়ে কাজ বন্ধ করেছি।যদিও ঠিকাদারি সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার অমর মণ্ডল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বাসিন্দাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। নির্ধারিত মান বজায় রেখেই কাজ হচ্ছে। ঢালাইয়ের পুরুত্ব ঠিক রয়েছে এবং রাস্তা নির্ধারিত লেভেল অনুযায়ী উঁচু করা হচ্ছে। ঘটনার পর কাজ বন্ধ হয়ে পড়ায় বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ঠিকাদারি সংস্থা। এ বিষয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সামসুজ্জোহা বিশ্বাস জানান, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্ত্রীকে খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্বামীর

নয়া জামানা, লালবাগ ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় স্ত্রীকে কোদাল দিয়ে আঘাত করে হত্যার ঘটনায় স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল লালবাগ মহকুমা সেকেন্ড ফাস্ট ট্র্যাক আদালত। বৃহস্পতিবার এই মামলার রায় ঘোষণা করেন বিচারক ঋষি কুশারি। দোষী সাব্যস্ত তারক রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছ'মাসের অতিরিক্ত কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৬ বছর আগে মুর্শিদাবাদ থানার পিলখানা এলাকার বাসিন্দা তারক রায়ের সঙ্গে ডাহাপাড়া পঞ্চায়েতের চৈতন্যপুরের উর্মিলা রায়ের বিয়ে হয়। পরবর্তীতে পারিবারিক অশান্তির জেরে উর্মিলা স্বামীকে নিয়ে বাবার বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। অভিযোগ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্য কলহ বাড়তে থাকে এবং তারক রায় স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতে শুরু করে। ২০২৪ সালের ৩ মার্চ ভোরে ঘুমন্ত অবস্থায় উর্মিলা রায়কে কোদাল দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই মৃতার বাবা গণেশ রায় মুর্শিদাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে অভিযুক্ত তারক রায়কে গ্রেপ্তার করে। সরকারি আইনজীবী সওকত আলি জানান, মোট ১১ জন সাক্ষীর বয়ান এবং প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮(এ) ও ৩০২ ধারায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। অন্যদিকে, আসামিপক্ষের আইনজীবী মনোজ বিশ্বাস জানান, এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে।

মাধ্যমিকে মুর্শিদাবাদের জয়জয়কার, দশম স্থানে কস্তুরী সিনহা, শীর্ষ দশে জেলার পাঁচ পড়ুয়া

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মোট ৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৪০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এবছর পাশের হার দাঁড়িয়েছে ৮৬.৮৩ শতাংশে। ৮৪ দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে এবছর প্রায় ৯৬ হাজার ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। ফল প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে, জেলার পাঁচজন ছাত্রছাত্রী দশম স্থান অধিকার করেছে। তাদের মধ্যে অন্যতম বহরমপুরের কস্তুরী সিনহা। ৬৮৮ নম্বর পেয়ে দশম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে সে। কস্তুরী লাধুরাম তসনিওয়াল সারদা বিদ্যামন্দির স্কুলের ছাত্রী। ফল প্রকাশের পর কস্তুরী জানায়, ভালো ফল করার ইচ্ছা ছিল তার। পরিবারের সদস্য এবং শিক্ষকদের অবিচ্ছিন্ন সমর্থন ও অনুপ্রেরণাই তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে সে, তবে ফলাফল নিয়ে নিশ্চিত ছিল না। শেষ পর্যন্ত সাফল্য পাওয়ায় সে অত্যন্ত খুশি। নিজের জেলার জন্য ভালো কিছু করার লক্ষ্যও ছিল কস্তুরীর। এই সাফল্যের কৃতিত্ব সে তার মা, দাদু এবং শিক্ষকদের দিয়েছে। নিয়মিত কঠোর রুটিন না থাকলেও ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই তাকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে বলে সে জানায়। ভবিষ্যতে মেডিক্যাল বিষয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা রয়েছে তার। সেই কারণে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়েই এগোনোর পরিকল্পনা করেছে কস্তুরী। পড়াশোনার পাশাপাশি গান করা, আবৃত্তি ও লেখালেখি তার শখ । প্রকৃতির ছবি তোলার প্রতিও তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। বড় হয়ে সাইকোথেরাপিস্ট হওয়ার ইচ্ছার কথাও জানায় কস্তুরী। তার মতে, শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বও সমান। মন ভালো না থাকলে শরীরও ভালো থাকে না;এই বিশ্বাস থেকেই সে এই পেশাকে বেছে নিতে চায়। মানুষের মন বোঝা ও তাদের সাহায্য করার ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চায় সে। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর কথাও উল্লেখ করে কস্তুরী। এছাড়া মোবাইল ফোন ব্যবহারের বিষয়ে তার মত, প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন, তবে তা অবশ্যই পরিমিত হওয়া উচিত। উল্লেখযোগ্যভাবে, মুর্শিদাবাদ থেকে মোট পাঁচজন ছাত্রছাত্রী এবারের মাধ্যমিকে দশম স্থান অধিকার করেছে। তাদের মধ্যে কস্তুরী সিনহা ছাড়াও রয়েছে শেখ সাদ হোসেন, প্রত্যয় ঘোষ, শরব্য দেব ও দ্যুতিমান দে।

জঙ্গিপুর হাসপাতালের সুপারকে ৭২ ঘণ্টার ডেডলাইন বিধায়ক চিত্ত মুখার্জী

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ সোজা হয়ে কাজ করুন, না হলে বদলি নিয়ে চলে যান।জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপারকে ঠিক এই ভাষাতেই কড়া বার্তা দিলেন এলাকার নবনির্বাচিত বিধায়ক চিত্ত মুখার্জী। হাসপাতালের গেটে নেমপ্লেট বিতর্ক থেকে শুরু করে ওষুধের কালোবাজারি এবং দালাল রাজ; একাধিক ইস্যুতে সুপারের ক্লাস নিলেন বিধায়ক। বেঁধে দিলেন মাত্র ৭২ ঘণ্টার 'ডেডলাইন'।বিধায়কের নিশানায় প্রথমেই ছিল হাসপাতালের মূল গেটের বিতর্কিত সাইন বোর্ড। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কোন এক্তিয়ারে সেখানে জাকির হোসেনের নামে স্থায়ী বোর্ড লাগানো হয়েছে? সুপারের উদ্দেশ্যে তাঁর সাফ নির্দেশ আগামী তিন দিনের মধ্যে ওই সাইন বোর্ডের ওয়ার্ক অর্ডার দেখাতে হবে। যদি বৈধ কাগজ না থাকে, তবে কালকের মধ্যেই ওটা ভেঙে ফেলতে হবে।হাসপাতাল চত্বরকে 'মস্তান' ও 'দালাল' মুক্ত করার ডাক দিয়েছেন বিধায়ক।

তাঁর অভিযোগ, সরকারি চত্বরে অবাধে ঘুরছে প্রাইভেট গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স এবং দালালচক্র।ওয়ার্ড মাস্টার বা সুপারের অফিসে প্রত্যেক স্টাফের ডিউটি রোস্টার থাকতে হবে।হাসপাতালের ভেতরে কোনো আড্ডা বা বেসরকারি লোকের জমায়েত বরদাস্ত করা হবে না।প্রসবের আগে বা পরে মায়েদের থেকে টাকা নেওয়া এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জালিয়াতি বা টাকা চাওয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।হাসপাতালের স্টোর থেকে কোটি কোটি টাকার ওষুধ 'লুট' হচ্ছে বলে বিস্ফোরক দাবি করেছেন বিধায়ক চিত্ত মুখার্জী। এই ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি সুপারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।এছাড়াও রেফার করার প্রবণতা কমাতে বিধায়ক নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোনো ডাক্তার যদি রোগীকে রেফার করেন, তবে তার সুনির্দিষ্ট কারণ নথিবদ্ধ করতে হবে। পর্যাপ্ত ওষুধ, স্যালাইন এবং প্লাস্টারের জন্য সিএমওএইচ-এর সঙ্গে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।সুপারকে সপ্তাহে তিন দিন নয়, প্রতিদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। প্রত্যেক সরকারি কর্মীকে নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরে কাজ করতে হবে।মান্ধাতা আমলের ড্রাইভার ও ফিটনেসবিহীন গাড়ি দ্রুত পরিবর্তন করতে হবে।হাসপাতালের ভেতরে জল জমা এবং নর্দমার নোংরা পরিষ্কারের কাজ এখনই শুরু করতে হবে।বিধায়ক চিত্ত মুখার্জীর এই 'রুদ্রমূর্তি' দেখে হাসপাতাল মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও, তিন দিন পর আদতে কতটা পরিবর্তন আসে, এখন সেটাই দেখার। বিধায়ক স্পষ্ট করে দিয়েছেন, একজন রোগীও যদি বিনা চিকিৎসায় বা অবহেলায় মারা যায়, তবে তার জবাবদিহি সুপারকেই করতে হবে।

পরিত্যক্ত ইটভাটা থেকে গ্রেপ্তার আট

নয়া জামানা, নওদা ঃ মুর্শিদাবাদের নওদায় পুলিশের জালে ৮ অভিযুক্ত। স্থানীয় সূত্রে খবর, *পরিত্যক্ত এক ইটভাটার মালিক বর্তমানে জেলে থাকা নওদা ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত আটজনের বাড়ি ঝাড়খণ্ড, নওদা, হরিহরপাড়া এবং হাওড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই ইটভাটায় ভিনরাজ্যের একটি ট্রাকের সঙ্গে অন্য একটি গাড়ির নম্বর প্লেট বদলের কাজ চলছিল বলে খবর পায় পুলিশ। এরপর কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালানো হয় সেখানে।অভিযান চালিয়ে পুলিশ একটি ট্রাক, একাধিক মোটরবাইক, চেসিস, চেসিস পাসিং মেশিন, ল্যাপটপ, বিভিন্ন নম্বর প্লেট-সহ বেশ কিছু যন্ত্রপাতি উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্তমানে জেলে থাকা নওদা ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখের ওই ইটভাটার সঙ্গে যোগ রয়েছে। পাশাপাশি তাঁর এক আত্মীয়ও এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 09-05-2026 04:48 Page 7

নিয়ম মেনে পার্টি অফিসে অনুব্রত, তবুও মুখে নেই হাসি

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাজ্যে পট পরিবর্তন হয়েছে। পদ্মঝড়ের সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে তৃণমূল। বীরভূমেও একই ছবি। জেলার ১১টি আসনের মধ্যে ৬টি আসনেই জিতেছে বিজেপি। গত বিধানসভা নির্বাচনে সেই সংখ্যা ছিল মাত্র ১। তৃণমূলের এমন দশার পরেও নিয়ম মেনে বোলপুরে তৃণমূলে পার্টি অফিসে গিয়ে বসলেন বীরভূম তৃণমূলের হেভি ওয়েট নেতা অনুব্রত মণ্ডল। বুধবার দেখা গেল ঠিক আগের মতোই দুপুর নাগাদ দলীয় অফিসে গেলেন তিনি। সঙ্গে ছিল রাজ্য পুলিশের ২টি গাড়ি। তবে এ দিন, সেই অফিসে কর্মীদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। তার চেয়ে বেশি ছিল অনুব্রত মণ্ডলের নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা।এ দিন বাড়ি থেকে অনুব্রত মণ্ডল বেরোতেই ফোন এল পার্টি অফিসে। তার পরেই পার্টি অফিসে থাকা কর্মীরা তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য এসে হাজির হলেন রাস্তার ধারে। অনুব্রত মণ্ডলের গাড়ি এসে দাঁড়ানোর পরে গাড়ির গেট খুলে দিয়ে অনুব্রতকে নিয়ে গেলেন পার্টি অফিসে।এদিন অনুব্রত মণ্ডল নিজে লিফটে করে উঠলেন দ্বিতলে, তবে তাঁর কর্মীরা এবং নিরাপত্তারক্ষীরা সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। উপরে গিয়েই অনুব্রত মণ্ডল তাঁর আরাধ্য মা কালীকে প্রণাম করে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে । আর সেখানেই জনা দুই-তিন কর্মী এসে কথা বললেন তাঁর সঙ্গে। যদিও তাঁর মুখে হাসি ছিল না এ দিন।

সরকার গঠনের পূর্বেই অস্থায়ী কর্মীদের তথ্য সংগ্রহ

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার বীরভূমেও প্রশাসনিক স্তরে নড়াচড়া শুরু হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে জেলার অধিকাংশ আসনে বিজেপির জয়ের পর বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়, পঞ্চায়েত অফিস এমনকি কিছু পুর প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নতুন করে দখলদারির আবহ তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতির মধ্যেই বোলপুর পুরসভায় অস্থায়ী কর্মীদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। পুরসভা সূত্রে খবর, কর্মীদের উপস্থিতি ও কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের প্রশ্ন, সরকার বদলের ঠিক পরেই কেন এই তৎপরতা? প্রসঙ্গত, আগের বিধানসভা ভোটের পর বোলপুর পুরসভার প্রশাসনে বড় পরিবর্তন আনা হয়। প্রশাসক বোর্ডের নেতৃত্বে আনা হয় কাউন্সিলর পর্ণা ঘোষকে। এরপর পুরভোটে বোলপুরে একতরফা ফল করে তৃণমূল। বাইশটির মধ্যে দশটি ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পায় শাসকদল। বিজেপি কোনও ওয়ার্ডেই প্রার্থী দিতে পারেনি। পুরপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর শহরের একাধিক পরিকাঠামোগত ও নাগরিক পরিষেবামূলক কাজ শুরু হয়। যানজট নিয়ন্ত্রণে ফুটপাত দখলমুক্ত করা, করোনা টিকাকরণে বিশেষ উদ্যোগ, পানীয় জলের সমস্যা মোকাবিলায় নতুন প্রকল্প গ্রহণ-সহ একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পাশাপাশি পুরসভার বিভিন্ন বিভাগে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগও বাড়ানো হয়েছিল। তবে সেই সময় থেকেই অভিযোগ উঠতে থাকে, কিছু কর্মী নিয়মিত কাজে না এসেও বেতন পাচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে পুরসভার অন্দরেই অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল বলে সূত্রের দাবি। এদিকে শনিবার রাজ্যে বিজেপির নতুন সরকার গঠনের আগে শুক্রবার থেকেই বোলপুর পুরসভায় অস্থায়ী কর্মীদের আনাগোনা বাড়তে দেখা যায়। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কর্মীদের নাম, মোবাইল নম্বর, কোন বিভাগে কতদিন ধরে কাজ করছেন সেই সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কর্মীর বক্তব্য, ভবিষ্যতে কোনও ধরনের অনিয়ম বা ভুয়ো উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন এড়াতেই এই তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হচ্ছে বলে তাঁদের ধারণা। যদিও পুরসভা সূত্রে পুরো বিষয়টি নিয়ে এখনও স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ বলেন, কোন উদ্দেশ্যে এই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, সেটা এখনও আমার জানা নেই। সোমবার অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে তারপর বলতে পারব।

মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় বীরভূমের প্রিয়তোষ, জেলায় খুশির হাওয়া

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতেই গোটা রাজ্যের পাশাপাশি আনন্দে ভাসল বীরভূম জেলাও। এবারের পরীক্ষায় রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে বীরভূমের কৃতী ছাত্র প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৬। প্রিয়তোষ বীরভূম জেলার সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দির হাইস্কুলের ছাত্র।শুক্রবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে ফল ঘোষণা করা হয়। এরপরই প্রিয়তোষের এই সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়তেই খুশির আবহ তৈরি হয় পরিবার, স্কুল এবং গোটা জেলাজুড়ে।আত্মীয়-পরিজন থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকা, সকলেই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে ভরিয়ে দেন তাকে।স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী ছিল প্রিয়তোষ। নিয়মিত অনুশীলন, সময়

মেনে পড়াশোনা এবং শিক্ষকদের পরামর্শ মেনেই সে এই সাফল্য অর্জন করেছে। শুধু পড়াশোনাই নয়, শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের জন্যও শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় সে।এ বছরের মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে রায়গঞ্জের সারদা বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র অভিরূপ ভদ্র। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৮। দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রিয়তোষের পর তৃতীয় স্থানে রয়েছে সৌরা জানা, অঙ্কন কুমার জানা এবং মৈনাক মণ্ডল। তাঁদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৫ ।মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট পাশের হার ৮৬.৮৩ শতাংশ ।মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে মোট ১৩১ জন পড়ুয়া। সেই তালিকায় বীরভূমের প্রিয়তোষের নাম উঠে আসায় স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত জেলার মানুষ। প্রিয়তোষের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত স্কুল কর্তৃপক্ষও। তাঁদের বক্তব্য, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলেই আজ রাজ্যের সেরাদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে এই ছাত্র। আগামী দিনে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে বলেই আশাবাদী সকলে। জেলার শিক্ষা মহলেও প্রিয়তোষের এই কৃতিত্ব নতুন করে অনুপ্রেরণা জোগাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে নিজের মেধা ও পরিশ্রমের জোরে রাজ্যের প্রথম সারিতে জায়গা করে নেওয়া সত্যিই বীরভূমের জন্য গর্বের মুহূর্ত।

ভোট পরবর্তী হিংসায় গুরুতর জখম দুই তৃণমূল কর্মী

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বঙ্গে পদ্ম ফুটলেও ভোট পরবর্তী হিংসা এখনও অব্যাহত। দোকান থেকে ডেকে নিয়ে তৃণমূলের প্রাক্তন সদস্য-সহ আরও ১ তৃণমূল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বর্তমানে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে ওই দুই তৃণমূল কর্মী।জখম হওয়া প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের নাম রিপন দাস। তিনি নদীয়ার তাহেরপুর বারাসাত পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য। অভিযোগ, শুক্রবার বিকেলে ওই তৃণমূল সদস্য-সহ এক তৃণমূল কর্মীকে ডেকে নেওয়া হয় দোকান থেকে।

এর পর লোহার রড এবং কাঠের চালা দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁদের। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন দুই তৃণমূল কর্মী। প্রথমে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় নদীয়ার রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান অন্য তৃণমূল কর্মীরা।তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচনে জেতার পরেই ওই পঞ্চায়েত এলাকার একটি দলীয় কার্যালয় দখল করে বিজেপি। পরে আবার তা হস্তান্তরও করা হয়। তার পর থেকেই রিপনের উপর আক্রোশ তৈরি হয় বিজেপির, যে কারণে শুক্রবার হঠাৎই তাঁদের উপর হামলা চলে বলে দাবি। আহত তৃণমূল কর্মীদের দাবি, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণে এক ধাপ, মাধ্যমিকে দশম কৃষ্ণনগরের তামিম

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭০০ নম্বরের মধ্যে ৬৮৮ নম্বর পেয়ে নজর কেড়েছে সে।ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই পরিবার, স্কুল এবং এলাকাজুড়ে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে।তামিম জানায়, পড়াশোনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে পড়ায় সে কখনও বিশ্বাস করত না। তার মতে, কতক্ষণ পড়ছি সেটা বড় কথা নয়, ধারাবাহিকভাবে পড়াটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ছোট থেকেই পড়াশোনাকে ভালোবেসেই এগিয়েছে সে। সব বিষয়ই তার প্রিয় হলেও বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়গুলির প্রতি তার আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় পদার্থবিদ্যা। পাশাপাশি গণিতের প্রতিও ছোটবেলা থেকেই গভীর আগ্রহ রয়েছে।ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে তামিম। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য আগামী দিনে নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে চায় সে এবং এমবিবিএস পড়ার ইচ্ছাও প্রকাশ

করেছে। তবে শুধুমাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না এই মেধাবী ছাত্র। পাশাপাশি জেইই পরীক্ষাতেও বসার পরিকল্পনা রয়েছে তার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; দুই ক্ষেত্রেই নিজের দক্ষতা যাচাই করতে চায় তামিম। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাতেও যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে তার। বিশেষ করে ফুটবল খেলতে খুব ভালোবাসে সে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোও তার পছন্দের অন্যতম বিষয়। পড়াশোনা এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সুন্দর ভারসাম্য বজায় রেখেই এই সাফল্য অর্জন করেছে বলে জানিয়েছে তামিম। তামিমের এই সাফল্যের পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে তার পরিবার ও শিক্ষকদের। তার বাবা কৃষ্ণনগর হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক এবং মা দত্তপুলিয়ার একটি বিদ্যালয়ের অঙ্ক শিক্ষিকা। শিক্ষক পরিবারে বেড়ে ওঠায় ছোট থেকেই পড়াশোনার পরিবেশ পেয়েছে তামিম। ছেলের এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি বাবা-মা-সহ গোটা স্কুল।

নানুর চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়ে এবিভিপির নয়া ইউনিট গঠন

রুম্পা দাস,নয়া জামানা, বীরভূম ঃ নানুরের খুজুটিপাড়া চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়ে শুক্রবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-র উদ্যোগে নয়া ইউনিট গঠনকে কেন্দ্র করে জোরদার কর্মসূচি পালন করা হয়। কলেজে সঠিক শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে এদিন এবিভিপির ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষ পদযাত্রার আয়োজন করেন।পদযাত্রার শুরুতে বিভিন্ন মনীষীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করা হয়। এরপর কলেজের মূল ফটক-সহ বিভিন্ন স্থানে এবিভিপির পতাকা লাগানো হয়। সংগঠনের সদস্যরা কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে শিক্ষা ব্যবস্থা, ক্যাম্পাসের পরিবেশ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক বিষয় আলোচনা করেন।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এবিভিপির রাজ্য নেতা অনিরুদ্ধ সরকার বলেন, কলেজ ক্যাম্পাসে কোনওরকম বহিরাগতদের প্রবেশ বরদাস্ত করা হবে না। কলেজের ১০০ মিটারের মধ্যে বহিরাগতদের উপস্থিতি দেখলে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হবে। এই ক্যাম্পাস গুন্ডামি বা মস্তানির জায়গা নয়, আগামী দিনে এটি পড়াশোনা ও সাধনার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।তিনি আরও দাবি করেন, এখানে তথাকথিত কোনও গড় নেই। যাঁদের গড় বলে প্রচার করা হত, তা অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছে।রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির সমীকরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতেই নানুরের এই কর্মসূচিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিলুপ্তির পথে কৃষ্ণনগরের পটচিত্র, শিল্পীরা খুঁজছেন নতুন দিশা

নয়া জমানা, নদীয়া ঃ কৃষ্ণনগরের পটচিত্র হলো মাটি-কাপড়-কাগজের ওপর আঁকা ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম, যা রামায়ণ, মহাভারত ও লোকগাঁথা ফুটিয়ে তোলে।

নদীয়ার ঘূর্ণি এলাকায় মাটির পুতুলের পাশাপাশি এই শিল্পের চল ছিল, তবে বর্তমানে তা অবলুপ্তির পথে এবং শিল্পীরা সরকারি সহায়তার অপেক্ষায় দিন গুনছেন।একসময় বঙ্গ সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে পটচিত্রের ছিল বাংলাজোড়া নাম।এই শিল্পকলা শুধুমাত্র বিনোদন ও উৎসবের গণ্ডি ছাড়িয়ে পুরাণ, ইতিহাস আর সমাজ জীবনের দলিল হয়ে উঠত।একসময়ে দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে জগদ্ধাত্রী পুজো এমনকি, নানা অনুষ্ঠানেও এই শিল্পের কদর ছিল। শিল্পীরা সযত্নে হাতে আঁকতেন রামায়ণ-মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণলীলা থেকে বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি। গানের সুরে তাল মিলিয়ে ছবিগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হত। কিন্তু, আজ পরিস্থিতি ভিন্ন। অবহেলা, বাজারের চাহিদা না থাকা, মজুরি কমের ফলে নতুন প্রজন্মের শিল্পীর আগ্রহ কমে যাওয়ায় কৃষ্ণনগরের পটচিত্র শিল্প বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়।স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, কয়েক দশক আগেও এই শিল্পের রমরমা চাহিদা ছিল। বহু দূর দূরান্ত থেকে অর্ডার আসত। কিন্তু, দিন যত এগিয়েছে মানুষ হাতে আঁকা পটচিত্রের বদলে সস্তার প্রিন্টেড পোস্টার ডিজিটাল ব্যানারের দিকে ঝুঁকেছে। ফলে ক্রমশ বাজার চাহিদা কমে যাওয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে এই শিল্প। যে কারণে দক্ষ শিল্পীরা বাধ্য হয়ে অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছেন। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের বক্তব্য, এই শিল্পকে বাঁচাতে সরকারি উদ্যোগ ভীষণ প্রয়োজন। আগের সরকার এইদিকে কোনো নজর দেয়নি। নতুন বিজেপি সরকার এসেছে, তাদের কাছে আবেদন এই শিল্পকে বাঁচান।

একাধিক তরুণীর প্রতি প্রেমিকের আসক্তি, সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী প্রেমিকা!

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ একাধিক তরুণীদের সাথে মেলামেশা ও আসক্তি।তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল যুগলের মধ্যে। যার পরিণতি হল ভয়ংকর। বৃহস্পতিবার সকালে ঘর থেকে উদ্ধার হল প্রেমিকার ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কল্যাণী পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের যোগেন্দ্রনাথ কলোনি এলাকায়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই আত্মঘাতী হয়েছেন ওই তরুণী। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।জানা যাচ্ছে, মৃতার নাম সুপ্রিয়া সরকার। তাঁর বয়স ২০ বছর। কল্যাণী পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের যোগেন্দ্রনাথ কলোনি এলাকার বাসিন্দা ছিল সে। পরিবারের দাবি,

দীর্ঘদিন ধরেই পরিবেশ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া সৌমজিৎ দাস নামে এক যুবকের সঙ্গে সুপ্রিয়ার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সৌমজিতের বাড়ি কল্যাণী থানার কল্যাণী হাউজিং কলোনিতে। অভিযোগ, সৌমজিত একাধিক মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করত, যা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না সুপ্রিয়া। দিনের পর দিন মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করে যাচ্ছিল সে। পরিবারের দাবি, এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে প্রায়ই অশান্তি হত। পরিবারের তরফ থেকে বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করলেও সুপ্রিয়া এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। জানা যায়, বুধবার রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে নিচের ঘরে ঘুমিয়ে ছিল সুপ্রিয়া। বৃহস্পতিবার সকালে পরিবারের সদস্যরা ডাকাডাকি করলেও তাঁর সাড়া যখন মেলেনি তখন দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকেন পরিবারের সদস্যরা। দেখা যায়, সুপ্রিয়ার ঝুলন্ত দেহ। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিযুক্তের মা ও বাবাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে আয়ত্তে আনে পরিস্থিতি।

সিউড়ী তিলপাড়া ব্যারেজে শুরু সংস্কার কাজ

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূম জেলার গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা তিলপাড়া ব্যারেজে শুরু হয়েছে সংস্কারের কাজ। প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামী এক মাস ব্যারেজের উপর দিয়ে সমস্ত ধরনের স্বাভাবিক যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। ফলে প্রতিদিন এই রাস্তা ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষ, কর্মজীবী ও নিত্যযাত্রীদের সাময়িক সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে।পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যেই বিকল্প রুট নির্ধারণ করেছে প্রশাসন।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও সংযোগস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ কর্মী এবং ট্রাফিক আধিকারিকদের। ঘুরপথে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যানজট কমানোর চেষ্টা চলছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, দীর্ঘদিনের ব্যবহারে ব্যারেজের কিছু অংশে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করে পুনরায় যান চলাচল স্বাভাবিক করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।এদিকে, ব্যারেজ বন্ধ থাকায় বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে হচ্ছে বহু মানুষকে। ফলে কিছু এলাকায় বাড়ছে যানবাহনের চাপ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্কতার সঙ্গে যাতায়াত করার পাশাপাশি ট্রাফিক নির্দেশ মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

তৃণমূল থেকে মুখ ফেরালো কৃষ্ণনগর?

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বঙ্গে ফুটেছে পদ্ম। পাশাপাশি মুখ থুবড়ে পড়েছে বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের এই মহাপতন যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে গোটা রাজ্যে।তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়েছে কৃষ্ণনগর শহর।ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর শহরের ২৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৪টি ওয়ার্ডেই পরাজিত হয়েছে তারা। শহরেই ঘাসফুল শিবির পিছিয়ে রয়েছে ৪১ হাজারের বেশি ভোটে। যদিও কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভায় বিজেপির জয়ের ব্যবধান প্রায় ৮০ হাজারের কাছাকাছি। যা ঐতিহাসিক বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিগত দু'বছরে সেই ব্যবধান আরও বেড়েছে। যার ফলে কৃষ্ণনগর শহরসহ উত্তর বিধানসভাতে কার্যত

মুছে গিয়েছে তৃণমূল।রাজনৈতিক মহলের কটাক্ষ, দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে শহরের মানুষকে চরম হেনস্তা করার খেসারত দিতে হয়েছে ঘাসফুল শিবিরকে। সেইসঙ্গে রয়েছে তৃণমূল নেতাদের সীমাহীন ঔদ্ধত্য, যা ভোটের ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পর দেখা যায়,শহরের তাবড় নেতারা নিজের ওয়ার্ডে পরাজিত হয়েছেন।কৃষ্ণনগর শহরের তৃণমূল ৪১ হাজার ৫৯০ ভোটে পিছিয়ে।শহরে তৃণমূল পেয়েছে মাত্র ২৫ হাজার ২২৮ ভোট। অন্যদিকে বিজেপি পেয়েছে ৬৬ হাজার ৮১৮ ভোট।কৃষ্ণনগর সহ তৃণমূল সভাপতি সুমাল্য ঘোষ জানিয়েছেন, এই বিষয়টি দল পর্যালোচনা করে দেখবে।

৮
৯ মে ২০২৬

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

কুকুরের বেল্ট দিয়ে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন, ৫ বছর পর স্বামীর যাবজ্জীবন

নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুনের দায়ে সাজা ঘোষণা করল আদালত। ২০২১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কাঁকসা থানার আড়া এলাকায় একটি আবাসনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজার বিপ্লব পারিদা তাঁর স্ত্রী ইপসা প্রিয়দর্শিনীকে পোষা কুকুরের বেল্ট দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর বিচারপ্রক্রিয়া চলার পর শুক্রবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালত অভিযুক্ত বিপ্লবকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। সাজার পাশাপাশি আদালত তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করারও নির্দেশ দিয়েছে। পারিবারিক অশান্তির জেরে রাগের মাথায় এই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন বিপ্লব। ঘটনার পরেই তিনি নিজে মোটরবাইক চালিয়ে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ওড়িশার বাসিন্দা এই দম্পতি কর্মসূত্রে দুর্গাপুরে থাকতেন। সরকারি আইনজীবী শ্রাবণী সরকার জানান, মামলাটিতে মোট ২৭ জন সাক্ষীর বয়ান নেওয়া হয়েছে। যাবতীয় তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত বৃহস্পতিবার বিপ্লবকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং শুক্রবার এই চূড়ান্ত সাজা শোনানো হয়। খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত কুকুরের বেল্টটি এই মামলার অন্যতম প্রধান প্রমাণ হিসেবে আদালতে পেশ করা হয়েছিল।

পূর্ব বর্ধমানে শান্তি ফেরাতে প্রশাসনিক তৎপরতা, জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ স্বপন দেবনাথ

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরবর্তী পরিস্থিতিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা পূর্ব বর্ধমান জেলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আর্জি নিয়ে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কালনা দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী স্বপন দেবনাথ। শুক্রবার বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান উজ্জ্বল প্রামাণিককে সঙ্গে নিয়ে তিনি জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের দফতরে যান এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার দাবি জানিয়ে একটি লিখিত আবেদন জমা দেন। স্বপন দেবনাথের অভিযোগ, গত ৪ মে রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হচ্ছে। তিনি সরাসরি বর্তমান শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে এই হিংসার আগুন তুলেছেন। তাঁর দাবি অনুযায়ী, কালনা, কাটোয়া, জামালপুর, মেমারি, ভাতার, গলসি এবং আউশগ্রামের মতো এলাকাগুলোতে তৃণমূল কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও মারধরের ঘটনা ঘটছে। এমনকি বহু জায়গায় দলীয় কার্যালয় দখল এবং পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার মতো অভিযোগও তিনি সামনে এনেছেন। প্রাক্তন মন্ত্রীর মতে, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা প্রশাসনের প্রাথমিক দায়িত্ব। প্রশাসনের কাছে তাঁর স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে এই অত্যাচার বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক এবং জেলায় স্বাভাবিক জনজীবন ফিরিয়ে আনতে পুলিশ ও প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা পালন করুক। রাজনৈতিক এই উত্তপ্ত আবহে জেলা প্রশাসনের

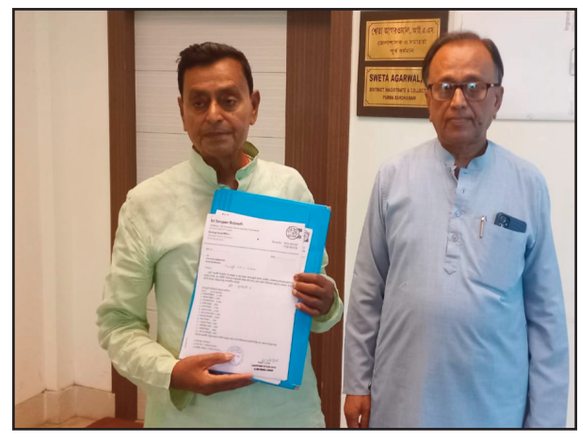

পক্ষ থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বিজেপির বিপুল জয়ের পর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তাল গেরুয়া শিবির, অস্বস্তিতে নেতৃত্ব

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানে বিজেপির সাম্প্রতিক বিপুল জয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই জেলা জুড়ে প্রকট হয়ে উঠেছে গেরুয়া শিবিরের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী কোন্দল। এই দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে আদর্শগত সংঘাত;একপক্ষ যেখানে অহিংসা ও উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী, অন্যপক্ষ সেখানে ব্যক্তিগত শত্রুতা ও বদলা নিতে মরিয়া। এই দুই বিপরীতমুখী অবস্থানের জেরে বর্তমানে চরম বিপাকে পড়েছেন নবনির্বাচিত বিধায়ক থেকে শুরু করে দলের জেলা নেতৃত্ব। বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের দাবি, যারা দীর্ঘকাল তৃণমূলের অত্যাচার সহ্য করে দলের জন্য লড়াই করেছেন, তারা শান্তি বজায় রেখেই বুথ স্তরে জয় হাসিল করেছেন। অন্যদিকে, হিংসা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনায় অভিযুক্তদের বেশিরভাগই অন্য দল থেকে আসা নব্য কর্মী। অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল জমানায় যারা কোণঠাসা ছিলেন, তারা এখন বিজেপির জয়কে ঢাল করে পুরনো প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ওপর চড়াও হচ্ছেন। এই সুযোগসন্ধানীদের ব্যক্তিগত আক্রোশের দায় এখন এসে পড়ছে দলের কাঁধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নেতৃত্ব এখন 'আসল' ও 'নকল' বিজেপি কর্মী বাছাই করতে হিমশিম খাচ্ছেন। অশান্তি রুখতে শেষ পর্যন্ত কড়া অবস্থান নিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব। সরাসরি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে জানানো হয়েছে, অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিচয় না দেখে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নিতে। পুলিশের তৎপরতায় বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও তুষের আগুনের মতো জ্বলছে চাপা উত্তেজনা, যা আগামী দিনে দলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

মাধ্যমিকে দশম আসানসোলের অভিষেক, চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর শিল্পশহর

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র অভিষেক দাস এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৮৮ নম্বর পেয়ে রাজ্যে দশম স্থান অধিকার করেছেন। বাংলা, জীবন বিজ্ঞান ও অঙ্কে ১০০-তে ১০০ পাওয়া এই কৃতী ছাত্রের সাফল্যে খুশির জোয়ার শিল্পশহর আসানসোলে। শহিদ সুকুমার পল্লীর বাসিন্দা অভিষেকের বাবা অসিত দাস পেশায় এক বেসরকারি ডিস্ট্রিবিউটরের ডেলিভারি কর্মী এবং মা ঝুমা দাস গৃহবধূ। প্রতিকূলতার মধ্যেও ছেলের এই সাফল্যে গর্বিত পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে পাড়া-প্রতিবেশীরা। নিজের সাফল্যের কৃতিত্ব স্কুল ও রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের পাশাপাশি মা-বাবা ও গৃহশিক্ষকদের দিয়েছেন অভিষেক। তাঁর মতে, গভীর রাতে শান্ত পরিবেশে পড়াশোনা করাই ছিল তাঁর সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। পড়াশোনার পাশাপাশি গল্পের বই পড়ায় আগ্রহী অভিষেক আগামী দিনে বড় হয়ে চিকিৎসক হতে চান। ছেলের স্বপ্নপূরণে সাধ্যমতো পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছেন তাঁর বাবা। আগামী দিনের পরীক্ষার্থীদের প্রতি অভিষেকের পরামর্শ;নিজের মতো করে গুছিয়ে পড়াশোনা করলেই সাফল্য নিশ্চিত। মিশনের মহারাজরাও তাঁদের প্রিয় ছাত্রের এই অভাবনীয় ফলে অত্যন্ত আনন্দিত।

সম্প্রীতি বজায় রাখতে ইমামদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক পুলিশের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরে সকলের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে উদ্যোগ নেওয়া হলো পুলিশের পক্ষ থেকে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে চর্চা ও উত্তেজনার আবহের মধ্যেই এই শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিলো পুলিশ প্রশাসন। সেই লক্ষ্যেই মন্তেশ্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের মসজিদের ইমামদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় মন্তেশ্বর থানায়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্তেশ্বর থানার আইসি সোমনাথ ভট্টাচার্য সহ থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ইমামদের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা। সভায় আইসি সোমনাথ ভট্টাচার্য সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কোনও রকম গুজব বা উস্কানিমূলক কথায় কান না দেওয়ার জন্য। তিনি আশ্বস্ত করে জানান, মন্তেশ্বরে অতীতেও যেভাবে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ বজায় ছিল, ভবিষ্যতেও সেই পরিবেশ অটুট থাকবে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসন সর্বদা তৎপর রয়েছে বলেও তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, তকোনও রকম ভয় বা আতঙ্কের কারণ নেই। সকলে সংযম বজায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করুন। যদি কোথাও কোনও গুজব বা অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা দেখা যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিন।দ পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধর্মীয় নেতাদেরও সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ইমামদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, সাধারণ মানুষ যাতে বিভ্রান্ত না হন এবং কোনও অপশক্তি যাতে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে না পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে সকলকে। সভা শেষে উপস্থিত ইমামরাও শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা জানান, মন্তেশ্বরের মানুষ সবসময় মিলেমিশে থেকেছে এবং ভবিষ্যতেও সেই ঐক্যের পরিবেশ বজায় থাকবে। কোনও গুজব বা প্ররোচনায় পা না দিয়ে সকলকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান তাঁরা।

উন্নয়নের কাজে বিরোধী দলের প্রাক্তনীর সহযোগিতা চাইলেন বিজেপির জয়ী প্রার্থী

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ জনগনের ভোটে জয়ীআ হয়েছেন তিনি। তাই জনগনের জন্য কাজ করতে চান। আর সেই কাজে প্রয়োজন হলে বিরোধী দলের নেতাদের সহযোগিতা নেবেন। এমনই সৌজন্যের কথা জানিয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার বিধানসভা থেকে সদ্য নির্বাচিত বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফা। উন্নয়ন করবেন বলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এবার নতুন করে জনসংযোগ শুরু করেছেন তিনি। আর সেই জনসংযোগ চলাকালীন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তৃনমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মান গোবিন্দ আধিকারির।সৌজন্য সাক্ষাতের মাঝেই প্রাক্তনীর কাছে বিধানসভা এলাকায় যাবতীয় কাজ কর্মের জন্য তার সহযোগিতা চেয়ে বসেন। সদ্য ভোটে জেতা বিধায়ক পদে শপথ নিতে চলা সৌমেন কার্ফা কে তাই সহযোগিতার আশ্বাস দেন প্রবীন নেতা। এখানেই শেষ নয় একটি প্রকল্পের কাজ অর্ধেক হবার পর সেই কাজ শেষ করার জন্য সৌমেন কার্ফার কাছে আর্জি জানালেন মান গোবিন্দ অধিকারী। ভোটে জেতার পর তার নিজস্ব কর্মসূচি অনুযায়ী জয়ী বিজেপি প্রার্থী গিয়েছিলেন ভাতারের এরুয়ার গ্রামে। আর সেখানেই দেখা হয় তৃনমূল কংগ্রেস দলের বর্ষিয়ান নেতা তথা সদ্য বিদায়ী বিধায়ক মান গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে। দুজনের সৌজন্য সাক্ষরতার চলে। এলাকার উন্নয়ন নিয়ে প্রাক্তন ও বর্তমানের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলে। আলোচনা চলাকালে মান গোবিন্দ অধিকারী একটি প্রকল্পের জন্য সৌমেন কার্ফার কাছে সহযোগিতা চান। একটি বাসস্ট্যান্ড গড়ে তোলার জন্য মান গোবিন্দ অধিকারী বিধায়ক তহবিল থেকে ৪০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই কাজ শেষ হয়নি। আগামী দিনে টাকার জন্য কাজ যাতে বন্ধ না হয় সেটার বিষয়ে সৌমেন কার্ফার কাছে আর্জি জানাতে শোনা যায় মান গোবিন্দ অধিকারীকে। এছাড়াও ভাতারের নাসিগ্রামে নতুন একটি স্টেডিয়াম গড়ে তোলার ব্যাপারে সহযোগিতা চাওয়া হয় সৌমেন কার্ফার কাছে। প্রাক্তন বিধায়ক জানান, নাসিগ্রামে স্টেডিয়াম এখনো চালু হয়নি। স্টেডিয়াম যাতে চালু করা যায় সেজন্য তিনি সৌমেন কার্ফাকে বলেন। ভাতারে রয়েছে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। সেই হাসপাতালের পাঁচিল নির্মানের কাজ বাকি আছে এখনও। সেই কাজ যাতে করা যায় সেই বিষয়ে নতুন ও প্রাক্তনীর মধ্যে কথাবার্তা হয়। এদিকে প্রাক্তন বিধায়কের সঙ্গে কথা বলে খুশি হন বিজেপির জয়ী প্রার্থী সৌমেন কার্ফা। তিনি বলেন, একজন প্রবীন মানুষ তাও আবার প্রাক্তন বিধায়ক, আমার কাছে এলাকার উন্নয়ন নিয়ে দাবি করেন। খুবই ভালো লাগছে। দাবি গুলো নিয়ে আশ্বাস দিয়েছি।

নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর রাজনীতিকে চিরবিদায় জানালেন দুর্গাপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর। পরাজয় মেনে নিয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে চিরতরে সন্ন্যাস নেওয়ার ঘোষণা করলেন দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত (বাপ্পা)। দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে যখন ফলাফল প্রতিকূল, ঠিক তখনই সৌজন্য ও আবেগের মিশেলে এক দীর্ঘ ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক ইনিংসের ইতি টানলেন এই তরুণ নেতা। বিপর্যয়ের পর 'শিক্ষা' নিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, গণতন্ত্রে জনতাই শেষ কথা এবং তাঁদের রায়কে তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করছেন। নিজের ৩৬ দিনের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক সফরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি জানান, এই অল্প সময়ে যদি কারও মনে আঘাত দিয়ে থাকেন, তবে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। কোনও অভিযোগ বা তিক্ততা না রেখে আগামী নতুন সরকারকে আগাম অভিনন্দন জানিয়ে কবি দত্ত আশা প্রকাশ করেন, দুর্গাপুরের উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে। ব্যবসায়িক পরিমণ্ডল থেকে রাজনীতিতে আসা এই প্রার্থীর এমন হঠাৎ প্রস্থানে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। শেষবার 'সবাই ভালো থাকুন' বলে তাঁর এই বিদায় বার্তা শিল্পাঞ্চলের রাজনৈতিক মহলে এক বিরল সৌজন্যের নজির হয়ে রইল।

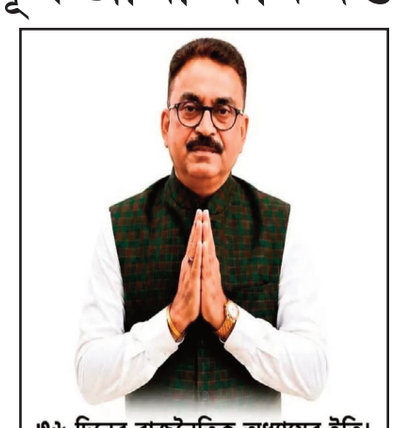

৩৬ দিনের রাজনৈতিক অধ্যায়ের ইতি। রাজনৈতিক পথচলা থেকে বিদায়।

সাফল্যের অন্য নাম আরজু, অদম্য জেদেই মাধ্যমিক জয়

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শুরু থেকেই জীবনটা তার সহজ ছিল না। শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম না হলেও নার্ভজনিত সমস্যার কারণে শৈশব থেকেই বিশেষ চিকিৎসার মধ্য দিয়ে বড় হতে হয়েছে তাকে। তাই অন্যদের তুলনায় তার জীবন ছিল কিছুটা আলাদা। সেই প্রতিকূলতাকেই জয় করে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বর্ধমান শহরের পুলিশ লাইন ৫ নম্বর ইছলাবাদ এলাকার বাসিন্দা আরজু জুনেদ। বর্ধমান শহরের অদূরে সাধনপুর বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সহযোগিতায় দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিল আরজু। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে রাইটারের সাহায্যে পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষায় সফল হওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র ছয় মাস বয়স থেকেই আরজু নার্ভের অসুখে আক্রান্ত। এখনও তার চিকিৎসা চলছে। হাঁটাচলা করতে পারলেও অন্য সাধারণ ছাত্রদের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক রতন সাঁইয়ের উদ্যোগে তাকে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। এরপর স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তায় একের পর এক শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়ে সে মাধ্যমিক পরীক্ষার দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। আরজুর বাবা আমিনুর রহমান পেশায় সাংবাদিক। পেশাগত ব্যস্ততার কারণে ছেলেকে সবসময় সময় দিতে না পারলেও মা জেসমিনা রহমান এবং দাদু জহুর আলম তাকে সবরকম সহযোগিতা করেছেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাইটার হিসেবে সাহায্য করে একই বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী মেঘনা খাতুন। শুক্রবার ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, আরজু জুনেদ ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছে। ছাত্রের মা জানিয়েছেন, এবার তাকে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি করানো হবে।

এরিক লাকড়া হত্যাকাণ্ড,আদালতে আত্মসমর্পণ মূল অভিযুক্তের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ চিত্তরঞ্জনের জাতীয় স্তরের হকি খেলোয়াড় তথা রেলকর্মী এরিক লাকড়া হত্যাকাণ্ডে অবশেষে এল বড় সাফল্য। পুলিশের ক্রমাগত চাপের মুখে নতিস্বীকার করে আসানসোল আদালতে আত্মসমর্পণ করল মূল অভিযুক্ত আয়ুষ ভগৎ। গত ৮ই মার্চ ওভাল ময়দান সংলগ্ন এলাকায় এরিক লাকড়ার ওপর নৃশংস হামলার পর থেকেই সে পলাতক ছিল। পুলিশি ধরপাকড় এড়াতে আয়ুষ বিহার, রাজস্থান এমনকি সীমান্ত পেরিয়ে নেপালে গিয়েও আত্মগোপন করেছিল। সেখানে নেপালি সিম কার্ড ব্যবহার করে গা ঢাকা দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। তদন্তে জানা গেছে,

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সন্ধ্যায় এরিকের গাড়ি আটকে হামলা চালায় একদল যুবক।

শুভম পাণ্ডে নামে এক অভিযুক্তের 'উড়ন্ত লাথি'-র আঘাতে গুরুতর জখম হয়ে ২৩শে মার্চ মৃত্যু হয় ওই খেলোয়াড়ের। এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে চিত্তরঞ্জন। অভিযুক্তের মা ও মামাকে পুলিশের কড়া হুঁশিয়ারি এবং লাগাতার তল্লাশিতে কোণঠাসা হয়েই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় আয়ুষ।

পুলিশ তাকে ১০ দিনের হেফাজতে নিয়ে বাকি অভিযুক্ত শুভম ও রাজ খানের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করছে। দীর্ঘদিন পর মূল অভিযুক্ত ধরা পড়ায় স্বস্তিতে এরিকের পরিবার ও এলাকাবাসী।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

গোপাল মাহাতো হত্যা মামলার মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণা নুনিয়া গ্রেফতার

উত্তরপ্রদেশ থেকে আনা হল আসানসোলে

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ আসানসোলের কুলটি থানার চিনাকুড়ি এলাকায় চাঞ্চল্যকর গোপাল মাহাতো খুনের ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। ঘটনার প্রায় আট মাস পর মামলার মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণা নুনিয়াকে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ জেল থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল পুলিশ। শুক্রবার সকালে তাকে আসানসোল আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের ১৯ আগস্ট গোপাল মাহাতোকে তাঁর চিনাকুড়ির বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটি নির্জন মাঠে পিটিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা।

এই ঘটনায় নিহতের পরিবার কৃষ্ণা নুনিয়া সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল। ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে ফেরার ছিল কৃষ্ণা। তদন্ত চলাকালীন পুলিশ জানতে পারে যে, উত্তরপ্রদেশে একটি মোবাইল চুরির মামলায় ধরা পড়ে সে বর্তমানে প্রয়াগরাজ জেলে বন্দি রয়েছে। এরপরই নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ উত্তরপ্রদেশ গিয়ে তাকে 'শোন অ্যারেস্ট' করে এবং আইনি প্রক্রিয়া মেনে ট্রানজিট রিমান্ডে আসানসোলে নিয়ে আসে। শুক্রবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়ে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ আধিকারিকরা মনে করছেন, মূল অভিযুক্তকে জেরা করে এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে থাকা প্রকৃত মোটিভ এবং আরও কোনো প্রভাবশালী যোগসূত্র আছে কি না, তা স্পষ্ট হবে। উল্লেখ্য, এই মামলায় এর আগে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই খবর জানাজানি হতেই চিনাকুড়ি এলাকায় নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের দাবি, দোষীদের যেন কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হয়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 09-05-2026 04:48 Page 9

মাধ্যমিকে তৃতীয় মেদিনীপুরের সৌর জানা , ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণার স্বপ্ন

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে মেদিনীপুর শহরের মুখ উজ্জ্বল করলো সৌর জানা। ৬৯৫ নম্বর পেয়ে এই অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র সৌর। তার এই কৃতিত্বে খুশির হাওয়া পরিবার থেকে শুরু করে গোটা শিক্ষা মহলে। মেদিনীপুর শহরের নগারচক এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পিছনের গলির বেড়বল্লভপুরে সৌরদের বাড়ি। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি ছিল গভীর আগ্রহ ও নিষ্ঠা।

নিয়মিত অধ্যবসায় এবং শিক্ষকদের পরামর্শই তাকে এই সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে বলে জানিয়েছে সৌর। সৌরের বাবা সুভাষ জানা শালবনী ব্লকের কলাইমুড়ি নেতাজী সুভাষ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা অন্তরা বসু জানা গোয়ালতোড় গার্লস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা। শিক্ষার পরিবেশের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠা সৌর বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ছেলের এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত পরিবার। পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সমান দক্ষ সৌর।

গান, আবৃত্তি এবং অঙ্কনে তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। পড়ার চাপের মধ্যেও সে নিয়মিত নিজের পছন্দের বিষয়গুলিকে সময় দিত। সৌরের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় মেদিনীপুরের ভগবতী শিশু শিক্ষায়তনে। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল সে। ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছা রয়েছে সৌরের। মানুষের জন্য নতুন কিছু করার স্বপ্ন নিয়েই এগিয়ে যেতে চায় সে। সৌরের এই সাফল্যে খুশি শিক্ষক, প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা। তার কৃতিত্ব আগামী প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদেরও অনুপ্রাণিত করবে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

হিংসামুক্ত গড়বেতার ডাক

নবনির্বাচিত বিধায়ক প্রদীপ লোধাকে সংবর্ধনা নবীন সংঘের

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নবনির্বাচিত বিধায়ক প্রদীপ লোধাকে সংবর্ধনা জানাল গড়বেতা স্টেশন নবীন সংঘ ক্লাব। বৃহস্পতিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে ফুলের তোড়া ও শুভেচ্ছা জানিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেওয়া হয় নবনির্বাচিত বিধায়ককে।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই নবীন সংঘ ক্লাবের সঙ্গেই দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে প্রদীপ লোধার। একসময় তিনি এই ক্লাবের সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আবেগঘন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদীপ লোধা বলেন, আমার ছোটবেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই ক্লাবকে ঘিরে। আমি চাই ক্লাবের উন্নয়ন হোক এবং ক্লাবের প্রতিটি সদস্য ভালো থাকুক। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, গড়বেতা বিধানসভা কেন্দ্রকে হিংসামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে সকল মানুষকে একযোগে কাজ করতে হবে। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিটি গ্রাম ও এলাকায় গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শোনা হবে এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। তকোনও রাজনৈতিক রং নয়, মানুষের স্বার্থই হবে প্রধান লক্ষ্য,দ বলেন নবনির্বাচিত বিধায়ক। এদিন নবীন সংঘ ক্লাবের সদস্যরাও বিধায়কের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তারা জানান, এলাকার উন্নয়ন ও হিংসামুক্ত গড়বেতা গড়ে তুলতে প্রদীপ লোধার ডাকে সবসময় সাড়া দেবেন।

চন্দ্রনাথ রথ খুনে জেলাজুড়ে বিজেপির বিক্ষোভ , জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে উঠল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা। জেলার একাধিক এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হন। ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি তোলা হয়। এদিন শালবনির ভাদুতলায় জাতীয় সড়কের উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। প্রায় একঘণ্টা ধরে চলে পথ অবরোধ। যার ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বিজেপি নেতা অপূর্ব দত্ত। শুধু শালবনি নয়, মেদিনীপুর শহর, খড়গপুর শহর এবং ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কেও বিজেপির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় নেমে স্লোগান দেন এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মেদিনীপুরের বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর গুছাইত বলেন, নির্বাচনে জয়ের পর থেকেই আমরা শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে আসছি। কিন্তু এই ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মাধ্যমিকে রাজ্যের নবম ঐশিক, চিকিৎসা বিজ্ঞানেই ভবিষ্যতের স্বপ্ন মেদিনীপুরের কৃতী ছাত্রের

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৮৯ নম্বর পেয়ে রাজ্যের নবম স্থান অধিকার করে মেদিনীপুরের মুখ উজ্জ্বল করলো নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র ঐশিক চক্রবর্তী।

তার এই সাফল্যে আনন্দের পরিবেশ পরিবার, শিক্ষক এবং পরিচিত মহলে। মেদিনীপুর শহরের রবীন্দ্র নগরের বাসিন্দা ঐশিক ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত মনোযোগী। নিয়মিত পড়াশোনা, আত্মবিশ্বাস এবং শিক্ষকদের পরামর্শই তাকে এই সাফল্যের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবার। ঐশিকের বাবা ড. ইন্দ্রদীপ চক্রবর্তী উত্তরবঙ্গের একটি জেলার মৎস বিভাগের জেলা আধিকারিক। মা পলি পাহাড়ি নাড়াজোল অমরেন্দ্রনাথ খান গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। শিক্ষার আবহের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠা ঐশিক বরাবরই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত। শুধু পড়াশোনা নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সমান দক্ষ ঐশিক। বক্তৃতা, বিতর্ক এবং আবৃত্তিতে তার বিশেষ পারদর্শিতা রয়েছে। এছাড়াও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের নিজস্ব ব্যান্ড 'জোনাকি'-তে সঞ্চালনার দায়িত্বও সামলায় সে। আত্মবিশ্বাসী উপস্থাপনা এবং সুন্দর বাচনভঙ্গির জন্য সহপাঠী ও শিক্ষকদের কাছেও সে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে চায় ঐশিক। মানুষের উপকারে আসবে এমন কিছু কাজ করার স্বপ্ন নিয়েই এগিয়ে যেতে চায় এই কৃতী ছাত্র। তার সাফল্যে গর্বিত মেদিনীপুরবাসী।

মাধ্যমিকে রাজ্যে সপ্তম এগরার অভিষিক্তা, স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার

নয়া জামানা , পূর্ব মেদিনীপুরঃ এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার মুখ উজ্জ্বল করল অভিষিক্তা রায়। ৬৯১ নম্বর পেয়ে রাজ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে এগরা থানার উদ্ধবপুর গ্রামের এই মেধাবী ছাত্রী। তার এই কৃতিত্বে খুশির হাওয়া পরিবার থেকে শুরু করে গোটা এলাকাজুড়ে। অভিষিক্তা পড়াশোনা করে এগরার রামকৃষ্ণ শিক্ষা মন্দির হাইস্কুলে। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মনোযোগী অভিষিক্তা নিয়মিত অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই এই সাফল্য অর্জন করেছে। তার বাবা অমৃতরাজ রায় একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মা সুমনা চ্যাটার্জী রায় গৃহবধূ। মেয়ের এই সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত পরিবারের সদস্যরা। পড়াশোনার পাশাপাশি অভিষিক্তার সাংস্কৃতিক চর্চার প্রতিও বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। গান ও আবৃত্তি করতে খুব ভালোবাসে সে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও বরাবরই সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে অভিষিক্তা। তবে ভবিষ্যতে তার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন একজন সফল ডাক্তার হওয়া। মানুষের সেবা করার লক্ষ্য নিয়েই আগামী দিনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পড়াশোনা করতে চায় সে। অভিষিক্তার এই অসাধারণ সাফল্যে শুভেচ্ছার বন্যা নেমেছে স্কুল, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। এলাকার মানুষ মনে করছেন, ভবিষ্যতেও আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে অভিষিক্তা এবং জেলার নাম উজ্জ্বল করবে।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন ঘাটালের মাঠ পাকা ধান নষ্টের আশঙ্কায় দিশেহারা চাষিরা

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ অবিরাম বৃষ্টি ও জল নিষ্কাশনের সমস্যায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের সুক চন্দ্রপুর গ্রামের চাষিরা। সম্প্রতি হওয়া ভারী বৃষ্টির পর থেকে গ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠে এখনও জল জমে রয়েছে। বৃহস্পতিবারও বৃষ্টি হওয়ায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার চাষিদের দাবি, মাঠে থাকা পাকা বোরো ধান এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ এখন জলের তলায়। ফলে বিপুল পরিমাণ ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অনেক চাষি সমবায় সমিতি ও বিভিন্ন সূত্র থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন। কিন্তু ফসল নষ্ট হয়ে গেলে সেই ঋণ কীভাবে শোধ করবেন, তা নিয়েই এখন গভীর দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তাঁদের। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজের জন্য বিভিন্ন এলাকায় মাটি কাটার ফলে আগের মতো সহজে জল বের হতে পারছে না। তার জেরেই মাঠে জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকায় ধান ও সবজি পচে নষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চাষিদের একাংশ জানান, বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে তারা চাষবাস করেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জল নিষ্কাশনের সমস্যার কারণে প্রতি বছরই ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই নতুন সরকারের কাছে দ্রুত স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সহায়তার আবেদনও করা হয়েছে।

রাজ্যে দশম মেদিনীপুরের ঐশী

ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নে উজ্জ্বল সাফল্য

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুরঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ফের গর্বে ভাসল পশ্চিম মেদিনীপুর। এবার রাজ্যে দশম স্থান অধিকার করে জেলার মুখ উজ্জ্বল করল মেদিনীপুর সদর ব্লকের যমুনাবালি সারদা বিদ্যামন্দিরের ছাত্রী ঐশী খামরই। ৬৮৮ নম্বর পেয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছে সে। ঐশীর এই কৃতিত্বে খুশির আবহ পরিবার, স্কুল এবং গোটা এলাকাজুড়ে। বর্তমানে ঐশীরা মেদিনীপুর শহরের তলকুই এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন। যদিও তাদের গ্রামের বাড়ি শালবনী ব্লকের চৈতা গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত মনোযোগী ঐশী নিয়মিত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের জোরেই এই সাফল্য অর্জন করেছে। ঐশীর বাবা চঞ্চল খামরই মেদিনীপুর জজকোর্টের কর্মী এবং মা শিউলি খামরই সাহসপুর হাইস্কুলের শিক্ষিকা। পরিবারের সকলেই ঐশীর সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তার এই কৃতিত্বে গর্বিত। বিষয়ভিত্তিক নম্বরেও নজর কেড়েছে ঐশী। বাংলায় ৯৫, ইংরেজিতে ৯৫, ইতিহাসে ৯৮ এবং অঙ্ক, ভৌত বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান ও ভূগোলে ১০০-র মধ্যে ১০০ নম্বর পেয়েছে সে। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়গুলিতে তার অসাধারণ ফলাফল সকলকে মুগ্ধ করেছে। আগামী দিনে ঐশীর লক্ষ্য একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে দেশের কাজে নিজেকে যুক্ত করতে চায় এই মেধাবী ছাত্রী। তার এই সাফল্যে শুভেচ্ছার বন্যা নেমেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

টানা পড়া নয়, মনোযোগই সাফল্যের চাবিকাঠি ! মাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয় মৈনাক

নয়া জামানা , বাঁকুড়াঃ এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করে রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র মৈনাক মণ্ডল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৫। তবে এই সাফল্যের পিছনে নেই কোনও কঠোর বা বাঁধাধরা রুটিন। বরং নিজের মতো করে পড়াশোনা করেই রাজ্যের মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে মৈনাক। মৈনাক জানায়, একটানা পড়াশোনা করতে তার কখনওই ভালো লাগত না। আধ ঘণ্টা বা কিছুক্ষণ পড়ার পরেই অন্য কিছু করতে ইচ্ছে করত। কখনও বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে চলে যেত, আবার কিছুক্ষণ পরে নতুন উদ্যমে পড়তে বসত। তবে যতক্ষণ পড়াশোনা করত, সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়েই করত। তার মতে, এই মনোযোগই তার সাফল্যের আসল রহস্য। বাঁকুড়া শহরের এই কৃতী ছাত্র প্রতিটি বিষয়ে টিউশন নিত এবং দিনে প্রায় ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা সময় পড়াশোনার পিছনে দিত। স্কুল ও টিউশনের শিক্ষকদের সাহায্যের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে মৈনাক। সে জানায়, কোনও বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে শিক্ষকরা ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে দিতেন। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রিকেটও খুব পছন্দ মৈনাকের। তার প্রিয় ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনি। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সে। অঙ্ক তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় বলেই ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। মা অর্চনা মণ্ডল, যিনি পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, ছেলের সাফল্যে ভীষণ খুশি। বাবা শিশির মণ্ডলের বইয়ের ব্যবসা। ছেলের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে পরিবারের।

পুরুলিয়ায় ভয়াবহ বাস-ট্রেলার সংঘর্ষ মৃত শিশু আহত বহু যাত্রী

নয়া জামানা , পুরুলিয়া ঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় কেঁপে উঠল পুরুলিয়া। শুক্রবার পুরুলিয়া-জামশেদপুর ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কের কাটাডি ফাঁড়ির কোরাং কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় যাত্রীবোঝাই একটি বাসের সঙ্গে ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক শিশুর। গুরুতর আহত হয়েছেন বহু যাত্রী। আহতদের মধ্যে কয়েকজন শিশুও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে পুরুলিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বাসটি। পথে কাটাডি ফাঁড়ির কাছে পৌঁছতেই বিপরীত দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ট্রেলারের সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে বাসটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই যাত্রীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং শুরু হয় চিৎকার-চেঁচামেচি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় বাসিন্দারা ও পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকজন আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত শিশুর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় সড়কে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলও ব্যাহত হয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, অতিরিক্ত গতি অথবা নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

মাধ্যমিকে রাজ্যে নবম সাত্ত্বিকা ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নে এগোচ্ছে মেদিনীপুরের কৃতি ছাত্রী

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুরঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর শহরে খুশির আবহ। মেদিনীপুর সদর ব্লকের সারদা বিদ্যা মন্দির হাইস্কুলের ছাত্রী সাত্ত্বিকা (দিয়া) চক্রবর্তী ৬৮৯ নম্বর পেয়ে সারা রাজ্যের মধ্যে নবম স্থান অধিকার করেছে। তার এই অসাধারণ সাফল্যে পরিবার, স্কুল এবং এলাকার মানুষ অত্যন্ত গর্বিত। মেদিনীপুর শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাত্ত্বিকা ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী।

নিয়মিত পড়াশোনা, শিক্ষকদের পরামর্শ এবং পরিবারের উৎসাহেই এই বড় সাফল্য অর্জন করেছে সে। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও সাত্ত্বিকার এই কৃতিত্বে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। সাত্ত্বিকার বাবা দেবাশিস চক্রবর্তী তপতী পাবলিশার্সের কর্মচারী এবং মা ইন্দ্রানী চক্রবর্তী গৃহবধূ। মেয়ের এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি পরিবারের সদস্যরা। তারা জানিয়েছেন, সাত্ত্বিকা সবসময়ই নিজের লক্ষ্য নিয়ে খুব সচেতন এবং পড়াশোনার প্রতি তার আলাদা আগ্রহ রয়েছে। ভবিষ্যতে একজন সফল চিকিৎসক হতে চায় সাত্ত্বিকা। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজের সেবা করার স্বপ্ন নিয়েই আগামী দিনে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় সে। তার এই সাফল্য অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়ে সাত্ত্বিকা শুধু নিজের পরিবার নয়, গোটা মেদিনীপুর জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। বিভিন্ন মহল থেকে তার জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের বার্তা আসছে।

পুরুলিয়ার মুখ উজ্জ্বল মাধ্যমিকে প্রথম দশে জেলার ৯ কৃতী ছাত্রছাত্রী

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৬-এর ফল প্রকাশ হতেই খুশির হাওয়া শিক্ষা মহলে। এবারের পরীক্ষায় রাজ্যের প্রথম দশে জায়গা করে নিয়ে বড়সড় সাফল্য অর্জন করেছে জেলার মোট ৯ জন ছাত্রছাত্রী। বিশেষভাবে নজর কেড়েছে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। এই বিদ্যালয় থেকেই প্রথম দশে স্থান পেয়েছে ৭ জন ছাত্র। এছাড়াও সাফল্যের তালিকায় রয়েছে চিত্তরঞ্জন বয়েজ হাইস্কুল এবং শান্তময়ী গার্লস হাইস্কুল-এর ছাত্রছাত্রীরাও। ৬৯১ নম্বর পেয়ে রাজ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে অভিনব প্রতিহার। এছাড়া ৬৮৯ নম্বর পেয়ে নবম স্থানে রয়েছে বোধিসত্ব ঘোষ ও সৌম্য সরকার। দশম স্থানে যৌথভাবে জায়গা করে নিয়েছে ৬৮৮ নম্বর প্রাপ্ত আরও ৬ জন কৃতী পড়ুয়া। এদের মধ্যে রয়েছে অর্কপ্রভ চক্রবর্তী, আদিত্য রায়, শিবম আনন্দ, দেব পাল, রুদ্রদীপ মণ্ডল এবং মৌনালি মণ্ডল। জেলার এই অসাধারণ ফলাফলে খুশি শিক্ষক, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ। শিক্ষকদের মতে, নিয়মিত পড়াশোনা, কঠোর পরিশ্রম এবং বিদ্যালয়ের সঠিক দিকনির্দেশনার ফলেই এই সাফল্য এসেছে। পুরুলিয়ার এই কৃতী ছাত্রছাত্রীরা আগামী দিনে জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে আরও বড় অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে বলেই মনে করছে শিক্ষা মহল।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 09-05-2026 04:48 Page 10

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

দিনমজুরের ছেলে শুভজিতের জয়যাত্রা! মাধ্যমিকে ৬৩৬ পেয়ে স্কুলে প্রথম সুন্দরবনের মেধাবী ছাত্র

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ অভাব, সংগ্রাম আর প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্র শুভজিৎ নস্কর। কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের এই মেধাবী ছাত্র এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৩৬ নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ের ৪৫১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। শতাংশের হিসেবে তার প্রাপ্ত নম্বর ৯০.৮৫। শুভজিতের বাড়ি সুন্দরবনের খেজাখিদির গ্রামে।

তার বাবা পিন্টু নস্কর পেশায় দিনমজুর এবং মা বাসন্তী নস্কর গৃহবধূ। সংসারে অভাব নিত্যসঙ্গী হলেও পড়াশোনার প্রতি শুভজিতের একাগ্রতা কখনও কমেনি। পরিবারের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও বাবা-মা ছেলের স্বপ্নপূরণে সবসময় পাশে থেকেছেন। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোটবেলা থেকেই শুভজিৎ অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র হিসেবে পরিচিত। নিয়মিত পড়াশোনা, শিক্ষকদের পরামর্শ এবং নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরেই এই সাফল্য অর্জন করেছে সে। ভবিষ্যতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখছে শুভজিৎ। তবে আর্থিক অনটন তার সেই স্বপ্নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক চন্দন কুমার মাইতি বলেন, শুভজিৎ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। উপযুক্ত সুযোগ ও সহযোগিতা পেলে সে ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে।

তিনি সমাজের সহৃদয় মানুষ ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে শুভজিতের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন, যাতে অর্থাভাবে তার শিক্ষার পথ থেমে না যায়।

বাবাকে হারিয়েও থামেনি স্বপ্ন! মাধ্যমিকে ৬৩০ পেয়ে নজর কাড়ল ওয়াসিম আকরাম ঘরামী

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ অভাব, সংগ্রাম আর জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে সঙ্গী করেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় উজ্জ্বল সাফল্য অর্জন করল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের ছাত্র ওয়াসিম আকরাম ঘরামী।

এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৩০ নম্বর পেয়ে সে শুধু বিদ্যালয়ের মুখই উজ্জ্বল করেনি, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এলাকার বহু ছাত্রছাত্রীকেও। ওয়াসিমের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডাকাই তমারা গ্রামে। মাত্র পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই বাবাকে হারায় সে। তার পিতা আব্দুল জুব্বার ঘরামীর মৃত্যু হওয়ার পর থেকেই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে মা মুর্শিদা ঘরামীর উপর। গৃহবধূ মা অত্যন্ত কষ্ট করে পাঁচজনের সংসার সামলে ছেলের পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন। সেই লড়াইয়ের ফল মিলল মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশে। ফলাফলে দেখা গিয়েছে, বাংলা ছাড়া প্রায় প্রতিটি বিষয়েই লেটার মার্কস পেয়েছে ওয়াসিম। বাংলায় ৭৭, ইংরেজিতে ৮৭, গণিতে ৯৬, ভৌতবিজ্ঞানে ৯১, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, ইতিহাসে ৯০, ভূগোলে ৯০ এবং ঐচ্ছিক বিষয় পাওয়ারে ৯১ নম্বর অর্জন করেছে সে। বিশেষ করে জীবনবিজ্ঞানে তার ৯৯ নম্বর সকলকে মুগ্ধ করেছে। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে ওয়াসিম। তবে আর্থিক অনটন তার উচ্চশিক্ষার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক চন্দন কুমার মাইতি জানান, ওয়াসিম অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র। সমাজের সহৃদয় মানুষ পাশে দাঁড়ালে সে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে।

গোসাবায় ভয়াবহ সাইকেল-বাইক সংঘর্ষ! রক্তাক্ত অবস্থায় জখম ৩

নয়া জামানা , ক্যানিং ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা এলাকায় ভয়াবহ সাইকেল ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন তিনজন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন এক প্রবীণ সাইকেল আরোহী এবং দুই বাইক আরোহী। দুর্ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় আহতদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় বালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বছর পঁয়ষট্টির সুকুমার বারিক সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকাই দ্রুত গতিতে আসা একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে তাঁর সাইকেলে। সংঘর্ষের অভিঘাতে সুকুমারবাবু ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। বাইকে থাকা দুই যুবক জিৎ মান্না ও মহেশ মণ্ডলও রাস্তায় ছিটকে পড়ে মারাত্মকভাবে জখম হন। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে আশপাশের মানুষ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে প্রথমে গোসাবা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা জানান, আহতদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই রাস্তায় প্রায়ই বেপরোয়া গতিতে বাইক চলাচল করে, যার ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা সবসময় থেকেই যায়। প্রশাসনের তরফে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন এলাকার মানুষ।

রায়দিঘিতে মানবতার লাল বন্ধন! বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে আবেগঘন রক্তদান শিবির

নুরউদ্দিন,নয়া জামানা,রায়দিঘি ঃ ‘রক্তের অভাবে যেন থেমে না যায় কোনো প্রাণ’- এই মানবিক বার্তাকে সামনে রেখেই বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে আয়োজন করা হলো এক আবেগঘন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। মানবতার টানে এদিন রক্ত দিতে এগিয়ে এলেন প্রায় একশো মানুষ। ‘আমরা রক্ত যোদ্ধা গ্রুপ’-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবির ঘিরে সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বরে ছিল উৎসবের আবহ।

তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। কেউ প্রথমবার রক্ত দিতে এসে নার্ভাস ছিলেন, আবার কেউ বহুবারের অভিজ্ঞ রক্তদাতা। তবে সকলের একটাই লক্ষ্য ছিল; থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মুখে হাসি ফোটানো এবং রক্ত সংকটে থাকা রোগীদের পাশে দাঁড়ানো। উদ্যোক্তারা জানান, থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের প্রতি মাসেই নিয়মিত রক্তের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ঘাটতির কারণে সমস্যায় পড়তে হয় রোগীদের পরিবারকে। বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে রক্তের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। সেই সংকট কিছুটা হলেও দূর করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডঃ বিনীথ রঞ্জন, ডঃ পিন্টু হালদার, ডঃ তাপস দাস, ‘আমরা রক্ত যোদ্ধা গ্রুপ’-এর সদস্য সুদীপ মণ্ডল সহ অন্যান্য সদস্য, হাসপাতালের নার্স ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। শুধু রক্তদান নয়, শিবির শেষে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের হাতে উপহারও তুলে দেওয়া হয়।

ছোট ছোট শিশুদের মুখে হাসি দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন উপস্থিত অনেকেই।

মানবতার এই সুন্দর ছবি আবারও মনে করিয়ে দিল; একটু সচেতনতাই বাঁচাতে পারে বহু মূল্যবান জীবন।

৪৫ সেকেন্ডে ঝাঁঝরা চন্দ্রনাথ! ভিনরাজ্য না বিদেশি শার্পশুটার- খুনের তদন্তে চাঞ্চল্যকর মোড়

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় ক্রমশ জোরদার হচ্ছে রহস্য। তদন্তে নেমে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের একাংশের প্রাথমিক অনুমান, এটি সাধারণ রাজনৈতিক খুন নয়, বরং অত্যন্ত পরিকল্পিত ও পেশাদার সুপারি কিলিং। মাত্র ৪৫ সেকেন্ডের মধ্যে নিখুঁতভাবে গুলি চালিয়ে আততায়ীদের পালিয়ে যাওয়ার কায়দা দেখে তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই ঘটনায় ভিনরাজ্য বা বিদেশি শার্পশুটার জড়িত থাকতে পারে। বুধবার রাত ১০টা ২৯ মিনিট নাগাদ মধ্যমগ্রাম চৌমাথার কাছে দোহারিয়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, প্রথমে একটি রুপোলি রঙের গাড়ি চন্দ্রনাথ রথের স্করপিওর রাস্তা আটকে দেয়। তারপর গাড়ি থেকে নেমে এক দুষ্কৃতী পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পরপর গুলি চালায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হন চন্দ্রনাথ ও তাঁর চালক বুদ্ধদেব বেরা।

পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় চন্দ্রনাথের। তদন্তকারীদের দাবি, এত ঠান্ডা মাথায় আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে গুলি চালানো সাধারণ অপরাধীদের কাজ নয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার কিংবা কোনও পড়শি দেশ থেকে আনা পেশাদার শার্পশুটারদের ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এমনকি অত্যাধুনিক গ্লক পিস্তল ব্যবহারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা।

ঘটনার তদন্তে বারাসত পুলিশ জেলা, সিআইডি, এসটিএফ ও আইবি-র আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল থেকে একটি রুপোলি গাড়ি ও একটি মোটরবাইক উদ্ধার হয়েছে।

গভীর রাতে কামারগাঁথীতে পুলিশি অভিযান

দেশি পিস্তলসহ ধৃত বৃদ্ধ

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার কুলটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারগাঁথী গ্রামে গভীর রাতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাড়োয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পারভেজ আলমের নেতৃত্বে পুলিশ একটি অভিযান চালায়।

সেই অভিযানে উদ্ধার হয় একটি দেশি পিস্তল এবং গ্রেফতার করা হয় ৬৫ বছরের মহাদেব মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে কামারগাঁথী গ্রামের একটি বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। দীর্ঘ তল্লাশির পর মহাদেব মণ্ডলের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। এরপরই তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। রবিবার ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এতদিন এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকলেও হঠাৎ করে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। ভোট পরবর্তী সময়ে কীভাবে ওই ব্যক্তির কাছে দেশি পিস্তল এল, কোথা থেকে অস্ত্রটি সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এর পিছনে অন্য কোনও চক্র জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তকারীরা ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্র রাখার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছেন। পুরো ঘটনায় নতুন কোনও তথ্য সামনে আসে কিনা, সেদিকেই নজর প্রশাসনের।

ভোটের দিন থেকে নিখোঁজ!

৯ দিন পর জলাশয় থেকে মিলল বারিক গাজীর দেহ

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরে ন'দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে স্বরূপনগরের বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিথারী গাবতলা বাওরে। মৃত ব্যক্তির নাম বারিক গাজী (৫৫)। তিনি স্বরূপনগর থানার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুনরাজপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৯ তারিখ ভোটের দিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বারিক গাজী। তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করলেও তাঁর কোনও সন্ধান মেলেনি। তবে থানায় কোনও লিখিত নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়নি বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে বিথারী গাবতলা এলাকার একটি জলাশয়ে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। খবর পেয়ে এলাকায় ভিড় জমে যায়। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পরিবারের সদস্যরা এসে মৃতদেহ শনাক্ত করেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের দাবি, বারিক গাজী কচুর লতি তুলে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন তিনি। ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ভোটের দিন থেকে নিখোঁজ থাকার পর কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ।

‘বিজেপি ক্ষমতায় এলে তবেই চুল-দাড়ি কাটব’

৪ বছরের প্রতিজ্ঞা পূরণে গঙ্গার ঘাটে বিজেপি নেতৃত্ব

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় রাজনৈতিক আবেগ ও প্রতিজ্ঞা পূরণের এক ব্যতিক্রমী ছবি সামনে এল। দীর্ঘ চার বছর ধরে রাখা শপথ অবশেষে পূরণ করলেন বিজেপি নেতৃত্ব।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যেদিন বিজেপি ক্ষমতায় আসবে, সেদিনই চুল ও দাড়ি কাটবেন। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতেই এবার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে চুল-দাড়ি কাটলেন বিজেপির দুই নেতা। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট লোকসভা এলাকার হাড়োয়া বিধানসভার অন্তর্গত হাড়োয়া অঞ্চলের। জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে এই শপথ নিয়েছিলেন হাড়োয়া মণ্ডল ২-এর প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি জীবন কৃষ্ণ সাঁতরা এবং মণ্ডল ২-এর জি এস শিশির কুমার ঢালী। এরপর দীর্ঘদিন তাঁরা সেই প্রতিজ্ঞা বজায় রেখে চুল ও দাড়ি না কেটে ছিলেন। সম্প্রতি তাঁরা ব্যারাকপুরের পলতা গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে নিজেদের শপথ পূরণ করেন। সেখানে নিয়ম মেনে চুল ও দাড়ি কাটার পর বিজেপি নেতারা জানান, আজ আমাদের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হয়েছে। তাই আমরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে এসেছি। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও দেখা যায় উৎসাহ। এদিন তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রাজেন্দ্র সাহা-সহ একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব। রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা ঘিরে এমন আবেগঘন মুহূর্ত ঘিরে এলাকায় ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জমে উঠল বিদায় সংবর্ধনা

কৃতীদের হাতে ট্রফি-মেডেল তুলে সম্মান জে এন ওয় সি টি সি-র

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার ধনপোতা বাজারে জওহরলাল নেহরু জাতীয় যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক বর্ণাঢ্য ও স্মরণীয় অনুষ্ঠান। ছাত্র-ছাত্রীদের নবীন বরণ, বিদায় সংবর্ধনা, সার্টিফিকেট প্রদান এবং কৃতীদের সম্মান জানাতেই এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান জুড়ে ছিল উৎসবের আবহ। ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে কবিতা আবৃত্তি, বক্তব্য, গান ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন যেন প্রতিটি পরিবেশনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতিটি শিক্ষার্থীই তাঁদের কাছে একটি আলাদা ‘মাইলস্টোন’। ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য এবং পরিশ্রমই আগামী দিনের সুন্দর সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেও মত প্রকাশ করেন উদ্যোক্তারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আল আমিন বালিকা মিশনের চেয়ারম্যান মোক্তার মোল্লা, পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সম্পাদক হাফেজ আজিজ উদ্দিন, বিশিষ্ট মোটিভেশনাল স্পিকার ও গবেষক ড. মশিউর রহমান সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বেড়াচাঁপা ও বাদুড়িয়ার জে এন ওয় সি টি সি কেন্দ্রের ডিরেক্টররা এবং সংস্থার কর্ণধার এম. ডি. আব্দুস সালাম। পরীক্ষায় ভালো ফল করা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ট্রফি ও মেডেল তুলে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। শেষে এম. ডি. আব্দুস সালামের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তি ঘটে। এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের পথচলায় নতুন উৎসাহ জোগাবে বলেই মনে করছেন উপস্থিত সকলে।

বারুইপুরে ‘অপারেশন পঞ্চায়েত’!

তালা ভেঙে কর্মীদের দফতরে ফেরালেন বিজেপি নেত্রী পায়েল ধর

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও তীব্র হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার মদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযোগ,

একদল দুষ্কৃতী দীর্ঘক্ষণ ধরে পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে রেখে কার্যত অচল করে দেয় প্রশাসনিক কাজকর্ম। ফলে সমস্যায় পড়েন পঞ্চায়েত কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। জরুরি পরিষেবা ও নথিপত্র সংক্রান্ত বহু কাজ থমকে যায় বলে স্থানীয়দের দাবি। এই ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপি নেত্রী পায়েল ধর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরিস্থিতি দেখে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেন। এরপর তাঁর উপস্থিতিতেই পঞ্চায়েত অফিসের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন কর্মীরা।

পায়েল ধর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পঞ্চায়েত কর্মীদের অফিসে ঢুকিয়ে পুনরায় কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘পঞ্চায়েত সাধারণ মানুষের পরিষেবার জায়গা। সেখানে তালা মেরে কাজ বন্ধ করে দেওয়া গণতন্ত্রের পরিপন্থী। আমরা কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েতকে আবার মানুষের কাজে ফিরিয়ে দিলাম।’ এই ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশ টহল বাড়ানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বিজেপির এই পদক্ষেপে স্বস্তি প্রকাশ করলেও, শাসক দলের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ভোটের পর পঞ্চায়েতে তালা , শপথের আগেই খুলল বিজেপি!

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ফলতা বিধানসভায় ভোটের আবহে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল বঙ্গ নগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঘিরে। অভিযোগ, গত ৪ তারিখ ভোট গণনার পর থেকেই পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে কয়েকদিন ধরে পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় এবং চরম সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার কাজ নিয়ে বহু মানুষ প্রতিদিন পঞ্চায়েতে এসে ঘুরে যাচ্ছিলেন। অফিস বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ক্রমশ বাড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রিসভা গঠনের শপথ অনুষ্ঠানের আগের দিন বিজেপি নেতৃত্ব তালা খুলে পঞ্চায়েতের কাজ স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয়। বৃহস্পতিবার বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা পঞ্চায়েত অফিসে এসে তালা খুলে দেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি মাধুকুমার। তিনি দাবি করেন, ‘যারা তালা লাগিয়েছিল তারা বিজেপির কেউ নয়। তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী রাতারাতি রং বদলে এই কাজ করেছিল। সাধারণ মানুষের স্বার্থে আজ সেই তালা খুলে দেওয়া হয়েছে।’ এই ঘটনার পর এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বেড়েছে। যদিও এই বিষয়ে শাসক দলের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। স্থানীয়দের একাংশের আশা, এবার পঞ্চায়েতের পরিষেবা স্বাভাবিক হবে এবং সাধারণ মানুষের কাজ আর আটকে থাকবে না।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

হরেকরকম

নয়া জামানা

১ থেকে ৮ মে ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

কেন বিমান অ্যান্টার্কটিকা এড়িয়ে চলে ?

নয়া জামানা ঃ বিশ্বের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, উত্তর গোলার্ধের দীর্ঘ পাল্লার ফ্লাইটগুলো প্রায়ই উত্তর মেরুর খুব কাছ দিয়ে যাতায়াত করে। উত্তর আমেরিকা থেকে এশিয়া বা ইউরোপে যাওয়ার সময় বিমানগুলো গ্রিনল্যান্ড বা উত্তর মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের ক্ষেত্রে চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দক্ষিণ মেরু বা অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের ওপর দিয়ে বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী বিমান চলাচলের দৃশ্য প্রায় বিরল বললেই চলে।ভৌগোলিক অবস্থান, বৈশ্বিক চাহিদা এবং নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এই পার্থক্যের পেছনে মূল কারণ হিসেবে কাজ করে।বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে সাধারণত মানচিত্রের সরল রেখা অনুসরণ করা হয় না বরং 'গ্রেট সার্কেল রুট' বেছে নেওয়া হয়। উত্তর গোলার্ধের প্রধান শহরগুলো এমনভাবে অবস্থিত যে, নিউইয়র্ক থেকে হংকং কিংবা লন্ডন থেকে টোকিও যাওয়ার সবচেয়ে ছোট পথটি উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে যায়। এই মেরু অঞ্চল ব্যবহার করার ফলে এয়ারলাইনগুলোর শত শত মাইল দূরত্ব কমে আসে।এতে যেমন জ্বালানি সাশ্রয় হয়, তেমনি যাত্রীদের ভ্রমণের সময়ও অনেকখানি কমে যায়। ফলে এটি এয়ারলাইনগুলোর জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক একটি রুট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।অন্যদিকে, দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে তাকালে দেখা যায় যে বড় শহরগুলোর অবস্থান উত্তর গোলার্ধের মতো ঘনবদ্ধ নয়। সিডনি, জোহানেসবার্গ বা সান্তিয়াগোর মতো শহরগুলোর মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত পথগুলো দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি গেলেও সরাসরি অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ পার হওয়ার প্রয়োজন।অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রুটগুলো বিশাল সমুদ্রের ওপর দিয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে ভৌগোলিকভাবে অ্যান্টার্কটিকা অতিক্রম করা উত্তর মেরুর মতো ততটা অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি।জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকেও অ্যান্টার্কটিকা অনেকটা পিছিয়ে। উত্তর গোলার্ধে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ বসবাস করে এবং এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে আকাশপথে ভ্রমণের বিশাল চাহিদা রয়েছে। কিন্তু অ্যান্টার্কটিকায় কোনো স্থায়ী জনবসতি বা বাণিজ্যিক কেন্দ্র নেই।সেখানে কোনো বড় শহর বা বিমানবন্দর না থাকায় এই মহাদেশকে কেন্দ্র করে কোনো যাত্রীবাহী ফ্লাইটের গন্তব্য তৈরি হয়নি। অর্থনৈতিকভাবে কোনো লাভ না থাকায় এয়ারলাইনগুলো এই দুর্গম পথে ঝুঁকি নিতে আগ্রহী হয় না।বিমান চলাচলের অন্যতম বড় শর্ত হলো নিরাপত্তা ও জরুরি অবতরণের সুবিধার নিয়ম। এই নিয়ম অনুযায়ী, কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে বিমানটিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিকটস্থ কোনো বিমানবন্দরে অবতরণ করার সক্ষমতা থাকতে হয়। উত্তর মেরু অঞ্চলে আলাস্কা, কানাডা, আইসল্যান্ড বা নরওয়ের বেশ কিছু আধুনিক বিমানবন্দর রয়েছে যা জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অ্যান্টার্কটিকায় এমন কোনো বাণিজ্যিক বিমানবন্দর নেই। সেখানে কেবল কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্রের বরফে ঢাকা রানওয়ে রয়েছে, যা সাধারণ যাত্রীবাহী বিমানের জন্য উপযুক্ত নয়।
প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকেও অ্যান্টার্কটিকা অত্যন্ত চরম ভাবাপন্ন। এটি পৃথিবীর শীতলতম এবং সবচেয়ে বেশি ঝড়ো হাওয়ার অঞ্চল। এখানকার তাপমাত্রা মাঝেমধ্যে হিমাঙ্কের নিচে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও নিচে নেমে যায়। এছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে চলা অন্ধকার এবং ঘন ঘন তুষারঝড় বা 'হোয়াইট আউট' পরিস্থিতির কারণে আবহাওয়া পূর্বাভাস দেওয়া এখানে বেশ কঠিন। এমন প্রতিকূল পরিবেশে জরুরি অবতরণ বা উদ্ধারকাজ চালানো প্রায় অসম্ভব বললেই চলে, যা বাণিজ্যিক ফ্লাইটের জন্য বিশাল এক ঝুঁকির কারণ।ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, স্নায়ুযুদ্ধের সময় উত্তর মেরু অঞ্চল সামরিক ও কৌশলগত কারণে অনেক গুরুত্ব পেয়েছিল। ফলে সেখানে নেভিগেশন ও অবকাঠামোর দ্রুত উন্নয়ন ঘটে যা পরবর্তীকালে বাণিজ্যিক বিমান চলাচলে সহায়ক হয়। কিন্তু অ্যান্টার্কটিকা নিয়ে এমন কোনো ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ছিল না। এছাড়া ১৯৭৯ সালে এয়ার নিউজিল্যান্ডের একটি পর্যটন বিমান মাউন্ট ইরেবাসে বিধ্বস্ত হওয়ার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চলে বিমান চালানোর ঝুঁকিগুলো বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল।বর্তমানে লাতাম বা কোয়ান্টাসের মতো কিছু এয়ারলাইন দক্ষিণ গোলার্ধের রুটে যাতায়াতের সময় অ্যান্টার্কটিকার উপকূলীয় অঞ্চলের কিছুটা কাছাকাছি দিয়ে উড়ে যায়। তবে তা মূলত অনুকূল বায়ুপ্রবাহ এবং নির্দিষ্ট দূরত্বের সীমাবদ্ধতা মেনে করা হয়। মূলত আধুনিক প্রযুক্তি এবং শক্তিশালী ইঞ্জিনের বিমান থাকা সত্ত্বেও অবকাঠামোগত অভাব এবং চরম আবহাওয়ার কারণে অ্যান্টার্কটিকা এখনো বাণিজ্যিক বিমান চলাচলের জন্য একটি নিষিদ্ধ অঞ্চল হিসেবেই রয়ে গেছে।

নজরে INSTA

মেধা

তৃষা

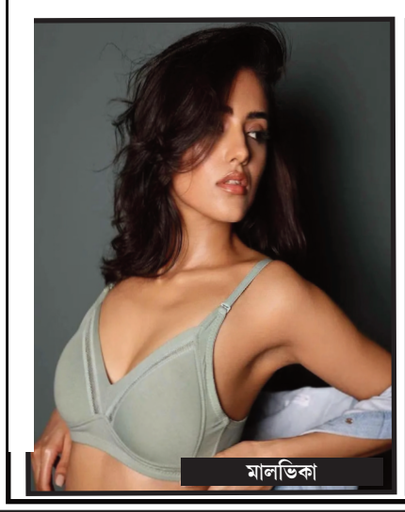
মালভিকা

মধুমিতা

অনুলিপি

চিলির অন্ধকার আকাশ এখনো ঝুঁকিতে !

নয়া জামানা ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে অন্ধকার ও শুষ্ক জায়গাগুলোর একটি চিলির আতাকামা মরুভূমি। এখানে রাতের আকাশ খুব পরিষ্কার দেখা যায়। এই আকাশ রক্ষায় বড় এক জ্বালানি প্রকল্প বাতিল হলেও বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিপদ এখনো কাটেনি। মার্কিন কোম্পানি এইএস করপোরেশনের সহযোগী এইএস আন্দেস তাদের 'ইন্না' সবুজ জ্বালানি প্রকল্প বাতিল করেছে।প্রকল্পটি ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির পারানাল মানমন্দিরের মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে হওয়ার কথা ছিল।বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রকল্প হলে আলো দূষণ, ধুলা, কম্পন ও বায়ুর অস্থিরতা তৈরি হতো। এতে ভেরি লার্জ টেলিস্কোপসহ বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষতি হতো। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রেইনহার্ড গেনজেলসহ ৩০ জন গবেষক একে বড় হুমকি বলে সতর্ক করেছিলেন।তবে প্রকল্প বাতিল হলেও নতুন সমস্যা সামনে এসেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, চিলির আকাশ রক্ষার আইন এখনো দুর্বল ও পুরনো। ফলে ভবিষ্যতে এমন প্রকল্প আবারও আসতে পারে।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শক্ত আইন না হলে এই মূল্যবান অন্ধকার আকাশ রক্ষা করা কঠিন হবে।

কুকুর ছানাকে স্কুলে ভর্তি করার খরচ ২ লক্ষ টাকা

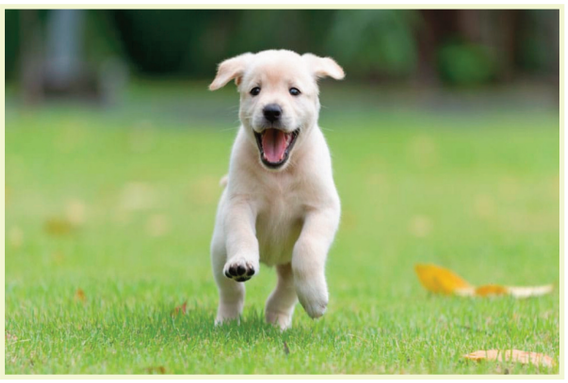

নয়া জামানা ঃ চীনে পোষা প্রাণির প্রতি ভালোবাসা আর যত্নের এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এক তরুণী। নিজের ছয় মাস বয়সী সাদা রঙের স্যামোয়েড প্রজাতির কুকুরছানাকে তিনি ভর্তি করেছেন একটি বিশেষ কিন্ডারগার্টেনে-যেখানে পোষা প্রাণিদের আচরণ ও সামাজিক দক্ষতা শেখানো হয়।এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় খরচ হয়েছে প্রায় ১২ হাজার ইউয়ান, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় দুই লাখ টাকারও বেশি। তবে এটি শুধু সাধারণ দেখাশোনার জন্য নয় বরং এখানে কুকুরছানাটির জন্য রয়েছে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা।এই প্যাকেজের আওতায় প্রথমেই কুকুরছানাটির আচরণগত মূল্যায়ন করা হয়। তার স্বভাব, মেজাজ ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে সে অযথা ঘেউ ঘেউ না করে কিংবা আক্রমণাত্মক আচরণ না করে।পাশাপাশি অন্য প্রাণিদের সঙ্গে মিশে চলার দক্ষতাও শেখানো হয় বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে। প্রতিদিন কুকুরছানাটিকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা এবং আবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সুবিধাও রয়েছে এই সেবায়।খাবারের ব্যবস্থাও আছে, তবে এর জন্য অতিরিক্ত খরচ দিতে হয়। এছাড়া মালিকরা অনলাইনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তাদের পোষা প্রাণীর ওপর নজর রাখতে পারেন। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে সেখানে।কুকুরছানাটির মালিক, যিনি নিজের পরিচয় তাওতাও নামে জানিয়েছেন।তিনি বলেন- কাজের ব্যস্ততার কারণে তিনি তার পোষা প্রাণিকে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। তাই এই বিশেষ সেবাটি বেছে নিয়েছেন।চীনে এ ধরনের পোষা প্রাণির 'কিন্ডারগার্টেন' এখন আর নতুন কিছু নয়। নগর জীবনে অনেকেই পোষা প্রাণিকে পরিবারের সদস্যের মতো দেখেন, ফলে তাদের জন্য উন্নত সেবা গ্রহণের প্রবণতাও দ্রুত বাড়ছে।চায়না পেট ইন্ডাস্ট্রি হোয়াইট পেপার-২০২৬-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীনে ২০২৫ সালে শহুরে পোষা প্রাণি শিল্পের বাজার প্রায় ৩১ হাজার ৪০০ কোটি ইউয়ানে (প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলার) পৌঁছেছে।আগামী বছরগুলোতে তা আরও বড় হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৪২টি দাঁত নিয়ে গিনেস রেকর্ড গড়লেন মালয়েশিয়ার ব্যক্তি

নয়া জামানা ঃ সাধারণত মানুষের দাঁতের সংখ্যা ৩২টি। তবে এর চেয়ে ১০টি বেশি দাঁত থাকায় গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রথাব মুনিয়ান্ডি নামের এক ব্যক্তি। বর্তমানে তার মুখে মোট দাঁতের সংখ্যা ৪২টি।৩৩ বছর বয়সী প্রথাব মুনিয়ান্ডি পেশায় একজন প্রকৌশলী।অতিরিক্ত দাঁতের কারণে তার হাসি অন্যদের থেকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায় বলে জানিয়েছে গিনেস কর্তৃপক্ষ।
প্রথাব জানান, পারিবারিক এক অনুষ্ঠানে প্রথম তিনি বিষয়টি টের পান। ২০২১ সালে পরিবারের সঙ্গে চা পান করার সময় তিনি অনুভব করেন যে তার মুখে অতিরিক্ত কিছু দাঁত গজাচ্ছে।পরে পরিবারের সদস্যরা দাঁত গুনে দেখেন তখন তার দাঁতের সংখ্যা ছিল ৩৮টি।এরপর ডেন্টাল এক্স-রে পরীক্ষায় জানা যায়, আরও চারটি দাঁত ওঠার বাকি রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার মোট দাঁতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২টিতে।প্রথাব জানান, তার বেশিরভাগ দাঁতই স্বাভাবিকভাবে সোজা হয়ে বেড়ে উঠেছে এবং এতে তার কোনো শারীরিক সমস্যা হয়নি। প্রথম দেখায় অধিকাংশ মানুষ তার অতিরিক্ত দাঁতের বিষয়টি বুঝতে পারে না।তবে তিনি নিজে বিষয়টি বললে অনেকেই অবাক হয়ে যান এবং অনেকে বিশ্বাসও করতে চান না যে তার মুখে স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে ১০টি বেশি দাঁত রয়েছে।অতিরিক্ত দাঁত থাকা সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্যের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি বলেও জানান তিনি। দাঁতের যত্নে তিনি বেশ সচেতন প্রতিদিন দুইবার দাঁত ব্রাশ করেন এবং নিয়মিত ফ্লস ব্যবহার করেন।এর আগে ৪১টি দাঁত নিয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন কানাডার ইভানো মেলোন। প্রথাব মুনিয়ান্ডির ৪২টি দাঁত এখন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে সর্বোচ্চ দাঁতের নতুন রেকর্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 09-05-2026 04:48 Page 12

একটা ছোট্ট ভুলেই তামিলনাড়ুর মসনদে বসা হবে না বিজয়ের

একক বৃহত্তম দল হয়েও টিভিকে এখনও সরকার গড়তে পারেনি। শুক্রবার তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার বার্তা দিয়েছেন, বিধানসভার 'ম্যাজিক সংখ্যা' যে দলের কাছে থাকবে তাকেই সরকার গড়তে ডাকা হবে। আর এক্ষেত্রেই উঠছে প্রশ্ন। ১০৮টি আসনে জয়ের পরও কি বিজয় আদৌ বসতে পারবেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিতে? মনে করা হচ্ছে, একটি ছোট্ট ভুল তিনি ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন। যার খেসারত দিতে হতে পারে তাঁকে। যদি শেষপর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রী হতে না পারেন, সেক্ষেত্রে ওই ছোট ভুলই বড় ফ্যাক্টর বলে গণ্য হবে। কী সেই ভুল? আসলে টিভিকের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ১০৮। কিন্তু ২৩৪ আসন বিশিষ্ট তামিলনাড়ুর বিধানসভায় সরকার গড়তে গেলে দরকার ১১৮টি আসন। এই অবস্থায় বিজয়ের দলকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। সবমিলিয়ে বিজয়ের পক্ষে এখন রয়েছে ১১৩টি আসন। যেটিও পর্যাপ্ত নয়। এখনও দরকার ৫ বিধায়কের সমর্থন। এই পরিস্থিতিতে তিনি বুধবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখ া করে যে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন তাতে টিভিকে বিধায়কদের স্বাক্ষর ছাড়াও রয়েছে কংগ্রেস বিধায়কদের স্বাক্ষরও।আর এখানেই হয়ে গিয়েছে ভুল। কেননা হাত শিবিরের জয়ী প্রার্থীদের নাম রাখার অর্থ ওই আবেদনপত্র মিলিজুলি সরকার গড়ার। মনে করা হচ্ছে, সেই কারণেই রাজ্যপাল তাঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে বলেছেন ১১৮ জনের স্বাক্ষর নিয়ে আসতে। রাজ্যপালের সঙ্গে দ্বিতীয় বৈঠকও ফলপ্রসূ হয়নি। তামিলনাড়ু লোক ভবন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে বিজয় ব্যর্থ হয়েছেন। এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক দাবি করেছেন, বিজয় যদি একক বৃহত্তম দল হিসেবে সরকার গঠনের দাবি জানাতেন, তবে সেই দাবি অনুমোদিত হত। কিন্তু তা যেহেতু হয়নি তাই পরিস্থিতিত জটিল হতে শুরু করেছে। মনে করা হচ্ছে, এর নেপথ্যে রয়েছে বিজয়ের অনভিজ্ঞতা।

টিসিএসে ধর্মান্তকরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত নিদা খান

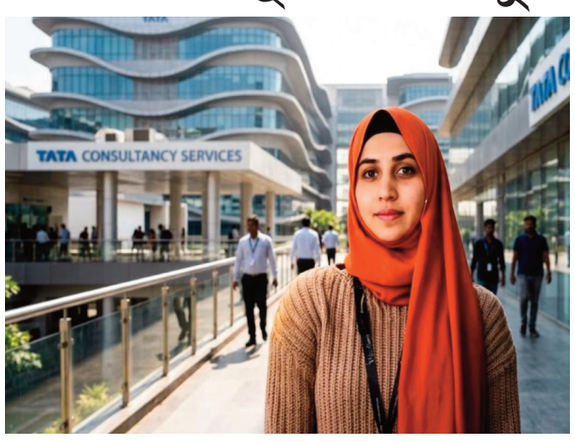

নাসিকের টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের (টিসিএস) ধর্মান্তকরণ কাণ্ডে এতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর অবশেষে গ্রেপ্তার নিদা খান। বৃহস্পতিবার রাতে মহারাষ্ট্রের শম্ভাজিনগর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। নাসিক এসআইটি, ছত্রপতি শম্ভাজিনগর ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং ছত্রপতি শম্ভাজিনগর পুলিশ কমিশনারের যৌথ অভিযানের গ্রেপ্তার হন নিদা খান। গ্রেপ্তার পর তাঁকে নাসিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, টিসিএস মামলায় তাঁর নাম সামনে আসার পর সংস্থার তরফে সাসপেন্ড করা হয় নিদাকে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে এতদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন অভিযুক্ত। গত চারদিন ধরে তিনি নারেগাঁওয়ের কায়সার কলোনিতে একটি ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর বাবা-মা, মাসি এবং তিন আত্মীয়ের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। পুলিশ গত দু'দিন ধরে ওই ফ্ল্যাটে নজর রাখ ছিল। এরপর বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। সেখানে ডাক্তারি পরীক্ষার পর ট্রানজিট রিমান্ডে শুক্রবার সকালে নিদাকে নিয়ে আসা হয়েছে নাসিকে।উল্লেখ য, যৌন নির্যাতন, মানসিক হেনস্তা এবং ধর্মান্তরণের অভিযোগ আইটি জায়েন্ট সংস্থার নাসিক কেন্দ্রের বেশ কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের প্রধান ছিলেন নিদা। জানা যায়, নিদা খান দাপ্তরিক ভাবে এইচআর প্রধান পদে ছিলেন না, তিনি টেলিকলার হিসাবেই সংস্থায় যোগ দেন। যদিও কার্যক্ষেত্রে এইচআর প্রধানের কাজ করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি একটি চক্রের হয়ে 'কর্পোরেট জেহাদ'-এর কাজ করতেন। সংস্থার মহিলা কর্মীদের জোর করে ধর্মান্তরণের চেষ্টা করতেন। এমনকী হিন্দু কর্মীদের আমিষ খাবার খেতে বাধ্য করতেন বলেও অভিযোগ। জবরদস্তি একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের জন্য চাপ দিতেন বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় এফআইআর করেছেন ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সি টিসিএস-এর মহিলা কর্মীরা। গত দুই থেকে তিন বছর ধরে তাঁদের উপর নির্যাতন চলেছে বলে অভিযোগ। গ্রেপ্তার হওয়া ছয় অভিযুক্তের মধ্যে টিসিএসের ইঞ্জিনিয়ার পদমর্যাদার আধিকারিকও রয়েছেন। আরও কয়েক জনের বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছে পুলিশ। প্রয়োজনে তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হবে। এএনআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, শ্লীলতাহানি ও ধর্মান্তরণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে টিসিএসের বিভিন্ন পদে থাকা আসিফ আনসারি, শফি শেখ, শাহরুখ কুরেশি, রাজা মেমন, তৌসিফ আত্তার এবং অশ্বিন চাইনানিকে। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হলেন অন্যতম অভিযুক্ত নিদা খান।

ফের যুদ্ধ শুরু মধ্যপ্রাচ্যে

আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে গোলাগুলি

দু'পক্ষই দুষছে একে অপরকে

আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছিল গত ৭ এপ্রিল। সেই সময়ের পর থেকে সবচেয়ে তীব্র সংঘাতের ঘটনা ঘটল হরমুজে। জানা গিয়েছে, দুই পক্ষই একে অপরের উদ্দেশে গোলাগুলি বর্ষণ করেছে। হরমুজ প্রণালীর অদূরে এই সংঘাতের জন্য একে অপরকেই দুষছে তারা। এমন এক সময়ে এই পরিস্থিতি তৈরি হল, যখ ন সংঘাত থামার প্রস্তাব বিবেচিত হচ্ছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার আগেই ফের গোলাবর্ষণের শব্দে কাঁপল মধ্যপ্রাচ্য। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, ওয়াশিংটন উত্তেজনা বাড়াতে চায় না। তারা ইরানের হামলার প্রত্যুত্তর দিয়েছে। এদিকে ইরানের দাবি, বিমান হামলার সময় আমেরিকা অসামরিক এলাকাগুলিতেই আক্রমণ করেছে। ইরানের সেনার এক মুখ পাত্র দাবি করেছেন, ইরানের ভূখণ্ডে আঘাত হেনেছে মার্কিন সেনা। এবং হরমুজ প্রণালীতে প্রবেশরত দুটি জাহাজকেও লক্ষ্য করে হামলা করা হয়েছে। যদিও হোয়াইট হাউসের দাবি, হরমুজে যাতায়াতকারী যুদ্ধজাহাজগুলোর ওপর হামলা চালানোর কাজে ব্যবহৃত ইরানের সামিরক ঘাঁটিগুলিতেই তারা হামলা করেছে।সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, মার্কিন বাহিনী ইরানের হামলা প্রতিহত করেছে। তেহরানকে ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের উসকানি দেওয়া থেকে বিরত থাকার ব্যাপারেও সতর্ক করে দেন তিনি। তাঁর কথায়, দইরান যদি শিগগিরি কোনও চুক্তিতে সম্মত না হয়, আমরা আরও কঠোর হামলা চালাব।দ যুদ্ধবিরতি চলার পরও কেন এই হামলা প্রশ্ন তুলে, ট্রাম্পের দাবি, দওরা আমাদের সঙ্গে ছেলেখেলা করেছে।দ এদিকে ইরানের কৃত্রিম উপগ্রহ প্রকাশিত ছবি থেকে দেখা গেল মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন সেনাঘাঁটিগুলিতে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। যে তথ্য চেপে রাখতে চেয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনেই এই দাবি করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শতাধিত কৃত্রিম উপগ্রহে তোলা ছবি থেকে পরিষ্কার ১৫টি সেনা ঘাঁটিতে অন্তত ২২৮টি নির্মাণের ভাঙা অংশ দেখা গিয়েছে। এটি আমেরিকার মতো প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত একটি দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ইঙ্গিত।

'যুদ্ধ চলছে'

বাড়ছে গ্যাসের দাম

এর মধ্যে সৌন্দর্যায়ন কেন

প্রশ্ন শুনেই মহিলা সাংবাদিককে অকথ্য গালাগাল ট্রাম্পের

রেগে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক মহিলা সাংবাদিকের প্রশ্নে মেজাজ হারিয়ে রীতিমতো ছাপার অযোগ্য ভাষাতেও তিনি গালাগাল দিয়েছেন বলে দাবি। ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সেই ভিডিও। কিন্তু কোন প্রশ্নে এমন প্রতিক্রিয়া ট্রাম্পের? বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল মলে আচমকাই হাজির হন ট্রাম্প। সেখানে দেশের আড়াইশোতম বর্ষপূর্তি উদযাপনে একটি পুল পরিষ্কার করার কাজ চলছিল। কর্মীদের কাজের প্রশংসাও করেন প্রেসিডেন্ট। এরপরই তাঁকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজের রিপোর্টার র‍্যাচেল স্কট প্রশ্ন করেন, দমিস্টার প্রেসিডেন্ট, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের মাঝেই আপনি এখানে এসেছেন। এখন এই সব প্রকল্পে ফোকাস করছেন কেন? আমরা দেখ তে পাচ্ছি, গ্যাসের দাম বেড়েই চলেছে।দসঙ্গে সঙ্গে ট্রাম্প বলে ওঠেন, দকেন বলুন তো? আসলে আমাদের দেশটাকে সুন্দর ও নিরাপদ রাখাই লক্ষ্য। হ্যাঁ, সুন্দরও। এসব কী বোকা বোকা প্রশ্ন করছেন!দ এরপরই ট্রাম্প সেখানে উপস্থিত কর্মীদের বলেন, দউনি তো এবিসি ফেক নিউজের সাংবাদিক। একটা আস্ত হরর শো। এমন প্রশ্ন করছেন, যা আমাদের দেশের মর্যাদার পরিপন্থী।দ এখানেই শেষ নয়। এরপর ট্রাম্প যখন নিজের লিমুজিন গাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, সেই সময় ওই মহিলা সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে তাঁকে ইঙ্গিত করতে দেখা যায়। পাশাপাশি এমন এক শব্দ ব্যবহারও করতে দেখা যায়, যা ছাপার অযোগ্য। ক্যামেরায় মুহূর্তটি ধরা পড়লেও শব্দটি ধরা পড়েনি। তবে নেটিজেনরা জানাচ্ছেন, ট্রাম্পের ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে, তিনি কী বলছেন।উল্লেখ্য, দু'মাস পেরিয়ে গিয়েছে ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের। কবে লড়াইয়ে যতিচিহ্ন পড়বে তা এখনও অজানা। এই পরিস্থিতিতে সামনে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর দাবি! ইরানের কৃত্রিম উপগ্রহ প্রকাশিত ছবি থেকে দেখা গিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন সেনাঘাঁটিগুলিতে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। যে তথ্য চেপে রাখতে চেয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনেই এই দাবি করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শতাধিত কৃত্রিম উপগ্রহে তোলা ছবি থেকে পরিষ্কার ১৫টি সেনা ঘাঁটিতে অন্তত ২২৮টি নির্মাণের ভাঙা অংশ দেখা গিয়েছে। এটি আমেরিকার মতো প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত একটি দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ইঙ্গিত।

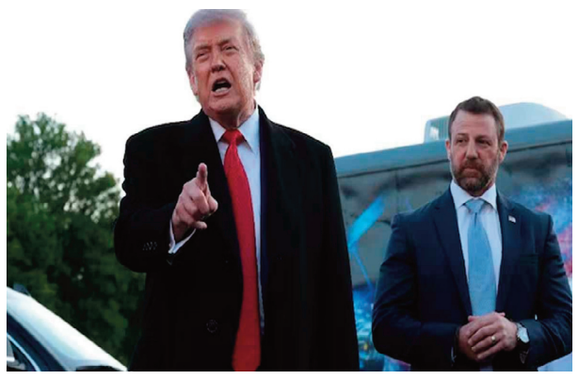

হরিয়ানার সেনাছাউনি

রাজধানীতে গ্রেপ্তার ৯ জঙ্গি

রাজধানীর একটি প্রসিদ্ধ মন্দির, একটি নামী ধাবা, এমনকী হরিয়ানার সেনাছাউনিতে হামলার ছক ছিল। বিপদ ঘটার আগেই পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। দিল্লি পুলিশের তৎপরতায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার 'পাক-সমর্থিত' গোষ্ঠী শাহজাদ ভট্টি মডিউল-এর ৯ জঙ্গি। জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে অস্ত্রও। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের সঙ্গে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের একধিক রাজ্যের সংবেদনশীল জায়গায় ছবি এবং তথ্য উদ্ধার হয়েছে। ওই ছবি ও তথ্য মিলিছে ধৃতদের মোবাইল এবং ইলেকট্রনিক গ্যাজেটসে। হরিয়ানার হিসার এলাকার একটি সেনা ছাউনির ছবি ও ভিডিও মিলেছে ধৃতদের কাছে। উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু থানাও ছিল 'টার্গেট লিস্টে'। যদিও পুলিশের তৎপরতায় আপাতত ষড়যন্ত্র বাঞ্চাল হয়ে গিয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আর কোথায় কোথায় হামলার পরিকল্পনা ছিল জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। গ্যাংয়ের আর কেউ অধরা রয়েছেন কিনা তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে অস্ত্রও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,
তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে অভিযুক্তদের মধ্যে একজন দিল্লির একটি ঐতিহাসিক মন্দির রেকি করে। সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তান-ভিত্তিক হ্যান্ডলারদের কাছে মন্দির এবং মন্দির চত্বরের ছবি পাঠায় সে।
ওই মন্দিরে মোতায়েন পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর উপর হামলার পরিকল্পনা করে ফেলেছিল জঙ্গিরা। এছাড়াও দিল্লি-সোনীপত হাইওয়ের একটি জনপ্রিয় ধাবায় জঙ্গিহানার ছক কষা হয়েছিল। যেখানে প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ খাওয়াদাওয়া করতে আসেন। লক্ষ্য ছিল মুম্বই হামলার মতো বহু মানুষের হত্যা।

রাজধানীতে গ্রেপ্তার ৯ জঙ্গি

রাজধানীর একটি প্রসিদ্ধ মন্দির, একটি নামী ধাবা, এমনকী হরিয়ানার সেনাছাউনিতে হামলার ছক ছিল। বিপদ ঘটার আগেই পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। দিল্লি পুলিশের তৎপরতায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার 'পাক-সমর্থিত' গোষ্ঠী শাহজাদ ভট্টি মডিউল-এর ৯ জঙ্গি। জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে অস্ত্রও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে অভিযুক্তদের মধ্যে একজন দিল্লির একটি ঐতিহাসিক মন্দির রেকি করে। সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তান-ভিত্তিক হ্যান্ডলারদের কাছে মন্দির এবং মন্দির চত্বরের ছবি পাঠায় সে। ওই মন্দিরে মোতায়েন পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর উপর হামলার পরিকল্পনা করে ফেলেছিল জঙ্গিরা। এছাড়াও দিল্লি-সোনীপত হাইওয়ের একটি জনপ্রিয় ধাবায় জঙ্গিহানার ছক কষা হয়েছিল। যেখানে প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ খাওয়াদাওয়া করতে আসেন। লক্ষ্য ছিল মুম্বই হামলার মতো বহু মানুষের হত্যা।পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের সঙ্গে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের একধিক রাজ্যের সংবেদনশীল জায়গায় ছবি এবং তথ্য উদ্ধার হয়েছে। ওই ছবি ও তথ্য মিলিছে ধৃতদের মোবাইল এবং ইলেকট্রনিক গ্যাজেটসে। হরিয়ানার হিসার এলাকার একটি সেনা ছাউনির ছবি ও ভিডিও মিলেছে ধৃতদের কাছে। উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু থানাও ছিল 'টার্গেট লিস্টে'। যদিও পুলিশের তৎপরতায় আপাতত ষড়যন্ত্র বাঞ্চাল হয়ে গিয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আর কোথায় কোথায় হামলার পরিকল্পনা ছিল জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। গ্যাংয়ের আর কেউ অধরা রয়েছেন কিনা তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

'দুর্দিনের বন্ধু'

টিভিকে জোটে কংগ্রেসকে দুষে মমতা ও স্ট্যালিন সাক্ষাতের ছবি পোস্ট অখিলেশের

তামিলনাড়ুতে ডিএমকের সঙ্গে আড়ি করে বিজয়ের দল টিভিকে-কে সরকার গঠনে সমর্থন দিয়েছে কংগ্রেস। এই ঘটনায় ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক সমাজবাদী পার্টির (সপা) প্রধান অখিলেশ যাদব সরব হলেন হাত শিবিরের বিরুদ্ধে। বিধানসভা নির্বাচনে হারের পরও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি প্রকাশ করছেন অখিলেশ। বুঝিয়ে দিলেন, তিনি দুর্দিনের বন্ধু। শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় কংগ্রেসকে তুলোধোনা করে একটি পোস্ট করেন অখিলেশ যাদব। যেখানে নির্বাচনী ফলপ্রকাশের পর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি প্রকাশ করেন অখিলেশ। একইভাবে প্রকাশ করেন স্ট্যালিন সাক্ষাতের ছবি। ছবির সঙ্গে সপা সাংসদ লিখেছেন, 'বিপদের সময় আমরা একে অপরকে ছেড়ে যাই না।' বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট, তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক অস্থিরতায় কংগ্রেসের এই পালটিকে মোটেই ভালোভাবে নেবে না ইন্ডিয়া শিবির।৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর দেখা গিয়েছে একমাত্র রাজ্য তামিলনাড়ুতে তৈরি হয়েছে ত্রিশঙ্কু। ২৩৪ আসনের তামিলনাড়ুতে বিজয়ের দল টিভিকে পেয়েছে ১০৮টি আসন। সরকার গড়তে প্রয়োজন ১১৮টি আসনের। এই অবস্থায় ৫ বিধায়ককে নিয়ে টিভিকে সমর্থনে এগিয়ে আসে কংগ্রেস। যা মোটেই ভালোভাবে নেয়নি ডিএমকে।কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে বৃহস্পতিবার ডিএমকে ঘোষণা করে, 'ইন্ডিয়া জোট ভেঙে গিয়েছে।' কারণ কংগ্রেস ডিএমকের হাত ছেড়ে টিভিকেকে সমর্থন করছে। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করে বিধায়ক দলের বৈঠকে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও পাশ করে ডিএমকে। এই পরিস্থিতির মাঝেই এবার কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব হলেন সপা প্রধান অখিলেশ যাদব।

হান্টাভাইরাসের হানায় আক্রান্ত জাহাজে দুই ভারতীয়

বাড়ছে আশঙ্কা

দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলে থাকা জাহাজে হান্টাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ বেড়েই চলেছে। জাহাজে থাকা ১৪৯ জন যাত্রীর মধ্যে রয়েছেন দু'জন ভারতীয়ও। তবে তাঁরা আক্রান্ত কিনা এখনও জানা যায়নি। এই প্রথম প্রকাশ্যে এসেছে ওই জাহাজে কোন দেশের কতজন নাগরিক রয়েছেন, তার তালিকা। তাতে দেখ া যাচ্ছে বেশিরভাগই যাত্রী গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, স্পেনের পর্যটক। এছাড়াও রয়েছেন ফিলিপিন্স, ইউক্রেন, নেদারল্যান্ডস এবং পোল্যান্ডের নাবিকেরা। আর এই তালিকাতেই রয়েছেন দুই ভারতীয়র নাম। তাঁরাও আক্রান্ত কিনা তা এখনও জানা যায়নি। জাহাজে তাঁদের ভূমিকা, তাঁদের স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং তাঁরা সংক্রামিত যাত্রীদের কারও সংস্পর্শে এসেছেন কিনা তাও অজানা। ফলে বাড়ছে উদ্বেগ। তথ্য প্রদানকারী 'ওশিয়ানওয়াইড এক্সপিডিশনস' জানিয়েছে, শিগগিরি তারা আরও নতুন তথ্য শেয়ার করবে। সম্ভবত তখন এই সংক্রান্ত তথ্যও বিশদে জানা যাবে।নেদারল্যান্ডের পতাকাধারী বিলাসবহুল প্রমোদতরী গত ২০ মার্চ আর্জেন্টিনা থেকে রওনা দিয়েছিল। এরপর আটলান্টিক পার করে ইউরোপের দিকে এগোচ্ছিল। ক্রুজটির গন্তব্য ছিল স্পেনের কাছের এক দ্বীপ। যা আটলান্টিক মহাসাগরে আফ্রিকার এক জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। জাহাজটিতে ছিলেন ১৭০ জন যাত্রী, ৭১ জন ক্রু সদস্য। যাত্রাপথেই হঠাৎ হান্টাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাসের প্রথম শিকার হন ৭০ বছরের এক ব্যক্তি। জাহাজেই মৃত্যু হয় তাঁর। স্ত্রীর সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তিনি। তাঁর দেহ দক্ষিণ আটলান্টিকে সেন্ট হেলেনায় নামানো হয়। এখনও পর্যন্ত ওই ভাইরাসের সংক্রমণে ৩ থেকে ৬ জন ব্যক্তির মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। আক্রান্ত অন্তত ৮। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মূলত ইঁদুর থেকে ছড়ায় হান্টা ভাইরাস। ইঁদুরের মলমূত্র, দেহাবশেষ থেকেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। পশুর থেকে মানুষের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। করোনার মতোই আরএনএ ভাইরাস হওয়ায় হান্টা দ্রুত এক শরীর থেকে অন্য শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ইঁএই ভাইরাস মানুষের শরীরে ঢুকলে ফুসফুস ও কিডনির ক্ষতি করে দেয়। প্রাথমিক লক্ষণ জ্বর, পেশির ব্যথা ও পেশির খিঁচুনি।

ফিরছে ‘ওয়াকা ওয়াকা’ ম্যাজিক

টিজারেই বাজিমাত

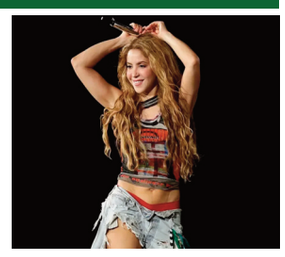

ফের বিশ্বকাপ মাতাতে তৈরি শাকিরা। ফুটবল বিশ্বকাপের ৩৩ দিন আগে নতুন গানের ঝলক নিয়ে হাজির কলম্বিয়ার পপ গায়িকা। ‘ওয়াকা ওয়াকা’র জাদু এখনও বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের কানে বাজে। সেই মাদকতা ছড়াতে নতুন গান নিয়ে হাজির শাকিরা। যার নাম ‘ডাই ডাই’। ইটালিয়ান ভাষায় এই শব্দের অর্থ ‘চলো এগিয়ে যাই।’ ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপে শাকিরা নিয়ে এসেছিলেন ‘ওয়াকা ওয়াকা’ (দিস টাইম ফর আফ্রিকা) গানটি। সেই গান আজও ফুটবল সমর্থকদের মুখে মুখে ফেরে। ২০০৬ সালের ‘হিপস ডোন্ট লাই’ গানটিও প্রবল জনপ্রিয়। ২০১৪ বিশ্বকাপের সময় সুন্দরী গায়িকা গেয়েছিলেন ‘লা লা লা’ গানটি। তারপর দু’টি বিশ্বকাপে আর কোনও নতুন গান আনেননি। এবার ফের ‘ডাই ডাই’ গান নিয়ে হাজির। আপাতত সোশাল মিডিয়ায় গানের ঝলক বা টিজার প্রকাশ করা হয়েছে। পুরো গানটি মুক্তি পাবে ১৪ মে।শাকিরার গান মানে সেখানে থাকে বিশ্বকাপের আয়োজক দেশের শিকড়ের টান। পোশাক, নাচের তরঙ্গে, সুরের মাদকতায় মনে হয় যেন সেই দেশের মাটির স্বাদ থাকে। এবার গানের ঝলকেই স্পষ্ট সেই উন্মাদনা ফিরে আসছে। গানটি শুট করা হয়েছে ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামে। যেখানে ২০১৪ বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল এবং শাকিরা সেখানে গান গেয়েছিলেন। অর্থাৎ যেখানে ‘শেষ’ হয়েছিল, সেখান থেকেই ফের বিশ্বকাপ মাতাতে তৈরি শাকিরা। তাঁর সঙ্গে এই গানটিতে থাকছেন নাইজেরিয়ার গায়ক বার্না বয়। গানের ভিডিওয় যে তিনটি বিশ্বকাপে শাকিরা গান গেয়েছেন, সেগুলোর তিনটি বল রয়েছে। পাশাপাশি সহশিল্পীদের পরনেও আমেরিকা, মেক্সিকো, কানাডার জার্সি। এবার ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত এই তিনটি দেশে বিশ্বকাপ হচ্ছে। মোট ৪৮টি দেশ মিলিয়ে বিশ্বকাপ, তাতে শাকিরার দেশ কলম্বিয়াও আছে। উল্লেখ্য, ২০১০ বিশ্বকাপের সময় থেকেই স্পেনের ফুটবল তারকা জেরার্ড পিকের সঙ্গে প্রেমকাহিনি শুরু হয় শাকিরার। তাঁদের দুই সন্তানও আছে। ২০২২ সালে তাঁদের সম্পর্ক ভেঙে যায়।

রেস্তরাঁর পথে বিরাট-অনুষ্কা

তীব্র যানজটে বন্ধ রাস্তা

রেস্তরাঁয় হাজির বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা। প্রথমেই বিশ্বাসই করতে পারেননি বেঙ্গালুরুর বিখ্যাত রেস্তরাঁ সেন্ট্রাল টিফিন রুমের মালিক গণেশ পূজারী। তাই সেরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি। এর ফল টের পেলেন খানিক পর। গোটা রাস্তা বন্ধ। রাস্তায় কাতারে-কাতারে লোক। বিরুষ্কা ঠিকভাবে বেরতে পারলেও পুলিশের ‘হুমকি’ শুনতে হল গণেশকে। ভারতের জনপ্রিয়তম জুটির মধ্যে অন্যতম বিরাট ও অনুষ্কা। বহুবছর ধরে ‘সেলিব্রিটি কাপলে’র নতুন সংজ্ঞা করেছেন তাঁরা। সেই বিরুষ্কা রাস্তায় বেরলে যানজট তো হবেই। সেরকমই হল বেঙ্গালুরুতে। তবে তার জন্য দায়ী ওই রেস্তরাঁর মালিক। কীরকম? রেস্তরাঁয় আসার তিনদিন আগেই গণেশকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে বিরুষ্কা আসছেন। কিন্তু সেটা ‘ভুয়ো’ ভেবে উড়িয়ে দেন। তারপর একাধিকবার গণেশকে এই বিষয়ে জানানো হলেও বিশ্বাস করেননি।অবশেষে তাঁদের আগমনের কিছুক্ষণ আগে ফের জানানো হতে টনক নড়ে। একটি সংবাদমাধ্যমে গণেশ জানান, তআমাকে জানানো হয়, বিরাট-অনুষ্কা উপস্থিত হয়েছেন। দু’টো গাড়ি নিয়ে এসেছেন তাঁরা। আমি তখনও সেটা বিশ্বাস করতে পারিনি। তবে আমরা চেষ্টা করেছি, যাতে ওঁদের কোনও অসুবিধা না হয়। গোটা একতলা বিরুষ্কার জন্য বরাদ্দ করা হয়। অনুষ্কা জানান, তিনি কলেজে পড়ার সময় এই রেস্তরাঁয় আসতেন। সেই স্মৃতি ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য ফের একই রেস্তরাঁয় হাজির বিরুষ্কা। রেস্তরাঁর কর্মীদের সঙ্গে ছবি তোলেন বিরুষ্কা। রেস্তরাঁর জন্য শুভেচ্ছাবার্তাও লিখে দিয়েছেন তাঁরা। গণেশ জানান, তওই সময় আমি দেখি পুরো রাস্তা বন্ধ। কোনও গাড়ি যেতে পারছে না। বাইরে লোকেরা অপেক্ষা করছিল, কখন ওঁরা বেরোন। যখন ওঁরা দরজা খুলে বেরোলেন, তখন ভিড়ের জন্য গাড়িতে উঠতে পর্যন্ত সমস্যায় পড়েছিল।দ তারপর পুলিশ ফোন করে বলে, ভবিষ্যতে কোনও সেলিব্রিটি এলে তাদের যেন আগে জানানো হয়। নাহলে তাঁর নামেই অভিযোগ দায়ের করা হবে।

বাংলাদেশ ক্রিকেটে ফিক্সিং কেলেঙ্কারি

মুখ পুড়ল পদ্মাপারের দেশের

বাংলাদেশ ক্রিকেটে ফের বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এল। বাংলাদেশপ্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডজানিয়েছে, বিপিএলের ১২তম আসরে ম্যাচ ফিক্সিং ও দুর্নীতিতে জড়িত থাকায় ক্রিকেটার-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বিসিবি-র দুর্নীতি দমন শাখার তদন্তে উঠে এসেছে, দীর্ঘদিন ধরেই বিপিএল-কে কেন্দ্র করে সক্রিয় ছিল একটি বড় বেটিং চক্র। একাধিক মরশুমে সন্দেহজনক ঘটনা সামনে আসারপরতদন্ত শুরু করে বাংলাদেশ বোর্ড। তদন্ত যত এগিয়েছে, ততই প্রকাশ্যে এসেছে বিস্ফোরক তথ্য। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, বিপিএলের দ্বাদশ মরশুমে একাধিক সন্দেহজনক কার্যকলাপের খোঁজ মেলে। তদন্তে বেটিং, দুর্নীতির চেষ্টা, তথ্য গোপন এবং তদন্তে বাধা দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ সামনেএসেছে।বিসিবিএক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তবিপিএল-কে ঘিরে দুর্নীতি, বেটিং, তদন্তে অসহযোগিতা এবং তথ্য গোপনের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালানো হয়েছে।দবিসিবি-র দাবি, কিছু অভিযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে ফেলেছেন। এখানেই শেষ নয়, দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকদের কাজেবাধাদেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। এই মামলায় অন্যতম বড় নাম চট্টগ্রাম রয়্যালসের ম্যানেজার মহম্মদ লাবলুর রহমান। অভিযোগ, তিনি তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করেননি। একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন বা নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। একই অভিযোগ উঠেছে ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম কর্ণধার মহম্মদ তৌহিদুল হক তৌহিদের বিরুদ্ধেও। এছাড়া বাংলাদেশের আনক্যাপড ক্রিকেটার অমিতমজুমদারএবংদলের ম্যানেজার রিজওয়ান কবির সিদ্দিকির বিরুদ্ধে বেটিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে।

স্পিনে হিমশিম টিম ইন্ডিয়া

দুর্বলতা ঘোচাতে বাংলার প্রাক্তন কোচকে ‘গুরু’দায়িত্ব দিচ্ছেন গম্ভীর

টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বজয়ী। ওয়ানডেতেও আগুনে ফর্মে। কিন্তু টেস্টে ভারতের অবস্থা বেশ খারাপ। ঘরের মাটিতেই বারবার হারের মুখে পড়েছে গৌতম গম্ভীরের দল। ভারতের স্পিন বিভাগ নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠছে। এবার সেই সমস্যা মেটাতে নতুন স্পিন বোলিং কোচ নিয়োগ করছে ভারতীয় বোর্ড। বাংলার প্রাক্তন কোচ সাইরাজ বাহুতুলেকে এই দায়িত্ব দিতে চলেছে ম্যানেজমেন্ট। যিনি বর্তমানে পাঞ্জাব কিংসের বোলিং কোচ। বোর্ডের এক সূত্র বলছেন, তআগামী দু’বছরের জন্য বাহুতুলেকে স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে। ভারতের স্পিনারদের পথ দেখানোর জন্য একজন অভিজ্ঞ স্পিন বোলিং কোচ দরকার। বোর্ডের কর্তারা ও গৌতম গম্ভীর বাহুতুলের সঙ্গে কথা বলেছেন।দ জুন মাসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট থেকেই কাজ শুরু করে দেবেন বাহুতুলে।৫৩ বছর বয়সি বাহুতুলে দু’টি টেস্ট ও আটটি ওয়ানডে খেলেছেন। মোট পাঁচটি উইকেট পেয়েছিলেন। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বইয়ের প্রাক্তন ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স ঈর্ষণীয়। ১৮৮টি ম্যাচে পেয়েছেন ৬৩০টি উইকেট। পাশাপাশি ৬১৭৩ রানও করেছেন। ২০১৫ সালে বাহুতুলেকে বাংলার কোচ করা হয়। এছাড়া কেরলের ক্রিকেট দলেও কোচিং করিয়েছেন। এর আগেও ভারতীয় দলের সঙ্গে ছিলেন বাহুতুলে। ২০২২-২৩ সালে রাহুল দ্রাবিড় কোচ থাকাকালীন অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সময় স্পিন পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া বিসিসিআইয়ের জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেও কোচিং করিয়েছেন। রাজস্থান রয়্যালসের বোলিং কোচ হিসেবে ছিলেন। বর্তমানে তিনি পাঞ্জাব কিংসের স্পিন বোলিং কোচ। ঘটনাচক্রে পাঞ্জাবের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে কামব্যাক করছেন। আর তাঁর দলেরই কোচ পাবেন স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্ব।

প্রয়াত দুই প্রধানের প্রাক্তন ফুটবলার মোহন সিং

প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবলার মোহন সিং বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৯ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। এদিন দুপুরে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পাঞ্জাবে জন্ম হওয়া মোহনের ময়দানে যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৭ সালে, এরিয়ান ক্লাব থেকে। এরপর বিএনআর ঘুরে ১৯৭২ সালে যোগ দেন ইস্টবেঙ্গলে। সেবছর পঞ্চমুকুট জয়ী লাল-হলুদ দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। পরে যোগ দেন মোহনবাগানে। ১৯৭৫ সালে ফেরেন ইস্টবেঙ্গলে। দু’দফায় লাল-হলুদ জার্সিতে আটটা ট্রফি জেতেন তিনি। পরে মহামেডানে খেলে ফেরেন বিএনআরে। জাতীয় দলেও খেলেছেন তিনি। মোহন সিং ১৯৭২ সালে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। জোড়া গোল করে বাংলাকে শিরোপা জেতাতে সাহায্য করেন।ফুটবলের পাশাপাশি শুরুর দিকে চুটিয়ে ক্রিকেটও খেলতেন। সুনীল গাভাসকর, একনাথ সোলকার, সুরিন্দর অমরনাথ, মহিন্দর অমরনাথদের সঙ্গে ভারতীয় স্কুলে টিমেও ছিলেন তিনি। ডাক পেয়েছিলেন টেস্ট দলেও। শেষ পর্যন্ত ফুটবলেই মন দেন মোহন। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ময়দান। এআইএফএফ সভাপতি শ্রী কল্যাণ চৌবে বলেছেন, তমোহন সিং একজন প্রতিভাবান মিডফিল্ডার ছিলেন।

তিনি দক্ষতার সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের সেবা করেছেন। জাতীয় দল এবং দেশের বিখ্যাত ক্লাবগুলোর হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স ফুটবলের প্রতি তাঁর আবেগ এবং নিষ্ঠার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। ভারতীয় ফুটবল পরিবারের পক্ষ থেকে আমি তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং প্রিয়জনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

২১ বছর পর প্রত্যাবর্তনেই ইতিহাস

এশিয়ান কাপের শেষ আটে ভারতের মেয়েরা

২১ বছর অপেক্ষা! তার পর এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা এশিয়ান কাপে খেলতে নেমেছে ভারত। দু’দশকের বেশি প্রতীক্ষার পর ইতিহাস লিখল ভারতের কিশোরীরা। শুক্রবার চিনের সুজৌতে লেবাননকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারতীয় জুনিয়র মহিলা ফুটবল দল। একই সঙ্গে খুলে গেল ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা বিশ্বকাপে ওঠার সম্ভাবনাও। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারতের সামনে সমীকরণ ছিল স্পষ্ট। লেবাননকে হারাতেই হবে, পাশাপাশি নজর রাখতে হবে গোল পার্থক্যের লড়াইয়েও। সেই পরীক্ষায় দুরন্ত সাফল্য পেল পামেলা কন্তির দল। ম্যাচের নায়িকা প্রীতিকা বর্মন। জোড়া গোল করে জয়ের ভিত গড়ে দেন তিনি। একটি করে গোল করেন আলভা দেবী সেঞ্জাম এবং জয়া।শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে দেখা যায় ‘ইয়ং ব্লু টাইগ্রেস’-দের। আগের দুই ম্যাচে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের বিরুদ্ধে বেশিরভাগ সময় রক্ষণ সামলাতে ব্যস্ত থাকলেও, লেবাননের বিরুদ্ধে অন্য রূপে দেখা যায় ভারতকে। বল পায়ে দুর্দান্ত আত্মবিশ্বাসী দেখায় ভারতীয় দলকে। দুর্দান্ত প্রেসিং ফুটবল খেলতে থাকে তারা। প্রতিপক্ষ লেবাননের থেকে ধারেভারে এগিয়ে ছিল ভারতীয় কিশোরীরা। প্রতিপক্ষের উপর শুরু থেকেই চাপ বজায় রেখে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতেই রাখে তারা। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স উপহার দিল ভারত। দুরন্ত জয়ের পর ভারতের নজর ছিল গ্রুপ সি-র ফিলিপিন্স বনাম চাইনিজ তাইপে ম্যাচের দিকে। দুই দলের গোল পার্থক্য ছিল যথাক্রমে -১৩ এবং -১৪। ফলে শেষ চারে উঠতে গেলে যে কোনও এক দলকে বড় ব্যবধানে জিততেই হত। কিন্তু ম্যাচটি ড্র হওয়ায় ভারতের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা নিশ্চিত হয়ে যায়। এর ফলে ইতিহাস গড়ল ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ফুটবল দল।২০০৫ সালের পর এই প্রথম এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা এশিয়ান কাপে খেলছে ভারত। আর প্রত্যাবর্তনের আসরেই শেষ আটে জায়গা করে নিল তারা। উল্লেখ্য, এই টুর্নামেন্টে ভারতের শেষ জয় এসেছিল ২০০৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে। যদিও সেবার একটি ম্যাচ জিতেও বাকি দুই ম্যাচে হারায় গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল দলকে। এবার সেই হতাশা কাটিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখছে ভারত। আগামী ১১ মে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে শক্তিশালী চিনের মুখোমুখি হবে ভারতীয় কিশোরীরা।

ক্রিকেটের নিয়মে বদল চেয়ে সৌরভের দ্বারস্থ গাভাসকর

আধুনিক ক্রিকেট বোলারদের জন্য বড়ই নির্মম। ব্যাটারদের মারকাটারি মানসিকতা, অনুকূল নিয়ম, ছোট বাউন্ডারি, দুর্দান্ত সব ব্যাট। সব মিলিয়ে বোলারদের বাঁচার উপায় বিশেষ নেই। এবার এই পরিস্থিতির বদল চেয়ে সরব হলেন কিংবদন্তি ব্যাটার সুনীল গাভাসকর । সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর আর্জি, এবার অন্তত বোলারদের প্রতি একটু দয়ামায়া দেখানো উচিত। এমনিতে সাম্প্রতিক অতীতে ক্রিকেটে যে সব নিয়ম তৈরি হয়েছে তার বেশিরভাগই ব্যাটারদের পক্ষে গিয়েছে। সুনীল গাভাসকর চাইছেন অন্তত ওয়াইড বাউন্সারের নিয়মটা একটু বদলে দেওয়া হোক। যাতে পেসাররা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন। একটি সংবাদমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘ব্যাটারের মাথার সামান্য উপর দিয়ে বল গেলেই ওয়াইড বল হিসাবে ধরা হচ্ছে। এটা একজন ফাস্ট বোলারকে হাত পিছনে বেঁধে বল করতে বলার মতো।দ গাভাসকরের দাবি, বাউন্সারের ক্ষেত্রে বোলারদের ছাড় দেওয়া উচিত।লিটল মাস্টার বলছেন, এমনিতেই মাঠে জায়গা থাকলেও বাউন্ডারি ছোট রাখা হয়। আর এখন পিঞ্চ হিটারদের সময়। আগের মতো টেস্ট ব্যাটারদের সময় নয়। তাই গাভাসকরের দাবি, ত্ব্যাটারের মাথার সামান্য উপর দিয়ে বল গেলেই ওয়াইড ডাকা বন্ধ করতে হবে। ব্যাটারের স্বাভাবিক স্টান্স থেকে মাথার প্রায় এক ফুট উপর পর্যন্ত বল করার অনুমতি দেওয়া উচিত। যা ব্যাটের হাতলের সমান উচ্চতা। এতে ফাস্ট বোলাররা কিছুটা স্বস্তি পাবে।’ কিংবদন্তির সাফ কথা, ব্যাটারের যদি কোনও শটে বাধা না থাকে, তাহলে বোলারের এত বাধা কেন? কেন সৌরভের কাছে আর্জি জানাচ্ছেন গাভাসকর ? তাঁর যুক্তি, সৌরভ আইসিসির ক্রিকেট কমিটির প্রধান। ওই কমিটিই ক্রিকেটের নিয়মকানুন ঠিক করে। গাভাসকর বলছেন, তএকটা সময় সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বাউন্সার পুরো বন্ধ ছিল। আমি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান থাকাকালীন সেটা ফিরিয়ে আনি। আমি চাই সৌরভও তেমন কিছু করুক। এবার বোলারদের উপর একটু দয়ামায়া দেখান।

আইপিএলে ধোনির খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা

ক্রমশ ধোঁয়াশা বাড়ছে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিয়ে। আইপিএলের অর্ধেক সমাপ্ত। কিন্তু এবারের আইপিএলে একটিও ম্যাচ খেলেননি। চোটে জেরবার, দলের সঙ্গেও যাচ্ছেন না। কিন্তু এরই মাঝে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ফের শিরোনামে। একেবারে নজির গড়ে চর্চায় তিনি।এবার ক্রিকেট নয়, করদাতা হিসাবেই নজর কাড়লেন ‘ক্যাপ্টেন কুল’। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বিহার ও ঝাড়খণ্ড মিলিয়ে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত আয়করদাতা হলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছে আয়কর দফতর। বিহার-ঝাড়খণ্ডের প্রধান মুখ্য আয়কর কমিশনার ড. ডি সুধাকর রাও সংবাদমাধ্যমকে জানান, ত২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে মোট প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা আয়কর সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র ঝাড়খণ্ড থেকেই এসেছে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। মোট সংগ্রহের প্রায় ৭০ শতাংশ টিডিএসের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে।দতিনি আরও বলেন, ত্তাত অর্থবর্ষে বিহার ও ঝাড়খণ্ড মিলিয়ে সর্বোচ্চ করদাতা ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।দ তবে ধোনি মোট কত টাকা কর দিয়েছেন, তা অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি। আয়কর দফতরের এক আধিকারিক জানান, কর্পোরেট করদাতাদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেড, ভারত কোকিং কোল লিমিটেড এবং সিএমপিডিআই। ড. রাও বলেন, ত্তাত অর্থবর্ষে অতিবৃষ্টির কারণে খননকার্য কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। তার প্রভাব কর সংগ্রহেও পড়ে।

পরপর হেরে দক্ষযজ্ঞ রিয়াল মাদ্রিদে

ড্রেসিং রুমে সতীর্থের মার খেয়ে হাসপাতালে তারকা

পরপর দুই মরশুমে কোনও ট্রফি নেই। এবার রিয়াল মাদ্রিদের ড্রেসিংরুমও সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে পড়েছে।কোচ আলভারো আরবেলোয়ার উপর থেকে পরের পর আস্থা হারাচ্ছেন প্লেয়াররা। ট্রেনিংয়ে মারামারি বেঁধে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মারামারিতে আহত প্লেয়ারকে নিয়ে হাসপাতালেও ছুটতে হচ্ছে! সহজে, রিয়াল মাদ্রিদ শিরোনামে। তবে সে শিরোনাম, বিতকর্কিত শিরোনাম। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-লা লিগা হাতছাড়া হওয়ার পর এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে, আরবেলোয়াকে আর কোচ হিসেবে রাখবে না রিয়াল। সব কিছু ঠিকঠাক চললে, হোসে মোরিনহো দায়িত্ব নিতে পারেন স্পেনের বিখ্যাত ক্লাবের। অতীতে মাদ্রিদের কোচিং করিয়েছেন মোরিনহো। মহাতারকা সমন্বিত টিমকে কী ভাবে ম্যানেজ করতে হয়, খুব ভালো করে জানেন তিনি। ইতিমধ্যে বলা হচ্ছে, রিয়ালের ছ’জন প্লেয়ার আস্থা হারিয়েছেন কোচের উপর থেকে। তাঁরা চান না, পরের মরশুমে আরবেলোয়া দলের কোচ থাকুন। কোচের সঙ্গে তাঁরা কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছেন।কিন্তু এত পর্যন্ত যা লেখা হল, কিছুই নয়। আসল হল, টিমের প্লেয়ারদের মধ্যে সম্পর্কের ঘোর অবনতি। এতটাই যে, সতীর্থের গায়ে হাত তুলতেও দু’বার ভাবছেন না প্লেয়াররা! যেমন গত ফেব্রুয়ারিতে টিমের সতীর্থ আলভারো কারেরাসকে চড় মেরে বসেছিলেন রুডিগার! যেমন বৃহস্পতিবার ড্রেসিংরুমে ফের হাতাহাতি বেঁধে গেল চুয়ামেনি আর ফেডেরিকো ভালভার্দের মধ্যে! ঘটনার সূত্রপাত, বুধবার। প্রথমে হাতাহাতি হয় চুয়ামেনি আর ভালভার্দের মধ্যে। এ দিন তা মিটমাট করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দুই ফুটবলারকেই। তা, মাঠের যেখানে বুধবার দু’জনের বিবাদ বেঁধেছিল, সেখানে চুয়ামেনি-ভালভার্দে যানও। কিন্তু উরুগুয়ের মহাতারকা মিডফিল্ডার চুয়ামেনির সঙ্গে করমর্দন করে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলতে চাননি। যার ফলে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ড্রেসিংরুমেই দু’জনের মধ্যে মারপিট বেঁধে যায়! চুয়ামেনি সজোরে ঘুঁষি চালিয়ে দেন! যার পর ভালভার্দেকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হয়। বৃহস্পতিবার ট্রেনিং শেষে রিয়ালের একজন প্লেয়ারাও মাঠ ছেড়ে যেতে পারেননি। টিমের পক্ষ থেকে জরুরিভিত্তিক বৈঠক ডাকা হয়। খবর যা, চুয়ামেনি এবং ভালভার্দে, দুই ফুটবলারের বিরুদ্ধেই শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ দায়ের করেছে মাদ্রিদ। ভালভার্দে বাকি মরশুম নির্বাসিতও হতে পারেন বলে খবর।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 09-05-2026 04:48 Page 14

গজলডোবা

মায়াবী প্রকৃতির মাঝখানে হারিয়ে ফেলুন নিজেকে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ জলপাইগুড়ি জেলায় হিমালয়ের পাদদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম ঘেঁষে রয়েছে গজলডোবা। তিস্তা নদীর বাঁধের জন্য গ্রামটি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে উত্তরবঙ্গের একটি জনপ্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠছে। কাছেই বৈকুণ্ঠপুর অরণ্য। তাই পরিযায়ী পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে চলে আসে। যাঁরা পাখি ভালোবাসেন, অবশ্যই ঘুরে আসুন। তিস্তা নদীতে ট্রেকিং, সাইক্লিং এবং নৌকোভ্রমণের মজাই আলাদা। তাছাড়া অন্য বেশ কিছু আউটডোর অ্যাক্টিভিটির বন্দোবস্ত রয়েছে। শহুরে ব্যস্ততা থেকে দূরে গিয়ে মায়াবী প্রকৃতির মাঝখানে হারিয়ে ফেলুন নিজেকে। গজলডোবায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের 'ভোরের আলো ট্যুরিজম প্রপার্টি'। আগে যার নাম ছিল 'ভোরের আলো'। ছুটি কাটানোর লোভনীয় ব্যবস্থা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ। ২০০ একর জুড়ে বিস্তৃত এই প্রপার্টি পূর্ব ভারতে বৃহত্তম সরকারি প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি। একটি বাজেট হোটেল, একটি থ্রি-স্টার হোটেল, হাই-এন্ড হোটেল এবং আরও অনেক কিছুর চাহিদা এটি পূরণ করেছে।

২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই প্রপার্টির উদ্বোধন করেন। প্রথম ধাপে অতিথিদের জন্য পাঁচটি কটেজ উন্মুক্ত করা হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য উৎসর্গ করা একটি কটেজ, একটি সাধারণ খাওয়ার ঘর এবং রান্নাঘর তৈরি করা হয়। সেরা সুযোগ-সুবিধা প্রদানে কোনো কমতি রাখা হয়নি। এখন প্রপার্টিতে যোগ হয়েছে আরও পাঁচটি ডুপ্লেক্স কটেজ। অর্থাৎ সর্বমোট ১০টি কটেজ, সঙ্গে ডেডিকেটেড ৪ স্যুট রুম, কাউন্টার-সহ রিসেপশন ব্লক, ম্যানেজারের অফিস, লেকের পাশে কটেজ, ড্রাইভার ও অন-ডিউটি স্টাফদের জন্য ডরমিটরির সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে দ্বিতীয় ধাপে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

জলপাইগুড়ি জেলায় হিমালয়ের পাদদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম ঘেঁষে রয়েছে গজলডোবা। তিস্তা নদীর বাঁধের জন্য গ্রামটি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে উত্তরবঙ্গের একটি জনপ্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠছে। কাছেই বৈকুণ্ঠপুর অরণ্য। তাই পরিযায়ী পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে চলে আসে। যাঁরা পাখি ভালোবাসেন, অবশ্যই ঘুরে আসুন। তিস্তা নদীতে ট্রেকিং, সাইক্লিং এবং নৌকোভ্রমণের মজাই আলাদা।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।